CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 3 October, 2023 ■ আগরতলা ৩ অক্টোবর ২০২৩ ইং ■ ১৫ আশ্বিন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মথাকে কংগ্রেসে আসার কাতর আবেদন সুদীপের

প্রদ্যোতকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি হওয়ার টোপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ অক্টোবর।। সিপিএমকে ছেরে ২৪ এর লোকসভা নির্বাচনে এবার পাশা খেলায় মথাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে কংগ্রেস। উপনির্বাচনে সিপিএম কে সমর্থন করায কংগ্রেসের ভাঙ্গনের ছবি প্রকাশেই আসতেই দলের কর্মীদের ধরে রাখাই কষ্টকর হচ্ছিল নেতৃত্বের। আশীস দলের বেটন হাতে নিতেই গো ধরে বসলেন প্রাক্তন সভাপতিদ্বয়। আজও দেখা গেল প্রজা পিতা ব্রহ্মকুমারী রাজ যোগিনী কবিতা বেনজির স্মরণসভা অনুষ্ঠানে বিজেপি নেতা সুবল ভৌমিকের পাশে প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি তথা বিধায়ক বীরজিত সিনাকে। এই অনুষ্ঠানে বিজেপির প্রদেশ সভাপতি ছিলেন। রাজনৈতিক মহল মনে করছে যেকোনো সময় পদ্ম শিবিরে সদলবলে হাজির হতে পারে প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। কিছুদিন আগে তারই আনুগত্য শিষ্য ছাত্রনেতাকেও তার পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হলো। এর আগে কংগ্রেস ভক্ত বিল্লাল ছাড়লেন দল। এভাবে একের পর এক দল ছাড়ার শিরিক পড়েছে। এই অবস্থা চলতে থাকলে ২৪ এর লোকসভা নির্বাচনে দলের যে ভরাডুবি হবে তার টের পেয়ে নতুন করে ঘর গোছানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন আশীষ- সুদীপরা। এর মধ্যে হঠাৎ করে কংগ্রেসের ঘরে স্বস্তির বৃষ্টি এলো গান্ধীর জন্ম জয়ন্তীতে। আজই মথা ছেড়ে বহু নেতাকর্মী কংগ্রেসের শামিল হয়েছেন। তার মধ্যে রয়েছে সিপি আই র প্রাক্তন মন্ত্রী। তাতেই আবেগপ্রবণ হয়ে গেলেন সুদীপ আসিষরা। এই যোগদান সভা থেকে মাথার শিষ্য নেতৃত্বের কাছে কাতর আবেদন রাখলে সুদীপ। আসুন একসাথে হই জনগণের সেবায় কাজ করি আগামী দিনে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই-এ সামিল হই। প্রয়োজনে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি দায়িত্ব প্রদ্যুতের হাতে তুলে দিতে প্রস্তুত দল। উপজাতিদের স্বার্থে সবসময় কংগ্রেস কাজ করে গেছে আগামী দিনেও করবে। রাজা রানী সবাই একসময় কংগ্রেসে ছিলেন এইসব কথাও স্মরণ করিয়ে দিলেন সুদীপ। অর্থাৎ ত্রিপুরার রাজাদের সঙ্গে কংগ্রেসের সম্পর্ক যে দীর্ঘদিনের তাও বুঝাতে চেয়েছেন তিনি। এইভাবে একের নানা কৌশল অবলম্বন করে মতাকে কাছে টানার চেষ্টা করে যাচ্ছে কংগ্রেস। অথচ আজই উপজাতিদের একটি অনুষ্ঠানে এক মঞ্চে দেখা গেল মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, সাংসদ ত্রিপুরা সঙ্গে প্রদ্যুৎ কিশোর দেব বর্মনকে। এন নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা-কল্পনা বেড়েছে। তারপরেও ২৪ এর লোকসভা নির্বাচনের আগে মথাকে কাছে টানার নানা কৌশল চালিয়ে যাচ্ছে কংগ্রেস।

কংগ্রেসের বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন সোমবার তিপ্রা মথার প্রতিষ্ঠাতা প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মনকে কংগ্রেস দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য পুনরায় যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তিপ্রা মথাকে নিয়ে কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

এদিন সুদীপ রায় বর্মণ বলেন, ‘‘আমি এখনও প্রদ্যোত কিশোরকে কংগ্রেস পরিবারের সদস্য হিসাবে বিবেচনা করি। কারণ ঐতিহাসিকভাবে, রাজ্যের রাজপরিবার কংগ্রেসের সাথেই ছিল। আমি আজ দেববর্মনের কাছে আবেদন জানাতে চাই, ফিরে আসুন এবং দলকে শক্তিশালী করুন।প্রয়োজনে কংগ্রেস তাকে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সোমবার রাজস্থানের চিতোরগড়ে আয়োজিত বিজেপির জনসভায় উপস্থিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

২২ নভেম্বর রাজ ভবন অভিযানের ডাক আশীষের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ২ অক্টোবর।। বিদ্যুতের কাজ করতে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে এক শ্রমিকের। সোমবার দুপুর আড়াইটা নাগাদ কুমারঘাট ব্লকচৌমুনি এলাকায় ঘটেছে এই ঘটনাটি। সানীয় টাউন হলে কাজ করার সময় উপর থেকে পড়ে গিয়েই ঘটে এই বিপত্তি। জানাগেছে, তিনি তিনতলা থেকে নিচে পড়েছেন ওই শ্রমিক। মৃত শ্রমিকের নাম উত্তম দেবনাথ (৪৫)।

বাড়ি আগরতলায়। কুমারঘাট পূর্ত দপ্তরের ইলেকট্রিক ইন্টারলেনের আন্ডারে কাজ করছিলেন ওই শ্রমিক। কাজ করতে গিয়ে শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনার সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই অন্যান্য শ্রমিকদের মধ্যে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। এদিকে এই মর্মান্তিক ঘটনার খবর আসতেই তার পরিবারের সদস্যরা শোকস্তব্ধ হয়ে পরেন। কান্নায় ভেঙে পড়েন তার পরিবারের সদস্যরা। এ ব্যাপারে পুলিশ একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। কাজ করতে গিয়ে তিন তালা থেকে নিচে পড়ে মৃত শ্রমিকের পরিবারকে পর্যাপ্ত আর্থিক সাহায্য প্রদানের জন্য জোরালো দাবি উঠেছে।

নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সরব বাঙালী মহিলা সমাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ অক্টোবর: ক্রমবর্ধমান নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে বাঙালি মহিলা সমাজ। আজ সংগঠনের রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে আগরতলা শহরে মিছিলের আয়োজন করা হয়েছে। এদিন মিছিলটি শিবনগরস্থিত আমরা বাঙালি রাজ্য কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।

সংগঠনের অভিযোগ, ক্রমবর্ধমান নারী সংক্রান্ত অপরাধ বৃদ্ধির জেরে। রাজ্যে প্রতিনিয়ত নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, খুন ও ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফের চুরির ঘটনা বিলোনিয়া শহরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২ অক্টোবর : বিলোনিয়া শহর এবং শহরতলী জুড়ে একের পর এক চুরির ঘটনা ঘটেই চলছে। প্রতিদিনের চুরির ঘটনায় আতঙ্কে রয়েছে জনগণ। এরই মধ্যে গতকাল গভীর রাতে রাজনগর ব্লকের বড়পাথরী ত্রিপুরার গ্রামীণ ব্যাংক সংলগ্ন একটি মোবাইল দোকানে হাত সাফাই করল চোরের দল। চোরের দল হানা দিয়ে নগদ ছয় হাজার টাকা সহ আনুমানিক চার লক্ষাধিক টাকার মোবাইল নিয়ে পালিয়েছে।

জানা গেছে , সোমবার সকালে দোকান খুলতে এসে চুরি কান্ডের ঘটনা টের পেয়েছেন দোকানের মালিক বাপন দাস। দোকানের ভিতর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পদ্মশ্রী সত্যরাম রিয়া প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রীর শোক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/ শান্তিরবাজার, ২ অক্টোবর ।। ত্রিপুরায় জনজাতি-দের মধ্যে হজাগিরি নৃত্য খুবই জনপ্রিয়। এ-বছর ত্রিপুরা থেকে পদ্মশ্রী পুরস্কারে মনোনীত হয়েছিলেন হজাগিরি নৃত্যশিল্পী সত্যরাম রিয়াং। আজ সকালে তিনি প্রয়াত হয়েছেন। দীর্ঘদিন যাবৎ বাধর্ক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন তিনি। আজ সকালে তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৮৫ বছর। তাঁর প্রয়াণে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা গভীরভাবে শোক প্রকাশ করেছেন। পাশাপাশি সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব ভীষণভাবে মর্মাহত হয়েছেন।

প্রসঙ্গত, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় শান্তিরবাজারের বাসিন্দা ছিলেন সত্যরাম রিয়াং। তাঁর বয়স ৮৫ বছর। হজাগিরি নৃত্যের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তিনি একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ওই স্কুলে তিনি

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে গান্ধী জয়ন্তী উদ্‌যাপিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ অক্টোবর।। রাজ্যে আজ গান্ধীজয়ন্তী যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হয়েছে। গান্ধীজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে আজ সার্কিট হাউস সংলগ মুর্তি প্রাঙ্গনে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর মুর্তিতে মাল্যদান ও পুপার্ঘ্য অর্পন করে শ্রদ্ধা ্পন করেন শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী সান্তনা চাকমা। অনুষ্ঠানে তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভ-াচার্য, সদর মহকুমা শাসক অরূপ কুমার দেব সহ উপস্থিত অন্যান্য অতিথিগণও মহাত্মা গান্ধীর মুর্তিতে মাল্যদান ও পুপার্ঘ্য অর্পন করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অনুষ্ঠানে রামধুন, ভজন ও ভক্তিমূলক সংগীত পরিবেশন করা হয়।

তাছাড়াও গান্ধীঘাটস্থিত গান্ধীবেদী প্রাঙ্গনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে ও গান্ধীবেদীতে পুপার্ঘ্য অর্পন করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী সান্তনা চাকমা। এখানে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দীপক প্রকল্পের মউ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী

শিক্ষাই রাষ্ট্রের অগ্রগতির প্রধান সূচক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ অক্টোবর।। শিক্ষাই রাষ্ট্রের অগ্রগতির প্রধান সূচক। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যের বর্তমান সরকার প্রান্তিক এলাকা পর্যন্ত গুণগত শিক্ষা সম্পসারণে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আজ আগরতলার ২১ আসাম রাইফেলস কার্যালয়ে আসাম রাইফেলস, এনআইইডিও এবং এক্সিস ব্যাঙ্কের মধ্যে ‘দীপক প্রকল্পে’ মউ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। মউ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। রাজ্যের অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পরা মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিতে আসাম রাইফেলস বাহিনীর উদ্যোগে ‘দীপক প্রকল্প’ চালু হচ্ছে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের ‘সুপার-৩০’ প্রকল্পের ধারনার উপর ভিত্তি করে ’দীপক প্রকল্প’ প্রণয়ন করা হবে। ‘সুপার-৩০’ প্রকল্প আমাদের রাজ্যে শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে চালু করা হয়েছে। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পড়া মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ কোচিং এর ব্যবস্থা করা। উচ্চ মাধ্যমিকের পর নিট বা জেইই কোর্সে আগ্রহীদের বিশেষ কোচিং দেওয়া এই প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ‘সুপার-৩০’ প্রকল্পে রাজ্যে ইতিমধ্যেই সাফল্য পাওয়া গেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দীপক প্রকল্পটি ইতিমধ্যেই উত্তর পূর্বাঞ্চলের মণিপুর, নাগাল্যাণ্ড, মিজোরাম ও অরুনাচল প্রদেশে চালু হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির বিকাশ ছাড়া দেশের সার্বিক বিকাশ সম্ভব নয়। এই ধারণাকে পাথেয় করে উত্তর পূর্বাঞ্চলের মানব সম্পদের বিকাশে ’দীপক প্রকল্প’ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী দীপক প্রকল্পের সার্বিক সাফল্য কামনা করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিগেডিয়ার বিক্রম গুলেরিয়া। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ডা. আর শ্রীবাস্তব। উপস্থিত ছিলেন মেজর জেনারেল বি কে নামবিয়া।

দুর্গাপুর সীমান্তে গুলিবিদ্ধ ব্যক্তির মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২ অক্টোবর।। ফের একবার বিএসএফের গুলিতে নিহত আলমগীর হোসেন নামে(৪২) বছরের এক ব্যক্তি। ঘটনা সোনামুড়া থানাদিন দূর্গাপুর ডুগাড়া পাড়া এলাকায়।ঘটনার বিবরণে জানা যায় সোমবার গভীর রাতে বিএসএফ দুর্গাপুরের অনির্মিত সীমান্ত বেড়া ভারত বাংলা সীমান্তে টহলদারিতে থাকার সময় কিছু গরু পাচারকারীদের পাচারকার্য চালাতে লক্ষ্য করে তারা ভারত থেকে বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে গরু পাচার করছিল। তখন বিএসএফ বাধা দিলে কিছুটা হাতাহাতি হয় এবং

কিছু পাচারকারী দৌড়ে যেতে সক্ষম হলেও ওই সময় এলাকার আলমগীর হোসেন নামে এক ব্যক্তিকে বিএসএফ ঘটনাস্থলেই গুলি করে।তার বুকের মাঝে বিএসএফের একটি ছোঁড়া গুলিতে সেই নিহত হয় তার বাড়ি ওই এলাকাতেই একেবারে জিরো পয়েন্টে।ঘটনার পর তার পরিবার এবং এলাকার লোকজন তাকে সোনামুড়া সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।গোটা ঘটনায় গোটা এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্য বিরাজ করছে।রাত্রে এলাকার মানুষ বিএসএফের সমস্ত গাড়ি আটকে দেয় এলাকায় কোন গাড়ি প্রবেশ করতে দেয়নি বিএসএফের গাড়ির সামনে এলাকাবাসীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।মৃত ব্যক্তির পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে তারা সংশ্লিষ্ট বিএসএফ

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৭০ ◻ সংখ্যা ২ ◻ ৩ অক্টোবর ২০২৩ ইং ◻ ১৫ আশ্বিন ◻ মঙ্গলবার ◻ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

ভয়াল সংকটে পাকিস্তান

পৃথিবীর বুকে রাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, সামরিক শাসন, স্বৈরশাসন, খেলাফত প্রভৃতি সরকারব্যবস্থা চালু হইলেও দীর্ঘমেয়াদে গণতন্ত্রের চেয়ে ভালো কোনো শাসনব্যবস্থা আজ পর্যন্ত প্রমাণিত হয়নি। গণতন্ত্রেও ত্রুটি রহিয়াছে, তবে তাহা অন্যান্য সরকারব্যবস্থার তুলনায় অনেক কম বলিয়াই রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের অধিকাংশের মতে গণতন্ত্রই রাষ্ট্র পরিচালনার সবচেয়ে আদর্শ শাসনব্যবস্থা। বিশ্বের বুকে বর্তমানে ১৯৫টি দেশ রহিয়াছে।প্রচলিত নির্বাচনব্যবস্থা, জনগণের স্বাধীনতা, রাজনীতিতে অংশগ্রহণ, সরকারের কর্মকান্ড ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির মতো ৬০টি মানদন্ডে যাচাই করিয়া প্রতিবছর বিশ্বের প্রায় সব দেশের গণতন্ত্রকে মূল্যায়ন করিয়া এবং বিভিন্ন স্তরে বা ক্যাটাগরিতে সাজায় লন্ডনভিত্তিক 'ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট', যাহা বিশ্বের বহু দেশ, সংস্থা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান আদর্শ বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া মনে করে।ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের ২০২২ সালের মূল্যায়নে বিশ্বের ২৪টি দেশে পরিপূর্ণ গণতন্ত্র এবং ৪৮টি দেশে কিছুটা ত্রুটিপূর্ণ গণতন্ত্র রহিয়াছে। গণতান্ত্রিক রীতিতে এমন সরকারের প্রয়োজনীয়তা না থাকিলেও রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আস্থাহীনতা ও নির্বাচন প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য যোগ্য ও সামর্থ্যবান নির্বাচন কমিশন ও বিচারব্যবস্থাসহ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর দুর্বলতার কারণে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে দেশ। অন্যদিকে কর্তৃত্ববাদী শাসনের জাঁতাকলে রহিয়াছে ৬৯টি দেশ। কর্তৃতবাদী দেশের তালিকায় একটু ওপরে রয়েছে পাকিস্তান, যার বিশ্ব র‍্যাংকিং ১০৭। মজার বিষয় হইলো- হাইব্রিড স্তরের সবচেয়ে ভালো বা উচ্চ অবস্থানে থাকা বাংলাদেশ এবং নিচ থেকে দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা পাকিস্তানে আজ বহুল আলোচিত ও সমালোচিত বিষয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার। গণতান্ত্রিক রীতিতে এমন সরকারের প্রয়োজনীয়তা না থাকলেও রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আস্থাহীনতা ও নির্বাচন প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য যোগ্য ও সামর্থ্যবান নির্বাচন কমিশন ও বিচারব্যবস্থাসহ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর দুর্বলতার কারণে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দিকে ঝুঁকে পড়ে এ দুই দেশ।বাংলাদেশের ২০০৭ সালে তত্ত্বাবধায়কের আবরণে সেনা-সমর্থিত সরকারের আগমন এবং যথাসময়ে নির্বাচন না দিয়ে ক্ষমতা ধরিয়া রাখা ও দেশকে বিরাজনীতিকরণের দিকে ঠেলিয়া দেওয়ার প্রেক্ষাপটে আইন ও সাংবিধানিকভাবে এ তত্ত্বাবধায়ক সরকারপদ্ধতি বাতিল করা হয়। তবে তাহা রহিয়ায়ে গিয়াছে পাকিস্তানে।

নানা রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর ১০ আগস্ট ২০২৩ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের উপদেশ মোতাবেক পাকিস্তান জাতীয় সংসদের বিলুপ্তি ঘোষণা করেন রাষ্ট্রপতি আরিফ আলভি। একই সময়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয় এবং এ সরকারের প্রধান হন ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের বেলুচিস্তানে জন্ম নেওয়া আনোয়ারুল হক কাকার। তিনি লেখাপড়া করিয়াছেন সেনাবাহিনী পরিচালিত কোহাত ক্যাডেট কলেজে এবং বেলুচিস্তান বিশ্ববিদ্যালয়ে।বেলুচিস্তান রাজ্য সরকারের একজন শিক্ষিত সংসদ সদস্য হিসেবে তাহার সুনাম রহিয়ায়েছে। তাহা ছাড়াও সেনাবাহিনীর অধীনস্থ 'ন্যাশনাল ডিফেন্স ইউনিভার্সিটিতে' তিনি নানা বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করিবার সুবাদে সেনাবাহিনীর ঊর্ধতন মহলের সঙ্গে তাহার সখ্যের বিষয়টি ব্যাপকভাবে আলোচিত। তত্ত্বাবধায়ক সরকারই যে সব সমস্যার সমাধান নয়, তাহা হাড়ে হাড়ে টের পাইতেছে পাকিস্তান। শপথ গ্রহণের আগের দিনই সরকারপ্রধান আনোয়ারুল হক কাকারকে শুনিতে হয় বেলুচিস্তানে গোলাগুলির খবর। সেখানে নিষিদ্ধ ঘোষিত বেলুচিস্তান লিবারেশন আর্মির মজিদ ব্রিগেড গ্রুপ চায়নার অর্থায়নে একটি সমুদ্রবন্দর এবং বন্দরের সঙ্গে সংযোগের জন্য রাস্তা নির্মাণকাজে নিয়োজিত চিনা প্রকৌশলী, কারিগর ও শ্রমিকদের আক্রমণ করে এবং গুলি চালায়। নির্মাণাধীন এ বন্দর ও সংযুক্ত রাস্তা ব্যবহার করে চিনের জিনজিয়াং প্রদেশ যুক্ত হইতে চায় আরব সাগরের সঙ্গে, যাহার ফলে ইরান ও মধ্যপ্রাচ্যের ওপর চিনের প্রভাব বাড়িবে। তাই এ আক্রমণে নাখোশ চায়নাকে সামাল দিতে হিমশিম খাইতেছে কাকারের তত্ত্বাবধায়ক সরকার।

জুলাই মাসে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) থেকে ৩ বিলিয়ন ডলার ঋণ লাভের চুক্তি করিয়া ঋণখেলাপি হওয়া থেকে অল্পের জন্য বাচিয়া যায় পাকিস্তান। সেইসঙ্গে সম্ভাব্য বড় অর্থনৈতিক সংকট কাটাইয়া উঠিতে সক্ষম হয়। তবে ভবিষ্যতে কী হইবে এমন আশঙ্কা তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে অর্থনৈতিকভাবে চাপে রাখিয়াছে। দেশটিকে আগামী চার-পাঁচ বছরের মধ্যে ৮০ বিলিয়ন ডলার ঋণ পরিশোধ করিতে হ ইবে, অর্থাৎ গড়ে বছরে প্রায় ১৫ থেকে ২০ বিলিয়ন ডলার বা মাসে ১ বিলিয়ন ডলারের বেশি। অথচ আইএমএফ ঋণ দিয়াছে মাত্র ৩ বিলিয়ন। চীন, সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ ও স্বল্পমেয়াদি ঋণ দিতে আগ্রহী, তবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সঙ্গে সাধারণত কোনো দেশ বা সংস্থা চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে চায় না।পাকিস্তানের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখিয়া একটি নির্বাচন আয়োজনে নির্বাচন কমিশনকে সহায়তা করা। সাংবিধানিকভাবে বিগত সংসদ ভাঙিয়া দেওয়ার ৯০ দিনের মধ্যে আরেকটি নির্বাচন আয়োজনের বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে। তবে চলতি বছর জুলাই মাসে কোনো এক অদৃশ্য ইশারায় যেন বিদায়ী শাহবাজ সরকার আইন সংশোধন করিয়া নির্বাচনে সহায়তা ও রুটিন ওয়ার্কের বাইরে গিয়া তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে যে কোনো বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দিয়াছে। অন্যদিকে মে মাসে এ সরকার নতুন জনসংখ্যা জরিপ অনুমোদন করিয়াছে। এ জরিপ অনুসারে দেশের বহু স্থানে আগের নির্বাচনী এলাকার সীমানা পরিবর্তন প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে, যাহা নির্বাচন-পূর্ববর্তী ৯০ দিন বা বর্তমানে তাহারও কম সময়ে সম্ভব নয়। ফলে এ অজুহাতে নির্বাচন পিছাইয়া যাইতে পারে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ বাড়িতে পারে। মাস সময় প্রয়োজন। পাকিস্তানের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আরেকটি চ্যালেঞ্জ হইলো সে দেশের নতুন রাজনৈতিক প্লাটফরম 'পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ' (পিটিআই) প্রধান ও সাবেক ক্রিকেট তারকা ইমরান খানের বিষয়ে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তাঁহার প্রতি সুবিচার নিশ্চিত করা। নির্বাচনে জয়ী হইয়া ১৮ আগস্ট ২০১৮ সালে তিনি প্রধানমন্ত্রী হন। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারির শেষে অর্থাৎ রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের শুরুর দিকে ইমরান খান রাশিয়া সফর করেন, যা রাশিয়াকে কোণঠাসা করিতে চাওয়া পশ্চিমারা মানিয়া নিতে পারেনি। এ সফরের ২ মাসেরও কম সময়ে সংসদে আস্থা ভোটে হারিয়া বিদায় নেন ইমরান।পাকিস্তানের প্রাকৃতিক দুর্যোগ একটি নৈমিত্তিক ঘটনা। ২০২২ সালের বন্যার পর পাকিস্তানের দুর্বল অর্থনীতি আরও দুর্বল হইয়া যায়। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এমনটা ঘটিয়াছে বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিলে সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইতে ৩০ ডিসেম্বর ২০২৩ থেকে শুরু হইতে যাওয়া ২৮ তম কনফারেন্স অব দ্য পারটিস (সিওপি ২৮) তথা বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন থেকে বড় অংকের ফান্ড পাওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। সার্বিক বিচারে বলা চলে ভালো নেই পাকিস্তান, ভালো নেই পাকিস্তানের তত্ত্বাবধায়ক সরকার। আসলে গণতন্ত্রের বিকল্প কেবল গণতন্ত্রইহইতে পারে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার বা অন্য কিছু নয়। আর গণতন্ত্রের প্রাণ সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে গণতান্ত্রিক সরকারকেই সব করিতে হইবে, নইলে ইতিহাসের কাঠগড়ায় দাঁড়াইতে হইবে।

স্বদেশপ্রেম ও বিদ্রোহী নজরুল

শাহনূর শহীদ

যুগশ্রেষ্ঠ, যুগ-মানস এবং যুগ-চেতনা আর জাতীয় চাহিদার রূপকার বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬), স্বদেশ ও সমকালের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে তাঁর অনুভূতিতে লালন করেছিলেন, স্বজাতি ও বিশ্বমানবের আশা-আকাঙ্ক্ষার স্বরুপ। তাঁর সংগ্রামশীল জীবন ও বৈচিত্র্যময় রচনাবলীর দিকে তাকালে কবির বিদ্রোহী চেতনা, মানবতাবাদ, জাতীয়তাবোধ, ও স্বদেশ প্রেমের উৎস খুঁজে পাওয়া যায়।তিনি একাধারে সব্যসাচী লেখক, কবি, কথাশিল্পী,নাট্যকার,গীতিকার, প্রবন্ধকার,সুরকার ও সংগীত- স্রষ্টা। বিশ শতকের বিশের দশকে সাহিত্য ক্ষেত্রে আবির্ভাবের স্বল্পকালের মধ্যে মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পর বাংলা সাহিত্যে তৃতীয় যুগ-শ্রষ্টা কবি হিসেবে ধুমকেতুর মতো আবির্ভূত হন কাজী নজরুল ইসলাম। রোমান্টিক মানসপ্রবণতা এবং স্বপ্ন ও সৌন্দর্যবোধের রূপকার-নজরুল স্বদেশপ্রেমকে বুকে ধারণ করে, পরাধীন স্বদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক মুক্তি-আন্দোলনের তথা ব্রিটিশ শাসনের শৃঙখল মুক্তি ও স্বাধীনতার লক্ষ্যে আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে, বিদ্রোহী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে রচনা করেছিলেন অসামান্য কবিতা বিদ্রোহী। বলেছিলেন-

বল বীর /
বল উন্নত মম শির!/
শির নেহারি' আমারি নতশির
ওই/ শিখর হিমাদ্রির!/ বল বীর
—/ বল মহাবিশ্বের মহাকাশ
ফাড়ি'/ চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি'/
ভূলোক দ্যুলোক গোলক ভেদিয়া/
খোদার আসন 'আরশ' ছেদিয়া,/
উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি
বিশ্ববিধাতৃর!...

বিদ্রোহী কবিতার মধ্যদিয়ে নজরুল একজন অত্যন্ত পরাক্রম এবং বিশাল ব্যক্তিত্ব ব্যক্তি হিসেবে পরিচয় লাভ করেছিলেন। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির জেল-জুলুম, নির্যাতন তাঁকে পিছু হঠাতে পারেনি। হরদম গেয়েছেন মুক্তির গান, শিকল ভাঙার গান। বিদ্রোহী কবিতা রচনার পূর্বে খেয়া পারের তরণী, শাত-ইল আরব, কুরবানী,মহররম, ফাতেহা-ই দোয়াজদহকামাল পাশা ইত্যাদি সাড়া-জাগানো কবিতা লিখলেও বিদ্রোহী কবিতায়ই আগ্নেয়গিরির প্রচন্ড উত্তাপে অকস্মাৎ বোমা বিস্ফোরিত হয়ে দেখা দিলেন তিনি।যুগ যুগ ধরে বাংলার সঞ্চিত অভিমান, ক্রোধ আর দুঃসহ বেদনা নজরুলের কণ্ঠে মূর্ত হয়ে বেজেছিল। সমালোচকের বক্তব্য হচ্ছে-- ওটা কবিতা তো নয় --ওটা আগুনের গোল্লা-পরাধীন মানুষের অন্তর্বেদনার এক জলন্ত প্রকাশ। (লক্ষ্মণ কুমার,বিদ্রোহী কবি নজরুল) নজরুল তাঁর আত্মোপলব্দিকে কখনো বিক্রি করেন নি অন্যায়ের কাছে। তাই তাঁর সকল সৃষ্টিতে নিজস্ব ভাবের চিহ্ন পাওয়া যায়। সমকালীন বিশ্বে তাঁর স্থানকে নিরূপণ করতে পেরেছিলেন নিজ অবলোকনের মাধ্যমে।নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে,একদম কাছ থেকে মানুষকে পড়তে পেরেছিলেন।তাই একজন শৌর্যবীর্য পৌরুষকে আহবান করে বলেছিলেন বিশ্বগ্রাসীর ত্রাস নাশি আজ আসবে কে বীর এসো/ ঝুট শাসনে করতে শাসন,শ্বাস যদি হয় শেষও!/ কে আছে বীর এসো! / নজরুলের কবিতা শোষিত মানুষের হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত। পরাধীনতার বন্ধন থেকে জাতিকে মুক্ত করার জন্য তাঁর কলম ও প্রয়াস যেমন সক্রিয় ছিলো তেমনি শ্রমজীবী মানুষ -কৃষক,শ্রমিক,মেহনতী জনতার প্রিয় নির্ভরযোগ্য মুখপাত্র তিনি কবি নজরুল। প্রলয়শিখা, অগ্নিবীণা, বাঁধনহারা,বিষের বাঁশি, ফণী মনসা, ভাঙার গান্থের পাশাপাশি তিনি সাংবাদিক- লেখক। লাঙ্গল, ধূমকেতু, নবযুগ,সেবক পত্রিকা সম্পাদনা করেন।

সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে সমাজ যখন ভঙ্গুর,ধর্মীয় গোড়ামী জাতিকে পশ্চাৎপদ করে রেখেছিল, তখন ইসলামী মূল্যবোধ এবং বিশালতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে, ঐক্যের ডাক দিতে গেয়েছেন সাম্যে-মৈত্রীর গান মানুষকে ভালোবেসে। নজরুলের মতবাদ ছিল জাতি ধর্ম নির্বিশেষে রাষ্ট্রের সকল মানুষের সমান অধিকার। মুসলিমদের ধর্মগ্রন্থ পবিত্র কোরান, হিন্দুদের বেদ, খ্রিস্টানদের বাইবেল,এভাবে পৃথিবীর নানা জাতির নানা ধর্মগ্রন্থ। নজরুলের ভাবনায় সকল ধর্মগ্রন্থের মূলমন্ত্র মানুষের হৃদয়ের মধ্যেই সংকলিত আছে তা হচ্ছে মানবতাবোধ,সমতার দৃষ্টিভঙ্গি।কবির সাম্যবাদী কবিতায় লিখেছিলেন-

গাই সাম্যের গান--/যেখানে
আসিয়া এক হয়ে গেছে সব
বাধা-ব্যবধান,/যেখানে মিশেছে
হিন্দু- বৌদ্ধ-মুসলিম
ক্রিশ্চান।/গাহি সাম্যের
গান!/কে তুমি? পার্সি? জৈন?
ইহুদি? সাঁওতাল, ভীল, গারো?
কনুসিয়াস? চার্বাক-চেলা? বলে
যাও, বল আরও! /
বন্ধু, যা খুশি হও,...

কণ্ঠে তাঁহার মূর্ত হয়ে বেজেছিল-শতাব্দীর সঞ্চিত বেদনা-ক্রোধ যেনো অস্থির হৃদয়ের মহাকল্লোল, ক্ষুব্ধ প্রাণের মর্মর ধ্বনি, প্রচ-অগ্নিস্রাব রচনায় -- দিশেহারা মানুষ পেয়েছিল সম্বিত। দ্রোহ ও প্রেম ছিলো অনুভূতিতে ঋদ্ধ, সম্পূরক। নজরুলের বলিষ্ঠ কণ্ঠের উচ্চারণ; মম একহাতে বাঁকা বাঁশের/ বাঁশরী, আর হাতে রণতূর্য। কবির সৃষ্টি -সুখের আনন্দ অসাধারণ আবেগ ও উচ্ছ্বাসের মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে। জাগতিক নিয়মে কবির ভাবনায় এতদিন যা ছিল রুদ্ধ আজ তা যে শতধারায় উন্মুক্ত। সৃষ্টির কোলাহল, গতির উন্মাদনা, প্রাণের উচ্ছ্বাস আর মুক্তির আনন্দ তিনি সর্বত্রই অনুভব করেন। কবির বলিষ্ঠ ন্ট্রের উচ্চারণ

আজ সৃষ্টি -সুখের উল্লাসে /
মোর মুখ হাসে মোর চোখ হাসে
টগবগিয়ে খুন হাসে/

কিংবদন্তীর ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর

জোবায়ের আলী জুয়েল

ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম ১৮২০ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর। মেদিনিপুর জেলার বীর সিং গ্রামে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে। বাবার নাম ঠাকুর দাস বন্দোপাধ্যায়। মা ভগবতি দেবী। শৈশব ও বাল্য জীবন তাঁর চরম দারিদ্রের ভিতর দিয়ে অতিবাহিত হয়। প্রাথমিক শিক্ষা জীবনে কৃতিত্বের সঙ্গে সমাপ্ত করার পর উচ্চতর শিক্ষার জন্য তিনি কলকাতায় আসেনন। ১৮২৯ সালের ১লা জুন ভর্তি হন সংস্কৃতি কলেজের ব্যাকরণ বিভাগরে তৃতীয় শ্রেণিতে। ১৮৪১ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর তিনি কৃতিত্বের সাথে তাঁর উচ্চতর শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করেন এবং সংস্কৃতি কলেজের তরফ থেকে তাঁর অসাধারণ মেধার স্বীকৃতি স্বরূপ ইংরেজ সরকারের পক্ষ থেকে লাভ করেন বিদ্যাসাগর উপাধী। ১৮৪১ সালের ২রা ডিসেম্বর ফোর্ট উইলিয়াস কলেজের প্রধান পন্ডিতরূপে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৮৫১ সালে অধিষ্ঠিত হন সংস্কৃতি কলেজের অধ্যক্ষ পদে। অসাধারণ মেধার বলে শুধু সংস্কৃতি নয়, ইরেজী ও হিন্দি ভাষাতেও তিনি অসামান্য ব্যপত্তি অর্জন করেন। বিদ্যাসাগরকে বলা হয় বাংলা গদ্যের জনক। গদ্যের ও যে একটি নিজশ্ব ছন্দ আছে তিনিই প্রথম তা'আবিষ্কার করেন। গদ্য ভাষার যর্তি চিহ্নাদির যথাযথ প্রয়োগ ও প্রচলনের কৃতিত্ব ও তাঁর। সমাজ সংস্কারক হিসেবে ঈশ্বর চন্দ্রের দৃঢ় ভূমিকার কথা ইতিহাস বিদিত। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে বিধবা বিবাহের প্রচলন ও বহু বিবাহ প্রথা নিবারণে তাঁর অকুতোভয় ও নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা বাংলা তথা উপমহাদেশের সমাজ সংস্কারের আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত অবিস্মরনীয় ধটনা। পত্র-পত্রিকা সম্পাদনা ও পরিচলনার ক্ষেত্রে ও তাঁর ভূমিকা সুবিদিত। "সর্ব শুভকরী" পত্রিকা "তত্ত্ববোধনী পত্রিকা", "সোম প্রকাশ" ও উংরেজী "হিন্দু প্যাট্রিয়ট" এর মতো পত্রিকাগুলো তৎকালীন বাংলা ভাষা অঞ্চলের সাংবাদিতার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। বিদ্যাসাগর এ সব পত্রিকার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। ছোট বড় বহু নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও বিদ্যাসাগরের ছিল অগ্রণী ভূমিকা। এ সবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য "হিন্দু মেট্রোপলিটন" স্কুলের প্রতিষ্ঠা। যা তাঁরই একান্ত উদ্যোগে অচিরেই রূপান্তিরিত হয়েছিল কলেজে। দারিদ্র পীড়িত অসহায় সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে কবি ও শিল্পী-সাহিত্যিক বৃন্দের পৃষ্ঠপোষকতার ক্ষেত্রেও ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন উদার। কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের সঙ্গে তাঁর ছিল নিবিড় আতিক সম্পর্ক। দানশীলতার জন্য তাঁর খ্যাতি এতখানিই ছিল যে, তাঁকে "দয়ার সাগর" বলে অভিহিত করতো। ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের উল্লেখযোগ্য রচনা- বেতাল পঞ্চ বিংশতি (১৮৪৭ খ্রিঃ), বাংলার ইতিহাস (১৮৪৮ খ্রিঃ), জীবন চরিত্র (১৮৪৯ খ্রিঃ), বোধাদয় (১৮৫১ খ্রিঃ), উপক্রমনিকা (১৮৫১ খ্রিঃ), খৃজুপাঠ (১৮৫১ খ্রিঃ), ব্যাকরণ কৌমুদী (১৮৫১ খ্রিঃ), শকুন্তলা উপাখ্যান (১৮৫৪ খ্রিঃ), বিধবা বিবাহ (১৮৫৫ খ্রিঃ), বর্ণ পরিচয় (১ম ও ২য় ভাগ) (১৮৫৫ খ্রিঃ), আখ্যান মঞ্জুরী (১৮৬৩ খ্রিঃ), ও ভ্রান্তি বিলাস (১৮৬৯ খ্রিঃ)। ১৮৯১ সালের ২৯ জুলাই কলকাতায় তাঁর নিজস্ব বাস ভবনে দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান।বাংলা ভাষার উন্নতি সাধনে, বাঙালির আত-মর্যাদাবোধ জাগাতে, দানে,দয়ায় ও মনুষ্যত্বে আজও আমাদের কাছে বিদ্যাসাগর স্মরণীয় হয়ে আছেন।

দুই সময়ের সন্ধি

১৭৮৩ সালে শোভাবাজারের নবকৃষ্ণ দেবের হাতে আসে কালীঘাট থেকে পাওয়া একটি পুরনো মুদ্রাসম্ভার। ওয়ারেন হেস্টিংসের হাত ঘুরে তা পৌঁছয় ব্রিটেনে। সে সময় কেউই বোঝেননি এই মুদ্রাগুলির লিপি। ১৮৩৬-এ জেমস প্রিন্সেপ ব্রাহ্মীলিপির পাঠোদ্ধার করেন। পড়া যায় এলাহাবাদের একটি অশোকস্তম্ভের গায়ে অশোকের লেখর পাশেই খোদিত দীর্ঘ লেখটিও, যার লিপি কালীঘাটের মুদ্রাগুলির মতোই।

এই লিপি ব্রাহ্মীরই এক বিবর্তিত রূপ। এই লেখ জানায় এক নতুন রাজার গৌরবগাথা। সেই সমুদ্রগুপ্তের মন্ত্রী হরিষেণই এর রচয়িতা। সামনে আসে বিস্মৃতপ্রায় গুপ্ত রাজবংশের ইতিহাস।

খ্রিস্টীয় চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শতকে উত্তর ও মধ্য ভারতে ছিল গুপ্তদের আধিপত্য। দক্ষিণের বাকাটক ও কদম্বদের সঙ্গেও বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল তাঁদের। বিশাল মৌর্য সাম্রাজ্য খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের শুরুতেই ভেঙে পড়েছিল। পরের পাঁচ শতক একদা মৌর্য প্রশাসনের কর্মচারী (শুঙ্গ) বা মৌর্যদের অধীনতা কাটিয়ে ওঠা স্বাধীন শক্তিদের (যেমন মহারাষ্ট্রের সাতবাহন, কলিঙ্গের খারবেল) পাশাপাশি, উত্তর, পশ্চিম, ও উত্তর-পশ্চিমে ক্ষমতা বিস্তার করেছিল ভারতীয় উপমহাদেশের বাইরে থেকে আসা শক্তিরাও যেমন ব্যাকট্রিয়ার গ্রিক, পারস্যের পহ্লব, মধ্য এশীয় শক ও কুষাণরা। চতুর্থ শতকে গুপ্তদের উত্থান পরাধীন ভারতের জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিতে ছিল মৌর্য-পরবর্তী যুগের "বিদেশি" শক্তিদের সরিয়ে "ভারতীয়" শক্তির পুনরুত্থান। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত শকদের পরাস্ত করেছিলেন। হুনদের আক্রমণ প্রতিহত করেছিলেন স্কন্দগুপ্ত। বহু জাতীয়তাবাদী ইতিহাসবিদের কাছে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, কুমারগুপ্ত ও স্কন্দগুপ্ত, পাঁচ শক্তিশালী রাজার ধারাবাহিক স্থিতিশীল সুশাসন ছিল এক "সুবর্ণযুগ", যার বৈশিষ্ট্য ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কৃত ভাষার "পুনরুত্থান"।

মৌর্য ও সাতবাহন লেখগুলির ভাষা মূলত প্রাকৃত। গুপ্তদের লেখমালার ভাষা সংস্কৃত। কালিদাস ও বিশাখদত্তের মতো সংস্কৃত সাহিত্যিক, শব্দকোষ রচয়িতা অমরসিংহ গুপ্ত রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত। কবি অমরু ও ভর্তৃহরি, পঞ্চতন্ত্র-রচয়িতা বিষুঃশর্মাও এই যুগের মানুষ। পাশাপাশি প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ লিখেছেন বররুচি। বাকাটক রাজারা অনেকেই ছিলেন দক্ষ প্রাকৃত কবি। তামিল ভাষার দুই শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য শিলপ্পদিকারম ও মণিমেকলাই-এর রচনাও এ সময়। গণিতের জগতে "শূন্য"-র ব্যবহার এ যুগের যুগান্তকারী আবিষ্কার। বরাহমিহির বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সঙ্গে প্রচলিত ব্রাহ্মণ্য ধর্মবিশ্বাস, কুসংস্কার, ফলিত জ্যোতিষ মিশিয়ে ফেললেও, আর্যভট্ট যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে রাহু-কেতুর কাল্পনিক ধারণা নাকচ করে গ্রহণের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দিয়েছেন, অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছেন জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গণিতের নানা শাখায়। সুশ্রুতের পদ্ধতিতে ঘটেছিল শল্যচিকিতসার উন্নতি। ভারতের প্রাচীনতম মন্দিরস্থাপত্যের নিদর্শনগুলি গুপ্তযুগের। গুপ্তযুগের ভাস্কর্য ও অজন্তার চিত্রকৃতিগুলি বিশ্ববন্দিত। ইতিহাসবিদরা এখন "সুবর্ণযুগ"-এর মতো অতিরঞ্জিত বিশেষণ পরিত্যাগ করলেও, গুপ্তযুগে ধ্রুপদী সংস্কৃতির উন্নতি অনস্বীকার্য। রমেশচন্দ্র মজুমদারের ভাষায় তাই এই সময় "ধ্রুপদী যুগ"। গুপ্তরাজারা ব্রাহ্মণ্যধর্মে বিশ্বাস করতেন। মৌর্য যুগে প্রতিবাদী ধর্মগুলির প্রাধান্যের পর ব্রাহ্মণ্যধর্মও চরিত্র বদলায়। প্রাচীন যজ্ঞকেন্দ্রিক বৈদিক ধর্মের ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ প্রভৃতি দেবতাদের বদলে জনপ্রিয় হতে থাকে বৈদিক ও লৌকিক উপাদানের মিশ্রণে সৃষ্ট ব্রহ্মা, বিষুঃ, শিব, শক্তি প্রমুখের মূর্তিপূজা ও মন্দিরস্থাপন। যজ্ঞের মতো পূজাতেও পৌরোহিত্যের অধিকার থাকে ব্রাহ্মণেরেই। কিন্তু তীর্থভ্রমণ, ব্রতপালনের মতো বিকল্প ধর্মাচরণের সুযোগ মেলে তথাকথিত নিম্নবর্ণ ও নারীদেরও। বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত ইত্যাদি নবগঠিত সম্প্রদায়গুলির কিংবদন্তি ও ধর্মতত্ত্ব সঙ্কলিত হয় পুরাণগুলিতে। প্রাচীনতম পুরাণগুলি গুপ্তযুগেই রচিত। গুপ্তরাজারা ছিলেন পৌরাণিক বৈষ্ণবধর্মের অনুগামী। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের "চক্রবিক্রম" মুদ্রায় চক্রবর্তী সম্রাটের শক্তির উতস বিষুঃর চক্রপুরুষ। তাঁর নির্মিত মধ্যপ্রদেশের উদয়গিরি গুহামন্দিরের ভূদেবীর রক্ষাকর্তা বরাহরূপী বিষ্ণু সম্রাটেরই প্রতিভূ। কালিদাসের রঘুবংশ-তে ফুটে ওঠে রাজৈশ্বর্য (শ্রীদেবী) আর রাজ্য (ভূদেবী)-র স্বামী ও রক্ষাকর্তা হিসাবে বিষ্ণু ও রাজার সাদৃশ্য। স্কন্দগুপ্তের এক মুদ্রায় রাজাই লক্ষ্মীস্বরূপা শ্রীদেবীর

স্বামী। অবশ্য গুপ্তরাজারা পরধর্মবিদ্বেষী ছিলেন না। সিংহলরাজ মেঘবর্ণের অনুরোধে বৌদ্ধ তীর্থযাত্রীদের জন্য বুদ্ধগয়ায় বিশ্রামাগার নির্মাণ করান সমুদ্রগুপ্ত। উদয়গিরি গুহামন্দিরের অদূরে সাঁচী স্তূপে দান করেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সেনাপতি আম্রকার্দব। গুপ্তযুগেই নির্মাণ নালন্দা মহাবিহারের।

বিংশ শতাব্দী জুড়ে বিভিন্ন আবিষ্কার বদলে দিয়েছে "সুবর্ণযুগ"-এর স্থিতিশীলতার ধারণা গুপ্ত সিংহাসনের জন্য প্রতি প্রজন্মেই ঘটেছিল রক্তাক্ত সংঘাত। আবিষ্কৃত হয়েছে সমুদ্রগুপ্তের বৈমাত্রেয় ভাই কাচের মুদ্রা। বৌদ্ধ গ্রন্থ মঞ্জুশ্রীমূলকল্প-এর ভিত্তিতে পরমেশ্বরীলাল গুপ্ত দেখিয়েছেন, কাচ অল্প সময় রাজত্ব করে যুদ্ধে নিহত হন। বিশাখদত্তের দেবীচন্দ্রগুপ্তম্ নাটকে দেখা যায়, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত তাঁর দাদা রামগুপ্তকে হত্যা করে রাজা হন, বিবাহ করেন রামগুপ্তের স্ত্রী ধ্রুবাদেবীকে। এই ঘটনার উল্লেখ মেলে বাণভট্ট, রাজশেখর, ভোজের রচনায়, রাষ্ট্রকূট রাজা অমোঘবর্ষের লেখতে। ধ্রুবাদেবী দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের স্ত্রী, কুমারগুপ্ত ও গোবিন্দগুপ্তের মা হিসাবে বিভিন্ন লেখতে উল্লিখিত। রামগুপ্তের অস্তিত্ব নিয়ে সন্দেহের নিরসন ঘটায় রামগুপ্তের নামাঙ্কিত তাম্রমুদ্রা এবং তিনটি জৈন মূর্তির আবিষ্কার। হুন আক্রমণ প্রতিহত করা স্কন্দগুপ্তের নাম নেই তাঁর পরবর্তী গুপ্তরাজাদের বংশলতিকায়! কারণ, স্কন্দগুপ্ত ছিলেন না কোনও রানির সন্তান। কুমারগুপ্ত যখন মৃত্যুশয্যায়, পুষ্যমিত্র জনজাতির আক্রমণ ও কুমারগুপ্তের ভাই ঘটোতকচগুপ্তের বিদ্রোহে সঙ্কটাপন্ন সাম্রাজ্যকে রক্ষা করে যোদ্ধা স্কন্দগুপ্ত বাবার সিংহাসনে বসেন। কিন্তু তাঁর নিজের লেখতেও নাম নেই তাঁর মায়ের, যদিও পূর্ববর্তী রাজমাতাদের উল্লেখ আছে প্রথামাফিক। স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন কুমারগুপ্তের রানি অনন্তদেবীর সন্তান পুরুগুপ্তের উত্তরসূরিরা। তাঁদের বংশলতিকায় বাদ পড়েন স্কন্দগুপ্ত। এ সময় দুর্বল হচ্ছিল সাম্রাজ্যের আর্থিক ভিত্তিও। ৪৭৬ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন অবসান ঘটায় রোম-ভারত সমৃদ্ধ সমুদ্রবাণিজ্যের। স্কন্দগুপ্তের সময় থেকেই কমতে থাকে স্বর্ণমুদ্রার সংখ্যা ও মান। রামশরণ শর্মার মতো বামপন্থী ইতিহাসবিদদের মতে গুপ্তযুগে বাণিজ্য, মুদ্রাব্যবস্থা, নগরায়ণের অবক্ষয় এবং সাম্রাজ্যের বিকেন্দ্রীকরণের শুরু, যা ক্রমশ সামন্ততন্ত্রের রূপ নেয়।

পঞ্চম শতকের চিনা পরিব্রাজক ফাশিয়ান (আগেকার বানানে, ফা হিয়েন) অবশ্য এক সমৃদ্ধ দেশকেই দেখেছিলেন, যার প্রশাসন প্রজাকল্যাণকামী, উদার, সেনাবাহিনী ও কর্মচারীরা নিয়মিত বেতন পান সামন্ততান্ত্রিক অবক্ষয় নয়। তা কি "বিদেশি শাসন"-এর অবসানে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কৃত ভাষার পুনরুত্থানের ফল? গুপ্তযুগের আর্থিক সমৃদ্ধির ভিত্তি কিন্তু মৌর্য-পরবর্তী যুগই, যখন চিন থেকে রোম পর্যন্ত বিস্তৃত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যপথের অন্যতম অংশ ছিল ভারতও। ভারতীয় পণ্যের জন্য রোমের বিপুল সোনা-রুপো এ দেশে চলে আসা প্রশ্ন তুলেছিল রোমান সেনেটেও। কুষাণ বিম কদফিসেসই ভারতে স্বর্ণমুদ্রার প্রবর্তন করেন। অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণের পরিমণ্ডলে "বহিরাগত"রাও অনেকেই আপন করে নেন ভারতীয় ধর্ম, সংস্কৃতিকে। হুনরা বহিরাগত আক্রমণকারী হলেও, যে শকদের সঙ্গে গুপ্তরা লড়েছিলেন তাঁরা বহু শতাব্দী ভারতীয় উপমহাদেশেরই অধিবাসী। সংস্কৃতে দীর্ঘ রাজপ্রশস্তি লেখানোর শুরুও শক রাজা রুদ্রদামার জুনাগড় লেখতে। কুষাণ পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত অশ্বঘোষ রচনা করেন বুদ্ধচরিত। সংস্কৃত শিল্পতত্ত্বের আকরগ্রন্থ নাট্যশাস্ত্র- রচয়িতা ভরত, প্রবাদপ্রতিম নাট্যকার ভাসও মৌর্য-পরবর্তী যুগের মানুষ। এ সময়েই রচিত হয়েছিল আয়ুর্বেদের আদি- সঙ্কলন চরক-সংহিতা। গুপ্তযুগকে সংস্কৃত ভাষার "পুনরুত্থানের যুগ" বলা তাই কষ্টসাধ্য। সংস্কৃতচর্চার নতুন ধারার সৃষ্টি হয়েছিল মৌর্য-পরবর্তী যুগেই, গুপ্তযুগে তা শিখরে পৌঁছয়। গুপ্তযুগের শিল্পোন্নতির পিছনেও রয়েছে মৌর্য-পরবর্তী যুগের মথুরা, গান্ধার, অমরাবতীর ভাস্কর্যধারা এবং স্তূপ- বিহার- চৈত্যস্থাপত্যের ইতিহাস। পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিকাশের সূচনাও মৌর্য-পরবর্তীযুগেই। গ্রিক রাজা আগাথোক্লিসের মুদ্রায় কৃষ্ণ- বলরামের প্রতিকৃতি, গ্রিক দূত হেলিয়োডোরাসের বিদিশায় নির্মিত কৃষ্ণমন্দিরের টিকে থাকা গরুড়স্তম্ভ সেই সাক্ষ্যই দেয়। কুষাণ সম্রাট কণিষ্ক যেমন ছিলেন মহাযান বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক, তেমনই মধ্য এশীয়, গ্রিক, পারসিক দেবতাদের পাশাপাশি উমা ও বিশাখ (কার্তিক)-এর মূর্তি স্থাপন করান তিনি। ব্রাহ্মণ্যপরম্পরার প্রধান "ধর্মশাস্ত্র" মনুস্মৃতি-ও রচিত এ সময়। গুপ্তযুগের সংস্কৃতি তাই মৌর্য-পরবর্তী যুগের বিপরীত নয়, এক ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার ফল।

জাতীয়তাবাদী "সুবর্ণযুগ" ও বামপন্থী "সামন্ততন্ত্র" গুপ্তযুগের দু'টি ব্যাখ্যারই সীমাবদ্ধতা রয়েছে। রোমিলা থাপর তাই খেয়াল করিয়ে দেন ধ্রুপদী সংস্কৃতির বাইরেও গুপ্তযুগের বৃহত্তর ঐতিহাসিক তাতপর্য। গুপ্তযুগ এক দিকে পূর্ববর্তী যুগের ধারাবাহিকতা বহন করে, অন্য দিকে জন্ম দেয় অনেক নতুন বৈশিষ্ট্যের, যেগুলি অনুসৃত হয় গুপ্ত-পরবর্তী যুগেও যেমন, বিকেন্দ্রীকৃত রাজনীতি, রাজসভার সংস্কৃতি, নিয়মিত সংস্কৃত প্রশস্তিরচনা, মন্দির নির্মাণ, রাজাদের দীর্ঘ উপাধিগ্রহণ, পৌরাণিক ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা। গুপ্তযুগ তাই প্রাচীন ও আদিমধ্যযুগের ভারতের মধ্যে চৌকাঠের মতো এক যুগসন্ধিক্ষণ "থ্রেশোল্ড টাইমস"।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

জমি সংক্রান্ত বিবাদে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ঝামেলা; দেওরিয়ায় খুন ৬ জন, গ্রেফতার এক

দেওরিয়া, ২ অক্টোবর (হি.স) : উত্তর প্রদেশের দেওরিয়া জেলায় দুই গোষ্ঠীর মধ্যে জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে খুন হয়েছেন ৬ জন। দেওরিয়া জেলার রুদ্রপুর থানার অন্তর্গত ফতেহপুর গ্রামে দীর্ঘদিনের জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে ৬ জনকে নৃশংসভাবে খুনের ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ এসে তদন্ত শুরু করেছে। সোমবার সকালে দেওরিয়ার রুদ্রপুর কোতোয়ালি এলাকার প্রাক্তন জেলা পঞ্চায়েত সদস্য প্রেম যাদবকে হত্যা করা হয়। প্রতিশোধ নিতে প্রেম যাদবের লোকেরা অপর গোষ্ঠীর সত্যপ্রকাশ দুবেকে হত্যা করে। এই দুই খুনের পর এক মহিলা ও নিরীহ ৩ জন খুন হন। গ্রামে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আনে। এই চাঞ্চল্যকর ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন জেলা পুলিশের ঊর্ধতন আধিকারিকরা। স্থানীয় পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কাজ শুরু করেছে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসেছেন পিএসি। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, পুলিশের আধিকারিকদের এই খুনের ঘটনার দ্রুত তদন্ত করে দোষীদের কঠোর শাস্তির নির্দেশ দিয়েছেন।

জেলাশাসক অখন্ড প্রতাপ সিং বলেছেন, ' সোমবার সকাল আটটা নাগাদ রুদ্রপুর থানার অন্তর্গত ফতেহপুর গ্রামে, আমরা দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষের বিষয়ে জানতে পারি। একটি গোষ্ঠীর একজনকে ঘটনাস্থলে পুলিশ মৃত অবস্থায় দেখতে পায়, এবং ৬ জন সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ছিল... তাদের সবাইকে দেওরিয়া মেডিকেল কলেজে রেফার করা হয়, যেখানে পরীক্ষায় পাঁচজনকে মৃত পাওয়া যায়... সংঘর্ষ শুরু হয় দীর্ঘদিনের জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে। একটি গোষ্ঠী থেকে একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।'

হরিয়ানার পানিপথে রাজমিস্ত্রিকে খুন, তদন্তে পুলিশ

চণ্ডীগড়, ২ অক্টোবর (হি.স) : হরিয়ানা রাজ্যের পানিপথে এক রাজমিস্ত্রিকে খুন করে একদল অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি। সোমবার সকালে রাজমিস্ত্রির বাড়ি থেকেই তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। মৃত রাজমিস্ত্রির নাম ধরমবীর। তিনি গত এক মাস ধরে পানিপথের জাটাল রোড সংলগ্ন এলাকায় বসবাস করছিলেন।

ধরমবীর এই এলাকায় রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন বলে পুলিশ জানিয়েছে। রবিবার গভীর রাতে কিছু অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি ধরমবীরকে খুন করে বলে অভিযোগ। অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের গ্রেফতার করতে পুলিশ তৎপর হয়ে উঠেছে। সোমবার ঘটনাস্থলে পুলিশের সিআইএ ও সাইবার বিশেষজ্ঞরা এসেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জলন্ধরে ট্রাঙ্ক থেকে উদ্ধার তিন বোনের নিথর দেহ, বাবা ও মা-কে আটক করল পুলিশ

জলন্ধর, ২ অক্টোবর (হি.স.): পঞ্জাবের জলন্ধরে ট্রাঙ্ক থেকে উদ্ধার ৩ বোনের নিথর দেহ। তিন বোনের বয়স যথাক্রমে ৪, ৭ ও ৯ বছর। পুলিশ সন্দেহ করছে, খুনি তাঁদের বাবা। এই ঘটনায় বাবা ও মা-কে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। জলন্ধরের মাকসুদন থানার অন্তর্গত কানপুর গ্রামে এই অপরাধের ঘটনা ঘটেছে। পেশায় পরিযায়ী শ্রমিক তিন বোনের বাবা রবিবার রাতেই মেয়েদের নিখোঁজ হওয়ার বিষয়টি পুলিশকে জানায়।

এরপর সোমবার বাড়িতেই ট্রাঙ্ক থেকে তিন বোনের নিথর দেহ উদ্ধার হয়েছে। তারা যে বাড়িতে ভাড়া থাকত, সেই বাড়ির মালিক বলেছেন, খুনের সন্দেহভাজন একজন মদ্যপ এবং সে তাকে বাড়ি খালি করতেও বলেছিল। প্রতিবেশীরা ঘরে পড়ে থাকা ট্রাঙ্ক খুললে মরদেহগুলি দেখতে পান। মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। পুলিশ ওই ব্যক্তি ও তার স্ত্রীকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে।

মহাত্মা গান্ধী ও লাল বাহাদুর শাস্ত্রীকে জন্মবার্ষিকীতে বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর

ভোপাল, ২ অক্টোবর (হি.স) : মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীকে তাঁদের জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে শিবরাজ সিং চৌহান উভয় ব্যক্তিত্বকে বিশেষভাবে স্মরণ করেছেন। শ্রদ্ধা জানিয়ে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী জানান, জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী একটি মুখ নয়, একটি চরিত্র, গান্ধী একটি ব্যক্তি নয়, একটি ধারণা। গান্ধীজি হলেন ভারত মাতার সুপুত্র, তিনি জাতির শ্রেষ্ঠ মূল্যবোধ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। বাপুর জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে অনেক শ্রদ্ধা।

অন্য একটি বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী চৌহান ভারতের দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে স্মরণ করেন। তিনি বলেন 'জয় জওয়ান, জয় কিষান'।

ভারতকে অহিংসার পথ দেখিয়েছিলেন বাপু, যা গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় শক্তি : যোগী আদিত্যনাথ

গোরক্ষপুর, ২ অক্টোবর (হি.স.): জন্মজয়ন্তীতে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। গান্ধীজিকে স্মরণ করে যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, ভারতকে অহিংসার পথ দেখিয়েছিলেন বাপু, যা গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় শক্তি। গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে সোমবার সকালে উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুরে গান্ধীজিকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন যোগী আদিত্যনাথ। তিনি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীকেও শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন। পরে গোরক্ষপুরে খাদি স্টোর ঘুরে দেখেন যোগী। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, 'সমগ্র দেশ বাপুকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানাচ্ছে... বাপু ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। দেশকে দেখানো তাঁরা অহিংসার পথই গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় শক্তি... এই উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আহ্বানে গোটা রাজ্যে চলছে পরিচ্ছন্নতা অভিযান।' যোগী আরও বলেছেন, 'আন্দোলনের সময় (বৃটিশদের বিরুদ্ধে) বাপু ভারতের জনগণকে অহিংসার পথ দেখিয়েছিলেন, যা গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় শক্তি হয়ে ওঠে।'

জন্মজয়ন্তীতে গান্ধীজিকে স্মরণ সমগ্র দেশের, সবরমতী আশ্রমে বিশেষ প্রার্থনা

নয়াদিল্লি, ২ অক্টোবর (হি.স.): জন্মজয়ন্তীতে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করল গোটা দেশ। সোমবার দেশজুড়ে নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হয়েছে গান্ধী জয়ন্তী। মণিপুরের রাজ্যপাল অনুসুইয়া উইকে এবং মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং ইম্ফলে মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং বলেছেন, 'রাজ্যের জনগণকে গান্ধী জয়ন্তীর অনেক অনেক শুভেচ্ছা।' সকলের হৃদয়কে স্বচ্ছ ও পরিষ্কার রাখার আহ্বান জানান বীরেন সিং। আবার পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বোস রাজভবনে গান্ধী মূর্তিতে মাল্যদান করে, পুষ্প অর্পণ করে গান্ধী জয়ন্তী পালন করেছেন। গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে আহমেদাবাদের সবরমতী আশ্রমের হৃদয় কুঞ্জে বিশেষ প্রার্থনা সভার আয়োজন করা হয়েছে।

গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপাল সি পি রাধাকৃষ্ণন এবং মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। হেমন্ত সোরেন বলেন, 'আজকের দিনটি দেশের জন্য একটি ঐতিহাসিক দিন, এখনও পর্যন্ত কোনও না কোনওভাবে মানুষ মহাত্মা গান্ধীর চিন্তাধারাকে প্রতিষ্ঠিত করতে কাজ করেছে।' গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত গান্ধীজিকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন। সাওয়ান্ত বলেছেন, 'গোয়াতে আন্তঃধর্মীয় সমতা নিশ্চিত করার জন্য আমরা সর্বদা কঠোর পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত।' বেঙ্গালুরুতে গান্ধীকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া। চেন্নাইয়ে গান্ধীজিকে শ্রদ্ধা জানান তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল আরএন রবি এবং মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন।

গান্ধীজির অন্তর্ভুক্তি, সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমতার আদর্শ বর্তমানেও প্রাসঙ্গিক : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২ অক্টোবর (হি.স.): জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গান্ধীজিকে স্মরণ করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক্স মাধ্যমে জানিয়েছেন, গান্ধীজির অন্তর্ভুক্তি, সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমতার আদর্শ বর্তমানেও প্রাসঙ্গিক। সোমবার সকালে সামাজিক মাধ্যমে নিজের মনের কথা ব্যক্ত করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'গান্ধী জয়ন্তীর পবিত্র ক্ষণে, আমার হৃদয় সেই ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধায় ভরে ওঠে যিনি আমাদের দেশকে শুধুমাত্র স্বাধীনতার দিকেই নিয়ে যাননি, বরং ন্যায় ও অধিকারের পথও তৈরি করেছিলেন।'

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক্স মাধ্যমে আরও জানান, 'গান্ধীজির অন্তর্ভুক্তি, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং সমতার আদর্শ বর্তমান সময়েও প্রাসঙ্গিক। আমরা যখন আমাদের দেশের জনকের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি, তখন আসুন আমরা সেই মূল্যবোধের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করি - শান্তি, ভালবাসা এবং ঐক্য, যা তাঁর স্বপ্ন ছিল। আসুন আমরা এমন একটি সমাজ গড়ার চেষ্টা করি যেখানে প্রতিটি নাগরিকের অধিকার সমুন্নত থাকে এবং কেউ পিছিয়ে না থাকে!'

নকশাল মামলা : অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তেলেঙ্গানার ৬০টি স্থানে অভিযান এনআইএ-এর

নয়াদিল্লি, ২ অক্টোবর (হি.স) : জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ) অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তেলেঙ্গানার ৬০ টিরও বেশি স্থানে তল্লাশি অভিযান চালিয়েছে। সোমবার এনআইএ-এর দল উগ্র বামপন্থা (চরমপন্থা) তথা নকশাল মামলার তদন্তের স্বার্থেই এই তল্লাশি অভিযান চালায়। অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তেলেঙ্গানা রাজ্যের বেশ কিছু সন্দেহজনক এলাকায় এই তল্লাশি অভিযান এখনও জারি রয়েছে। এনআইএ-এর দল সোমবার সকাল থেকেই রাজ্য পুলিশের সঙ্গে যৌথভাবে এই তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে। জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা জানিয়েছে, নকশাল মামলার তদন্তের জন্যই এই দুটি রাজ্যের ৬০টি স্থানে অনুসন্ধান অভিযান চালানো হচ্ছে। তেলেঙ্গানার হায়দরাবাদ এবং অন্ধ্রপ্রদেশের গুন্টুর, নেলোর এবং তিরুপতি জেলায় এরপরে অভিযান চালানো হবে বলেও এনআইএ জানিয়েছে। গত মাসের ৯ তারিখে এনআইএ, তেলেঙ্গানা ও ছত্তিশগড়ের একাধিক স্থানে অভিযান চালিয়ে বিস্ফোরক সামগ্রী, ড্রোন এবং একটি লেদ মেশিন উদ্ধার করেছিল।

ভারতে কোভিড-সংক্রমণ কমে পৌঁছল ৩৬-এ; সক্রিয় রোগীও নিম্নমুখী, কোনও প্রাণহানি হয়নি

নয়াদিল্লি, ২ অক্টোবর (হি.স.): ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই রয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৬ জন। রবিবার সারাদিনে কোনও প্রাণহানি হয়নি। এই সময়ে সুস্থ হয়েছেন ৪৫ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা এই মুহূর্তে মাত্র ৪৩১ এবং মৃত্যুর সংখ্যা ৫,৩২,০৩২।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৬৬, ৪১১ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮২ শতাংশ।

দিল্লি পুলিশের হাতে ধরা পড়ল কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদী শাহনওয়াজ

নয়াদিল্লি, ২ অক্টোবর (হি.স) : দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল, ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ) দাগী আসামি, সন্ত্রাসবাদী শাহনওয়াজ ওরফে শফি উজ্জামাকে গ্রেফতার করেছে। এনআইএ, পেশায় ইঞ্জিনিয়ার শাহনওয়াজকে ধরিয়ে দেওয়ার পুরস্কার হিসেবে ৩ লক্ষ টাকা ঘোষণা করেছিল। পলাতক শাহনওয়াজ দিল্লির বাসিন্দা। পুনে পুলিশের হেফাজত থেকে পালিয়ে দিল্লিতে বসবাস করছিল শাহনওয়াজ। রবিবার গভীর রাতে তাকে গ্রেফতার করে দিল্লি পুলিশ। পুলিশ আধিকারিকরা জানিয়েছেন, দাগী আসামি শাহনওয়াজ বড় ধরনের সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিল। বিশেষ সেল এখন তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে।

পুলিশ জানিয়েছে, কয়েকদিন আগে দিল্লিতে আইএসআইএসের তিন জঙ্গি লুকিয়ে থাকার খবর পাওয়ার পর থেকেই সম্ভাব্য এলাকায় নজরদারি চালানো হয়। রবিবার গভীর রাতে ধরা পড়ে দাগি আসামী তথা সন্ত্রাসবাদী শাহনওয়াজ। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তিন-চারজন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে আটক করেছে স্পেশাল সেল। এখনও পর্যন্ত তিনজন সন্ত্রাসবাদীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গান্ধীজয়ন্তীতে বাপুকে শ্রদ্ধার্ঘ্য রাজ্যপাল বোসের

কলকাতা, ২ অক্টোবর (হি.স.): জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীকে তাঁর জন্মজয়ন্তীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বোস। সোমবার সকালে রাজভবনে গান্ধী মূর্তিতে মাল্যদান করে, পুষ্প অর্পণ করে গান্ধী জয়ন্তী পালন করেছেন রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বোস। গান্ধী জয়ন্তীতে সমস্ত মানুষের কাছে রাজ্যপাল আহ্বান রেখেছেন, দুর্নীতি ও হিংসার বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার।

রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বোস বলেছেন, 'গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষ্যে, আসুন আমরা দুর্নীতি ও হিংসার বিরুদ্ধে আত্মনিবেদন করি, যা চারিদিকে চলছে।' প্রসঙ্গত, গান্ধী জয়ন্তীতে মহাত্মা গান্ধীকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। রাজ্যজুড়ে নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিয়ে হচ্ছে গান্ধী জয়ন্তী।

আজ এএফসি কাপে মাজিয়ার মুখোমুখি মোহনবাগান

কলকাতা, ২ অক্টোবর (হি.স.): আজ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে এএফসির ম্যাচে মোহনবাগান মুখোমুখি হচ্ছে মালদ্বীপের মাজিয়ার এসআরসির বিরুদ্ধে। ওডিশা এফসিকে ৪-০ ব্যবধানে হারিয়ে এফসি কাপে অভিযান শুরু করেছে মোহনবাগান।

এর আগে ছ-বার মুখোমুখি হয়েছে মোহনবাগান-মাজিয়া। জয়-হারে মোহনবাগান এগিয়ে ৩-২। একটি ম্যাচ ড্র হয়েছে। সপ্তম সাক্ষাতে ৩-৩ করাই লক্ষ্য মাজিয়ার। তাদের কোচ মিলোমির সেসলিজা বলেছেন, ' আজ শক্তিশালী মোহনবাগানের বিরুদ্ধে খেলতে নামছি। এর ওপর তারা খেলবে ঘরের মাঠে। তবে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমরা পরস্পরের শক্তি-দুর্বলতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। এ বার ভাল দল নিয়ে এসেছি। ম্যাচটা উপভোগ করতে চাই।' গ্রুপের প্রথম ম্যাচে মাজিয়াও বাংলাদেশের বসুন্ধরা কিংসের বিরুদ্ধে ৩-১এ জিতেছে। ঘরের মাঠে খেললেও মোহনবাগান কোচ ফেরান্দো আজ সতর্ক। এই ম্যাচ নিয়ে বলেছেন, 'এই ম্যাচ একেবারেই সহজ হবে না।ওরা শক্তিশালী প্রতিপক্ষ। তবে ঘরের মাঠে তিন পয়েন্ট জিততেই হবে। মাজিয়া ম্যাচ গুরুত্বপূর্ণ। দল পুরোপুরি তৈরি।"

রাজস্থানের উন্নয়ন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সবচেয়ে বড় অগ্রাধিকার : প্রধানমন্ত্রী

চিতোরগড়, ২ অক্টোবর (হি.স.): রাজস্থানের চিতোরগড়ে একটি অনুষ্ঠান থেকে ৭ হাজার কোটি টাকারও বেশি মূল্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার এই অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দেওয়ার সময় প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেছেন, 'রাজস্থানে এক্সপ্রেসওয়ে, হাইওয়ে ও রেলের মতো আধুনিক পরিকাঠামোর উন্নয়নে মনোনিবেশ করেছে কেন্দ্র।' প্রধানমন্ত্রীর কথায়, রাজস্থানের উন্নয়ন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সবচেয়ে বড় অগ্রাধিকার। আজ চিতোরগড়ে ৭, ০০০ কোটি টাকার প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয়েছে। গ্যাসভিত্তিক অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে দেশে গ্যাস পাইপলাইন নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হচ্ছে, এর ফলে শিল্প-কারখানা সম্প্রসারিত হবে এবং কর্মসংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টি হবে।'প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'আমরা আরও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র তৈরি করে পর্যটনকে উৎসাহিত করছি। নতুন প্রকল্প উদ্বোধনের ফলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।' এই অনুষ্ঠানে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীকে স্মরণ ও শ্রদ্ধা নিবেদন করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস বাপু ও লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর জন্মবার্ষিকী আজ। ১ অক্টোবর রাজস্থান-সহ গোটা দেশ পরিচ্ছন্নতার জন্য একটি বড় অভিযানের আয়োজন করে। "স্বচ্ছতা অভিযান"-কে জনগণের আন্দোলনে পরিণত করার জন্য আমি দেশবাসীর কাছে কৃতজ্ঞ।' প্রসঙ্গত, এই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার প্রাক্কালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী চিতোরগড়ের সানওয়ালিয়া শেঠ মন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা করেছেন।

বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান মাতাবেন বলিউডের একঝাঁক তারকা, থাকছে চমকও

মুম্বই, ২ অক্টোবর (হি.স.): এসেই গেল ক্রিকেট বিশ্বকাপ। আর দুদিন বাদেই উদ্বোধন।দর্শকরা খেলার সঙ্গে উদ্বোধন দেখার জন্য উন্মুখ হয়ে আছেন। উদ্বোধন নাচ-গানে মাতাবেন বলিউডের একঝাঁক তারকা। বিশ্বকাপের আয়োজনকে স্মরণীয় করে রাখতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানকে অনেক চমক দিতে চাইছে বিসিসিআই। আগামী ৫ অক্টোবর ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ডের ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে ১৩-তম ওয়ানডে বিশ্বকাপ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হবে আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে। জানা গেছে, বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিভিন্ন পরিবেশনায় থাকবেন বেশ কয়েকজন বলিউড অভিনেতা---অভিনেত্রী ও গায়ক---গায়িকা। আর গানের মাধ্যমে দর্শকদের মাতাবেন কিংবদন্তি কণ্ঠশিল্পী আশা ভোসলে, গায়ক ও সংগীত পরিচালক শঙ্কর মহাদেভান, কণ্ঠশিল্পী শ্রেয়া ঘোষাল ও অরিজিত সিং। অনুষ্ঠানে নাচের পরিবেশনায় দেখা যাবে রণবীর সিং ও তামান্না ভাটিয়াকে। এই রণবীর অবশ্য বিশ্বকাপের অফিশিয়াল থিম সঙয়েও অংশ নিয়েছিলেন। অনুষ্ঠানে নাচ গানের পাশাপাশি লেজার শো ও আতশবাজির মাধ্যমে তুলে ধরা হবে ভারতের ইতিহাস ও ঐতিহ্য। আর এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন অংশগ্রহণকারী দশটি দলের অধিনায়করা। এছাড়া আইসিসি ও বিসিসিআইয়ের কর্মকর্তারা।উদ্বোধন অনুষ্ঠান শুরু হবে সন্ধ্যা ৭টায়। এই আমেদাবাদ স্টেডিয়ামেই পরের দিন থাকছে উদ্বোধনী ম্যাচ। সেই ম্যাচ মুখোমুখি হবে ইংল্যান্ড - নিউজিল্যান্ড। উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে বলা হয়েছে, উদ্বোধনী ম্যাচের টিকিট দিয়ে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারবেন দর্শকরা।

উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে ৪ অক্টোবর অবধি বৃষ্টির পূর্বাভাস, আবহাওয়া রয়েছে মনোরমই

কলকাতা, ২ অক্টোবর (হি.স.): উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে আপাতত থামবে না বৃষ্টি। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী বুধবার পর্যন্ত বঙ্গের প্রায় সব জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। সঙ্গে বইতে পারে ঝোড়ো হাওয়াও। অনেক জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। আবহবিদরা জানিয়েছেন, ৪ অক্টোবর (বুধবার) পর্যন্ত রাজ্যের প্রায় সব জেলায় বৃষ্টি হতে পারে। সেই মতো সোমবার সকালেও বৃষ্টি হয়েছে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়, আকাশ ছিল মেঘলা।

৪ অক্টোবর পর্যন্ত হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব এবং পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ঝাড়গ্রামে। তবে জেলার সব জায়গায় বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। দু'-এক জায়গায় বিক্ষিপ্ত ভাবে হতে পারে বৃষ্টি। মঙ্গলবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব এবং পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রামে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বুধবার ভারী বৃষ্টি হতে পারে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব এবং পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম বর্ধমানে।

উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ও উত্তর দিনাজপুরের দু'-এক জায়গায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে। বুধবার কালিম্পং এবং জলপাইগুড়িতে হতে পারে ভারী বৃষ্টি। আপাতত দক্ষিণ ও উত্তর দুই বঙ্গের তাপমাত্রা রয়েছে মনোরম, কলকাতার আবহাওয়াও সুখকর। সোমবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিক।

মালদহে লরির ধাক্কায় মৃত্যু দুই মোটরবাইক আরোহীর, জাতীয় সড়কে দীর্ঘক্ষণ যানজট

মালদহ, ২ অক্টোবর (হি.স.): মালদহে ফের বেপরোয়া লরির দৌরাত্ম্য!

এবার ঘাতক লরি প্রাণ কাড়ল দুই মোটরবাইক আরোহীর। রবিবার রাতে মালদহে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে লরির ধাক্কায় মৃত্যু হয় দুই মোটরবাইক আরোহীর। রবিবার রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে পুরাতন মালদহের বিএসএফ ক্যাম্প এলাকায়। নিহতদের নাম ও পরিচয় এখনও জানা যায়নি।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, বাইকে চড়ে মালদহ শহরের দিকে যাচ্ছিলেন দুই মোটরবাইক সওয়ারি। সেই সময় উল্টোদিক থেকে আসা লরির সঙ্গে বাইকের ধাক্কা লাগে।

ঘটনাস্থলেই দু''জনের মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনার জেরে প্রায় একঘণ্টা ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে যানজট ছিল। মামলা রুজু করে দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

গান্ধীজির কালজয়ী শিক্ষা আমাদের পথকে আলোকিত করে চলেছে : প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ২ অক্টোবর (হি.স.): জন্মবার্ষিকীতে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার সকালে রাজঘাটে মহাত্মা গান্ধীর সমাধিস্থলে গিয়ে বাপুকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি এক্স মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদী বাপুকে স্মরণ করেছেন। সামাজিক মাধ্যমে গান্ধীজিকে স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'গান্ধীজির কালজয়ী শিক্ষা আমাদের পথকে আলোকিত করে চলেছে।' এক্স-এ প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'গান্ধী জয়ন্তীর পবিত্র ক্ষণে মহাত্মা গান্ধীকে আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য। তাঁর কালজয়ী শিক্ষা আমাদের পথকে আলোকিত করে চলেছে। মহাত্মা গান্ধীর প্রভাব বিশ্বব্যাপী, সমগ্র মানবজাতিকে ঐক্য ও সহানুভূতির চেতনাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করে। আমরা যেন সবসময় তাঁর স্বপ্ন পূরণে কাজ করি। তাঁর চিন্তাভাবনা যেন প্রতিটি যুবককে সেই পরিবর্তনের প্রতিনিধি হতে সক্ষম করে, যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন, সর্বত্র একতা ও সম্প্রীতি বৃদ্ধির।'

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

এই গরমে ভুলেও খাবেন না দইয়ের এই পাঁচ খাবার

মানুষের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে এই হাঁসফাঁস করা গরম। চৈত্রের শেষ থেকেই তীব্র তাপপ্রবাহয় নাজেহাল সাধারণ মানুষ। এরকম পরিস্থিতিতে খাবার প্রীতি অনীহা দেখা দিচ্ছে সাধারণ মানুষের। প্রায় সকলেই হাল্কা ঠাণ্ডা জাতীয় কোনও খাবার খেতে পছন্দ করছে এই সময়। ডাক্তার বাবুরাও তেল-ঝাল মশলা জাতীয় খাবার এড়িয়ে যাবার পরামর্শ দিচ্ছে এই সময়। এমত অবস্থায় টক দইয়ের বিকল্প নেই। টক দইয়ে রয়েছে শরীরের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় নানান ধরনের পুষ্টি। চিকিতসকরা তো সারা বছর টকদই খাওয়ার পরামর্শ দেন। টকদইতে রয়েছে ক্যালসিয়াম, ভিটামিন বি -২, ভিটামিন বি -১২, ম্যাগনেসিয়াম এবং পটাশিয়াম। ফলে গরমকালে দই খেলে যে শুধু শরীর ঠান্ডাই থাকে তা নয় এর পাশাপাশি শরীরে পুষ্টি বজায় থাকে। তবে অনেকেই দইয়ের সঙ্গে অনেক কিছু মিশিয়ে খেতে পছন্দ করেন। কিন্তু এমন কিছু মেশাচ্ছেন না তো যাতে হিতে বিপরীত হচ্ছে ? আসুন দেখে নেওয়া যাক কী কী উপাদান টক দইয়ের সঙ্গে খাওয়া যায় না।

পেঁয়াজ: গরমের সময় অনেকেই রায়তা বানিয়ে খান। রায়টায় থাকে শশা ও পেঁয়াজ কুচি। কিন্তু আপনি কী জানেন দইয়ের সঙ্গে পেঁয়াজ খাওয়া কখনোই উচিত নয়। এই এই অভ্যাস থাকলে তা অবিলম্বে ত্যাগ করুন। বিশেষজ্ঞদের মতে, পেঁয়াজর সঙ্গে টক দই খেলে অ্যাসিডিটির সমস্যায় ভুগতে পারে। এই দুই খাবার একসঙ্গে শরীরে গেলে বিপরীত প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। মাছ ও দই: অনেকেই দই মাছ রান্না করে খান যা স্বাদে অতুলনীয় কিন্তু আপনি কী জানেন এই দুটি খাবার একসঙ্গে খেলে শরীরে নানান রোগ বাসা বাঁধতে পারে।কারণ মাছ ও দই দুটোই প্রোটিন যুক্ত খাবার। তাই একসঙ্গে না খাওয়াই ভালো।

দুধ ও দই: দুধ আর দই একসঙ্গে খাবেন না। এতে হজমের সমস্যায় ভুগতে পারেন। সেই সঙ্গে গ্যাস, অম্বলেরও প্রবনতা বাড়ে. ভাজাভুজির সঙ্গে দই: অনেকেই পরোটার সঙ্গে দই খান। কিন্তু দইয়ের সঙ্গে পরোটা খেলে হতে পারে গ্যাস। এমনকী পরোটার সঙ্গে কোনো সময় লস্যি খাবেন না। এতে প্রচুর ঘুম পায়।

মেয়াদ উত্তীর্ণ প্রসাধনী ফেলে না দিয়ে ব্যবহার করুন এই সব উপায়ে

নিজেকে সাজাতে ভালোবাসেন না এমন নারী খুব কমই আছেন। রূপচর্চায় নানা রকম প্রসাধনী ব্যবহার করে নারীরা। অনলাইনে ছাড় পেলেই কিনতে থাকেন একটার পর একটা রূপটানের সামাগ্রী। নামী-দামি প্রসাধনীগুলো কিনতে পকেটে বেশ চাপ পড়ে।

শখ করে রূপটানের সমাগ্রীগুলো কিনলেও অনেক ক্ষেত্রেই আমারা তা নিয়মিত ব্যবহার করি না।

আর সেগুলোর যখন মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যায় তখন আর আফশোসের শেষ থাকে না! তবে সামান্য বুদ্ধি খাটালেই এই মেয়াদ উত্তীর্ণ মেকআপের সামগ্রীগুলো পুনরায় ব্যবহার করতে পারেন। ভাবছেন এটা কী করে সম্ভব? চলুন জেনে নেয়া যাক কীভাবে সম্ভব-

আইশ্যাডো

কেনার সময় হরেক রঙের আইস্যাডো কিনলেও রূপটানের সময় আমরা কিছু নির্দির্ষ্ট রং ছাড়া ব্যবহার করি না। ফলে সেগুলির অপচয় হয়। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরেও আপনি সেই আইশ্যাডোগুলি ব্যবহার করতে পারেন। স্বচ্ছ রঙের নেলপলিশ কিনে নিয়ে পছন্দের রঙের আইশ্যাডো গুঁড়ো করে মিশিয়ে নিন। তৈরি হয়ে যাবে ব্যবহারযোগ্য নেলপলিশ।

মাস্কারা

মাস্কারা নিয়মিত ব্যবহার না করলেই সেটি শুকিয়ে যায়। ব্যবহারযোগ্য থাকে না। সে ক্ষেত্রে আপনি মাস্কারাটি পুনরায় ব্যবহার করতে না পারলেও ব্রাশটি কিন্তু ব্যবহার করাই যায়। ব্রাশটি ভালো করে ধুয়ে নিন। তারপর ভ্রু আঁকার জন্য এটি ব্যবহার করন।

লিপস্টিক

অনেকেরই নানা রঙের লিপস্টিক জমাতে করতে ভালোবাসেন। তবে অনেক ক্ষেত্রেই লিপস্টিক গলে যায় বা ভেঙে যায়, ব্যবহারযোগ্য থাকে না। এ রকম হলে লিপস্টিকের সঙ্গে পেট্রোলিয়াম জেলি মিশিয়ে একটি কাচের পাত্রে ঢেলে রাখুন। খুব সহজেই তৈরি হয়ে যাবে ঘরোয়া ''লিপ বাম''!

ফেস অয়েল

মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়া ফেস অয়েল দিয়ে আপনি স্ক্রাবার বানিয়ে ফেলতে পারেন। এক্ষেত্রে তেলের সঙ্গে চিনি মিশিয়ে স্ক্রাব তৈরি করে নিন। এবার হাতের কনুই কিংবা গোড়ালি পরিষ্কার করতে পারেন।

কন্ডিশনার

মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়া কন্ডিশনার ফেলে দেবেন না। বাড়িতে গায়ের রোম পরিষ্কার করার কাজে এটি ব্যবহার করতে পারেন। ত্বক নরম ও মোলায়েম থাকবে।

লিপ বাম

পুরোনো লিপ বাম আপনি ঠেঁটে না লাগাতে চাইলে ফাঁটা পায়ে নিরাময় ব্যবহার করতে পারেন।

টোনার ফেস টোনারের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে? জানেন কি এই টোনার দিয়ে আপনি মোবাইলের স্ক্রিন, আয়না কিংবা যেকোনো কাচের সামগ্রী পরিষ্কার করে নিতে পারেন।

হৃদরোগের ঝুঁকি বেশি যাদের ! জেনেনিন আর সাবধান থাকুন

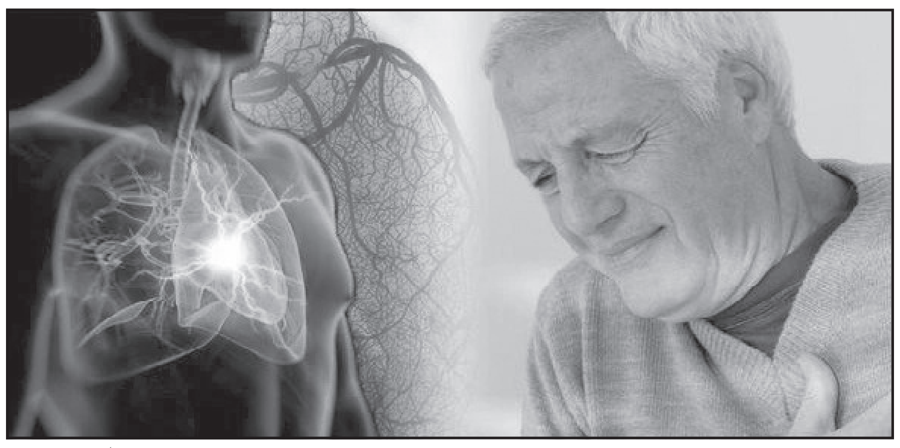

হৃদরোগ বর্তমানে সাধারণ সমস্যার তালিকাতেই ধরা হয়। বিশ্বজুড়ে মানুষের মৃত্যুর অন্যতম কারণ হৃদরোগ। প্রতিবছর বিশ্বে যত মানুষ মারা যায়, তার ৩১ শতাংশই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বের ২৩ মিলিয়ন মানুষ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে অনিয়মিত জীবনযাপন, অনিয়ন্ত্রিত খাওয়া-দাওয়া, শরীরচর্চায় মনোযোগী না হওয়া। চলুন জেনে নেওয়া যাক কাদের হৃদরোগের আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি-

যাদের দাঁতের সমস্যা আছে; তাদের হৃদরোগ হওয়ার ঝুঁকি আছে। খানিকটা অবাক হলেও এটি সত্যি। মাড়ির রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা সহজেই হৃদরোগে আক্রান্ত হন। বিশেষজ্ঞদের মতে, মাড়ির ব্যাকটেরিয়াগুলো রক্ত প্রবাহের সঙ্গে শরীরে মিশে যায়। যা পরবর্তীতে হৃদরোগের সৃষ্টি করে। এজন্য প্রতি ৬ মাস অন্তর দাঁত পরীক্ষা করান। সময়মতো চিকিৎসা আপনাকে এই সমস্যা থেকে রেহাই দিতে পারে। পাশাপাশি প্রতিদিন ঠিকভাবে দুইবেলা ব্রাশ, ফ্লস করুন। কানাডার ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটির সাম্প্রতিক এক গবেষণা অনুসারে, যারা রাতের শিফটে কাজ করেন তাদের হৃদরোগের ঝুঁকি অনেক বেশি। গবেষকরা বলেছেন, বদলি কাজ কিংবা রাত জেগে কাজ করা আপনার শরীর এবং হার্টের উপর খারাপ প্রভাব ফেলতে পারে।

তবে যদি একান্তই রাতে কাজ করতেই হয়, তবে হৃদরোগের ঝুঁকি এড়াতে কিছু অতিরিক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। ব্যায়াম করুন, সুষম খাবার রাখুন ডায়েটে এবং নিয়মিত চেকআপ করান। চিকিৎসকের পরামর্শে চলুন। যারা নিয়মিত লম্বা ট্রাফিক পার করেন; তাদেরও হৃদরোগের ঝুঁকি বেশি বলছেন গবেষকরা। ধরুন, প্রতিদিন অফিসে যেতে আপনাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ট্রাফিক সিগন্যালে বসে থাকতে হয়।

এতে অফিসে কখন পৌঁছাবেন, ঠিক সময়ে পৌঁছাতে পারবেন কিনা, দেরি হয়ে যাচ্ছে, হাজিরা বাদ পড়ে যাবে- এসব দুশ্চিন্তায় দিনের অনেকটা সময় পার করেন। এতে করে হার্টের উপর খারাপ প্রভাব ফেলে। যা হৃদরোগের অন্যতম কারণ। নারীদের হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার অন্যতম কারণ হতে পারে মেনোপোজ। এটি একটি স্বাভাবিক শারীরিক প্রক্রিয়া। সাধারণত ৪৫-৫৫ বছর বয়সে নারীদের পিরিয়ড বন্ধ হয়ে আসার ঘটনা ঘটে। তবে অপারেশন করে যদি কোনো নারী তার দুটো ওভারি অথবা জরায়ু ফেলে দেয় তাহলেও পিরিয়ড বন্ধ হয়ে যায়।

যুক্তরাজ্যে নারীদের মেনোপজ হওয়ার গড় বয়স ৫১ বছর। গবেষণা বলছে, ৪৫-৪৬ বছর বয়স হওয়ার আগেই যদি কোনো নারী মেনোপোজের মধ্য দিয়ে যান; তাদের হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোকের ঝুঁকি বেশি। চিকিৎসকরা এজন্য হরমোন ওঠা-নামা এবং উচ্চ কোলেস্টেরলকে দায়ী করেন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যাদের নাক ডাকার অভ্যাস আছে; তাদের ক্ষেত্রেও হৃদরোগের ঝুঁকি বেশি। কেননা নাক ডাকার জন্য আপনার ঘুমের মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাসে আংশিক বাঁধা সৃষ্টি হতে পারে।

যা আপনার হার্টবিট বৃদ্ধি, স্ট্রোকসহ নানা সমস্যার সৃষ্টি করে। যেহেতু নাক ডাকার ফলে সহজে নিঃশ্বাস নেওয়া যায় না; তাই এক্ষেত্রে হৃদরোগের ঝুঁকি বেড়ে যায় বলে মনে মন্তব্য বিশেষজ্ঞদের। হেপাটাইটিস সি বা লিভারের রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদেরও আছে হৃদরোগের ঝুঁকি। গবেষকরা মনে করেন, হেপাটাইটিস সি হৃদরোগসহ শরীরের কোষ এবং টিস্যুগুলোর প্রদাহ সৃষ্টি করতে পারে। তাই হার্টের যেকোনো উপসর্গ দেখা দিলেই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। নির্ঘুম রাত কাটানোর অভ্যাস বা অনিদ্রাও হতে পারে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার মূল কারণ। এটি আপনার হার্টের সমস্যা সৃষ্টি করতে একেবারেই সময় নিবে না। একজন মানুষের সুস্থ থাকার জন্য দৈনিক ৮ ঘণ্টা ঘুম খুবই জরুরি।

আর যখনই রাতে আপনি না ঘুমিয়ে কাটাবেন; তখনই আপনার উচ্চ রক্তচাপ, কোলেস্টেরলের সমস্যা দেখা দিবে। যা হৃদরোগ সৃষ্টি করার প্রধান ধাপ। পারিবারিক কলহও এই রোগের জন্য দায়ী। মিশিগান স্টেট ইউনিভার্সিটির সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে, প্রাপ্ত বয়স্কদের যেসব ব্যক্তিরা তাদের সংসারে সন্তুষ্ট থাকেন তাদের হৃদরোগের ঝুঁকি কম। সম্ভবত এর কারণ কম স্ট্রেস।

যখন আপনি খুশি থাকবেন আপনার মানসিক চাপ কম হবে, সময়মতো খাবার খেতে পারবেন, আপনার হরমোন ওঠা-নামা ঠিক থাকবে। যা আপনার হার্টকে সুস্থ রাখার জন্য যথেষ্ট। আর যারা বিবাহিত জীবনে সুখী নন। তাদের ক্ষেত্রে স্ট্রেস অনেক বেশি থাকে। যা হার্টের উপর খারাপ প্রভাব ফেলে। একাকীত্ব নানা রোগের কারণ। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে হার্টের সমস্যা। আপনি যখন প্রিয়জনের সঙ্গে সময় কাটাবেন; তখন আপনার মন ভালো থাকবে। কোনো দুশ্চিন্তা থাকবে না। এতে শরীর মন দুটোই সুস্থ থাকবে।

অন্যদিকে নিঃসঙ্গ মানুষদের হৃদরোগ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। আপনি যদি পরিবার বা কাছের বন্ধুদের কাছাকাছি না থাকেন; তবে কুকুর বা বিড়াল পোষ্য হিসেবে রাখতে পারেন। এদের সঙ্গে আপনার ভালো সময় কাটবে। যাদের ভুঁড়ি আছে বা অতিরিক্ত ওজনে ভুগছেন; তারাও হৃদরোগের ঝুঁকিতে আছেন। ব্যায়াম না করা, অতিরিক্ত মশলাযুক্ত খারাপ, ভাজাপোড়া খাবার খেয়ে পেটে চর্বি জমে যায়। এতে উচ্চ রক্তচাপ, কোলেস্টেরলসহ নানা সমস্যায় ভোগেন। যা আপনার হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয় অনেকখানি। অনেক বেশি যারা টিভি দেখেন; তাদেরও হৃদরোগের ঝুঁকি আছে বলে জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। প্রতি ঘণ্টায় এটি প্রায় ২০ শতাংশ হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়াতে পারে। মাত্রাতিরিক্ত শারীরিক কসরত, ব্যায়াম বা শরীরচর্চাও হতে পারে হৃদরোগের কারণ। গবেষণায় দেখা যায়, হার্টের সমস্যা থেকে দূরে থাকতে অবশ্যই ব্যায়াম করা, ওজন কমানো দরকার। তবে তা হবে সীমাবদ্ধ। দিনে একটি নির্দিষ্ট সময় আপনি ব্যায়াম করুন। তা হতে পারে ২ ঘণ্টা কিংবা ৩ ঘণ্টা। তবে অবশ্যই প্রতিদিন একই সমান ব্যায়াম করুন। কোনো দিন কম কোনো দিন বেশি এমন নয়।

যক্ষ্মায় প্রথম স্থানাধিকারী ভারত

যক্ষ্মা বা টিবি একটি সংক্রামক রোগ। যার কারণ মাইকোব্যাক্টেরিয়াম টিউবারকিউলোসিস নামের জীবাণু। ২০১৮ সালে সারা বিশ্বে এই রোগে আক্রান্ত হয় প্রায় এক কোটি মানুষ। মৃতের সংখ্যা প্রায় ১৫ লাখ। এই রোগ যেকোনও অঙ্গে হতে পারে (ব্যতিক্রম কেবল হৃতপিণ্ড, অগ্ন্যাশয়, ঐচ্ছিক পেশী ও থাইরয়েড গ্রন্থি)।

তবে এই রোগ বেশি আক্রান্ত করে ফুসফুসকে। এবার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ২০২১ সালের যক্ষা রোগে আক্রান্তের সংখ্যা নিয়ে রিপোর্ট প্রকাশ করল। যা উদ্বেগজনক ভারতের পক্ষে। এই রিপোর্ট অনুযায়ী সারা বিশ্বে এক কোটি ছয় লক্ষ মানুষের যক্ষা রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। শতকরা হিসেবে গোটা বিশ্বের কাছে ২৮ু রোগী ভারতের। ২০২০ সালের তুলনায় গোটা বিশ্বের এই রোগীর সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ৪.৫ শতাংশ। মৃতের হার ১৬ লক্ষ জনের। বৃহস্পতিবার প্রকাশিত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্টে ভারতের জন্য উদ্বেগ বাড়ানো হলেও নিম্নলিখিত দেশগুলিতে যক্ষা রোগের সংখ্যাও বেশি। যেমন-ইন্দোনেশিয়া (৯.২ শতাংশ), চিন (৭.৪ শতাংশ), ফিলিপাইন (৮ শতাংশ), পাকিস্তান (৫.৮ শতাংশ), নাইজেরিয়া (৪.৪ শতাংশ), বাংলাদেশ (৩.৬ শতাংশ) এবং কঙ্গো গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র (২.৯ শতাংশ)। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, যক্ষা রোগে আক্রান্তের সংখ্যা ঊর্ধ্বমুখী হওয়া নিয়ে বিশেষজ্ঞরা কোভিডকে দায়ী করছেন। কারণ তাদের মতে অটিমারির সময় যক্ষা রোগীরা সঠিক চিকিৎসা জল বলেই দাবি।

ত্বকের জেল্লা বাড়াতে শুধু ডাবের জল নয়, শাঁসও উপকারী

ডাব খুবই উপকারী একটি ফল। যা ১২ মাসই পাওয়া যায়। তবে গরমে এর কদল থাকে সব থেকে বেশি। কারণ গরমে স্বস্তি পেতে ডাবের জলের জুড়ি মেলা ভার। এক গ্লাস ঠান্ডা ডাবের জল মন জুড়িয়ে দেয়। গরমে শরীর সুস্থ রাখতেও ডাবের জল দারুণ কার্যকরী। ডাবের জলের পাশাপাশি, ডাবের শাঁসও বেশ উপকারী। মুখের দাগছোপ তুলতে ডাবের জল দিয়ে মুখ ধোয়ার চল তো রয়েছে।

কিন্তু ডাবের শাঁসও ত্বকের যত্নে সমান ভাবে উপকারী তা অনেকেরই অজানা। ডাবের শাঁস দিয়ে তৈরি করে নিতে পারেন ফেস মাস্কও। কীভাবে বানাবেন? চলুন জেনে নেয়া যাক-

টমেটোর শাঁস বের করে নিয়ে তাতে দুই টেবিল চামচ দুধ দিয়ে মিক্সারে গুঁড়িয়ে নিন। এবার ওই মিশ্রণটিতে আধা কাপ ডাবের শাঁস মিশিয়ে নিয়ে আবো এক বার মিক্সিতে গুঁড়িয়ে মুখে আর গলায় ভালো করে মেখে নিন। দশ মিনিট মতো রাখুন। ত্বকের মৃত কোষ দূর করতে দারুণ সাহায্য করে এই মাস্ক।

কচি ডাবের শাঁস মিক্সিতে দিয়ে মসৃণ করে গুঁড়িয়ে নিন। তাতে কয়েক ফেঁটা কাঠবাদাম তেল মেশান। মুখের ত্বকে আর গলায় ভালো করে মেখে কিছুক্ষণ রেখে দিন। শুকিয়ে এলে হালকা গরম জলে পাতলা সুতির কাপড় ভিজিয়ে ত্বক পরিষ্কার করে নিন। এতে গরমেও বজায় থাকবে ত্বকের আর্দ্রতা।

ত্বকের পুষ্টি জোগাতে ডাবের শাঁসের চেয়ে ভালো কিছু নেই। আধা কাপ ডাবের জল বা নারকেল দুধের সঙ্গে এক চামচ শশার রস আর অ্যালোভেরা জেল, আর কচি ডাবের শাঁস একসঙ্গে ভালো করে মিশিয়ে একটি মিশ্রণ বানিয়ে নিন। ১০ মিনিট রেখে ঠান্ডা জলে ধুয়ে ফেলুন। ত্বকের অবাঞ্ছিত দাগছোপ দূর করতে দারুণ সাহায্য করবে এই মাস্ক।

আপনি কি আপনার বিছানার চাদর নিয়মিত বদলাচ্ছেন তো ?

শেষ কবে বিছানার চাদর বদলেছেন আপনি? প্রশ্নটা শুনে অবাক লাগতে পারে, খটকাও লাগতে পারে। সচরাচর কেউ এ রকম প্রশ্ন করে না। যার ওপর সারা দিনের ক্লান্তি শেষে গা এলিয়ে দিচ্ছেন, তার খেয়াল শেষ কবে রেখেছেন? দিনশেষে যেটি আপনার নিত্যদিনের সঙ্গী, তার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কথা বেমালুম ভুলে যাননি তো?

সম্প্রতি যুক্তরাজ্যভিত্তিক এক জরিপে দেখা গেছে, আড়াই হাজার মানুষের মধ্যে ৪০ শতাংশ মানুষ প্রতি চার মাসে একবার তাদের বিছানার চাদর পরিষ্কার করেন। ১২ শতাংশ মানুষ শেষ কবে চাদর ধুয়ে বিছানায় নতুন চাদর পেতেছেন, তা তাদের মনে নেই। যদিও নারীদের মধ্যে চাদর বদলানোর প্রবণতা একটু বেশি। ৬২ শতাংশ নারী জানিয়েছেন, প্রতি মাসেই তারা একবার বিছানার চাদর পরিষ্কার করেন।

কেন বদলাতে হবে বিছানার চাদর?

সুস্থ থাকার জন্য যতটা প্রয়োজন স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, ঠিক ততটাই প্রয়োজন স্বাস্থ্যকর পরিবেশ। কথায় আছে, সুস্থ দেহে সুস্থ মন। আর সেই সুস্থ দেহের জন্য আশপাশের পরিবেশ সুস্থ রাখা জরুরি। নিউরোসাইটিস্ট ও নিদ্রা বিশেষজ্ঞ

ডাক্তার লিন্ডসে ব্রাউনিংয়ের মতে, আমাদের আনুষাঙ্গিক জিনিসপত্রের মধ্যে বিছানার চাদরই সবচেয়ে দ্রুত অপরিষ্কার হয়। সারা দিনের ক্লান্তি শেষে বিছানার চাদরের ওপরই গা এলিয়ে দিতে হয় আমাদের। আর তাতে লেগে থাকে সারা দিনের শরীরে জমা হয়ে থাকা ঘাম, ধুলা।

অনেকে বলতে পারেন, আমি তো স্নান করে এসে এরপর বিছানায় যাই, আমার সারা দিনের শরীরের ময়লা তো বিছানার চাদরে যাওয়ার প্রশ্নই আসে না। সেটা অনেকাংশে সত্য। তবে শরীর যতই পরিষ্কার করুন না কেন, শরীরে নিয়মিত বিরতিতেই ঘাম উতন্ন হয়, বিশেষত গ্রীষ্মকালে। যখন ঘুমানোর সময় কমবেশি প্রচুর ঘাম উতন্ন হয়, তখন বিছানার চাদরের যত্ন নেওয়াটা আরও বেশি জরুরি হয়ে পড়ে।

সময়মতো বিছানার চাদর না বদলানোর প্রভাব সময়মতো বিছানার চাদর পরিবর্তন না করার ফলাফল হতে পারে ভয়াবহ। বিছানার চাদরে জমে থাকা ধুলাবালু, ব্যাকটেরিয়া আমাদের ঘুমের সময় সহজেই শরীরে প্রবেশ করতে পারে। যা থেকে শরীরে দেখা দিতে পারে অ্যালার্জি, ব্রণ কিংবা একজিমা। এ ছাড়া অপরিষ্কার বিছানা ব্যাঘাত ঘটাতে পারে ঘুমের। কারণ, মানুষের ঘুম পুরোটাই নির্ভর করে তার আরামের ওপর। অপরিষ্কার বিছানায় নিশ্চয়ই সেই আরামের ঘুম হবে না। আর ঘুমে নিয়মিত ব্যাঘাত সুযোগ করে দেয় দেহে আরও অনেক রোগ বাসা বাঁধার। প্রতিদিন ঘুমের সময় আমাদের শরীর থেকে শুধু ঘামই নয়, নিয়মিত বিরতিতে মৃত কোষ খসে পড়ে। খালি চোখে দেখা অসম্ভব সেসব মৃত কোষ জমা হয় বিছানার চাদরে, যা আকর্ষণ করে বিভিন্ন প্রকার ব্যাকটেরিয়া ও পোকামাকড়কে।

তাদের থেকে সরাসরি বড় রকম রোগ-বালাই হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। কিন্তু ভালো ঘুমের ব্যাঘাতেও তাদের জুড়ি মেলা ভার। এমনকি তাদের সংস্পর্শে শরীরে র্যাশ, চুলকানি, লাল স্পটের দেখাও মিলতে পারে। অনেক দিন এক জায়গায় থাকলে তারাই বয়ে আনতে পারে ভয়াবহ সব রোগের জীবাণু। বিছানার চাদর ঠিক কত দিন পর পর বদলানো উচিত?

ডাক্তার লিন্ডসে ব্রাউনিংয়ের মতে, দুই সপ্তাহ পরপরই বিছানার চাদর বদলানো প্রয়োজন। বিছানায় জমা হওয়া মৃত কোষ ও ঘাম, ব্যাকটেরিয়া শনাক্ত করতে দেড় থেকে দুই সপ্তাহ পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। যে কারণে দুই সপ্তাহ পরপর অবশ্যই বিছানার চাদর পরিবর্তন করা উচিত। তবে এটা সময়ের ওপরও নির্ভর করে। শীতকালে যেহেতু তাপমাত্রা কম থাকে, তাই ঘামও তৈরি হয় কম। সে সময় চাইলে একটু বেশি সময় একই চাদর রাখা যেতে পারে। তবে এ সময় শরীরের মৃত কোষের উতাদন কিন্তু কমে যায় না। শীতকালে একটু শিথিল করে প্রতি মাসে একবার চাদর বদলালেও চলবে। তবে গ্রীষ্মকালে তা যেন কোনোভাবেই দুই সপ্তাহের বেশি না হয়, সে ব্যাপারে লক্ষ রাখা প্রয়োজন।

লালবাহাদুর শাস্ত্রীর সরলতা, দেশের প্রতি নিবেদন বর্তমান সময়েও অনুরণিত হয় : প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ২ অক্টোবর (হি.স.): প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীকে তাঁর জন্মজয়ন্তীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার সকালে বিজয় ঘাটে গিয়ে শাস্ত্রীকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়, লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা প্রমুখ শাস্ত্রীকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।
সোমবার সকালে এক্স মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানিয়েছেন, 'লালবাহাদুর শাস্ত্রী জিকে তাঁর জয়ন্তীতে স্মরণ করছি। তাঁর সরলতা, দেশের প্রতি নিবেদন এবং "জয় জওয়ান, জয় কিষাণ"-এর আইকনিক আহ্বান বর্তমান সময়েও অনুরণিত হয়, প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে। ভারতের অগ্রগতির প্রতি তাঁর অটল প্রতিশ্রুতি এবং চ্যালেঞ্জিং সময়ে তাঁর নেতৃত্ব অনুকরণীয়।
আমরা যেন সবসময় একটি শক্তিশালী ভারতের জন্য তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি উপলব্ধি করতে কাজ করি।'

সল্টলেক সেক্টর ফাইভে দুর্ঘটনা; যাত্রী সমেত উল্টে গেল বাস, আহত ৮-১০ জন

কলকাতা, ২ অক্টোবর (হি.স.): সাতসকালে সল্টলেক সেক্টর ফাইভে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল একটি বাস। তাও আবার যাত্রী সমেত উল্টে গেল বাসটি। সোমবার সকাল সাড়ে ৭টা নাগাদ সেক্টর ফাইভের কলেজ মোড়ে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ জানিয়েছে, কেবি ১৬ নম্বর রুটের বাসটি উল্টে যায়। ৮-১০ জন যাত্রী আহত হয়েছেন। তাঁদের বিধাননগর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ব্রেক ফেল করায় দুর্ঘটনা বলে প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান।
সল্টলেক সেক্টর ফাইভের অন্যতম ব্যস্ত কেন্দ্র কলেজ মোড়, সেখানেই সোমবার সকালে ঘটেছে এই দুর্ঘটনা। একটি গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা মেরে বাসটি উল্টে গিয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। বাসের সঙ্গে গাড়ির মুখোমুখি ধাক্কায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে গাড়িটিও। এর জেরে বাসের চালকও গুরুতর জখম বলে জানা গিয়েছে। দুর্ঘটনার জেরে যান চলাচল অনেকটা সময় বন্ধ হয়ে যায়। যদিও রাস্তার অপর লেন দিয়ে গাড়ি চলাচল করছিল। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসে ৩০ জন মতো যাত্রী ছিলেন। বাসটি উল্টে যাওয়ায় ৮-১০ জন মতো যাত্রী আহত হয়েছেন। তবে বাসের চালক গুরুতর আহত হয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে।

রাজঘাটে বাপুকে শ্রদ্ধাঞ্জলি রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতির, শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ প্রধানমন্ত্রী-সহ অন্যান্যদের

নয়াদিল্লি, ২ অক্টোবর (হি.স.): জন্মবার্ষিকীতে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা প্রমুখ। সোমবার সকালে রাজঘাটে মহাত্মা গান্ধীর সমাধিস্থলে গিয়ে বাপুকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেও। জন্মবার্ষিকীতে রাজঘাটে গিয়ে জাতির জনককে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন দিল্লি উপ-রাজ্যপাল বিনয় কুমার সাক্সেনাও, বাপুকে শ্রদ্ধা জানান দিল্লির মন্ত্রী অতিশী এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। বাপুকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন জিতেন্দ্র সিং, মীনাক্ষী লেখি-সহ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যরা। সোমবার জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর ১৫৪-তম জন্মবার্ষিকী।

নিম্নচাপে টানা ভারী বৃষ্টি, সতর্কতা নবান্নের, সতর্কতার নির্দেশ মমতার

কলকাতা, ২ অক্টোবর (হি স)। পশ্চিমবঙ্গের সাতটি জেলায় টানা বৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এই অবস্থায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য দ্রুত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দফতরকে সতর্ক করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সঙ্গে জেলাগুলোর আধিকারিকদের সঙ্গে নবান্নে ভার্চুয়াল বৈঠক ডাকার নির্দেশ দিলেন তিনি। সোমবার নবান্ন থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ খবর জানিয়ে বলা হয়, যে জেলাগুলোয় বেশি বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে সেই তালিকায় রয়েছে পশ্চিম ও পূর্ব বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, হাওড়া, হুগলি ও পশ্চিম মেদিনীপুর। নিম্নচাপটি রয়েছে ঝাড়খণ্ডের ওপর। আপাতত সেটি ওখানে থাকবে।
এ ব্যাপারে রাজ্যের মুখ্যসচিব আলিপুর আবহাওয়া দফতরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, দক্ষিণবঙ্গের চারটি জেলায় বুধবার পর্যন্ত টানা ভারী বৃষ্টি হতে পারে।
সেই তালিকায় রয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং পশ্চিম মেদিনীপুর। এ ছাড়া, বুধবার পুরুলিয়া, বাঁকুড়াতেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদে ভারী বৃষ্টি চলবে শুক্রবার পর্যন্ত। বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের কারণেই রাজ্য জুড়ে বৃষ্টির এই দাপট। উত্তরবঙ্গেও ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।
মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ারে কমলা সতর্কতা জারি করেছে হাওয়া অফিস। অন্য জেলাগুলিতেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা।
তবে উত্তরবঙ্গে মঙ্গলবারের পর থেকে বৃষ্টি কিছুটা কমবে। জলপাইগুড়ি এবং কালিম্পং ছাড়া আর কোথাও বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই।

মহারাষ্ট্রের বুলদানায় ঘুমন্ত ১০ শ্রমিকের ওপর দিয়ে চলে গেল ট্রাক, মৃত ৪

মুম্বই, ২ অক্টোবর (হি.স) : মহারাষ্ট্রের বুলদানায় রাস্তায় ঘুমন্ত অবস্থায় থাকা ১০ শ্রমিককে চাপা দিয়ে চলে যায় ট্রাক। ঘটনায় ৪জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে।
একটি দ্রুতগামী ট্রাক সোমবার সকালে একটি ধাতব শেডের মধ্যে ঘুমন্ত ১০ জন শ্রমিককে পিষে পালিয়ে যায়। ঘটনাটি ঘটেছে, সোমবার সকালে মহারাষ্ট্রের বুলদানা জেলার ৬ নম্বর জাতীয় সড়কের ভাদনা গ্রামের কাছে। ঘটনায় চার শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গুরুতর আহত অবস্থায় ছয়জন শ্রমিককে মালকাপুর সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে তাদের চিকিৎসা চলছে। পুলিশ জানিয়েছে, মধ্যপ্রদেশ থেকে শ্রমিকরা গত সপ্তাহে বুলদানা জেলার ভাডনারে হাইওয়ের কাজ করতে আসে। শ্রমিকরা রবিবার হাইওয়ের কাজ করে মহাসড়কের পাশে তৈরি একটি ধাতব শেডে ঘুমিয়েছিল। সোমবার ভোর ৬টা নাগাদ একটি দ্রুতগামী ট্রাক শ্রমিকদের চাপা দিয়ে চলে যায়। তাতেই ৪ জন শ্রমিকের প্রাণ অকালে চলে যায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে ৪ জন শ্রমিকের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। আহত ৬ জনকে মালকাপুর সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে।

দিল্লির সমাবেশ নিয়ে পুলিশের 'অতি সক্রিয়তা'-র প্রশ্ন তৃণমূলের

নয়াদিল্লি, ২ অক্টোবর (হি স)। সোমবার সকাল থেকেই দিল্লিতে আসা তৃণমূলের নেতাকর্মীদের কাছে বিশদ খোঁজখবর শুরু করেছে পুলিশ। এই অবস্থায় পুলিশের এই 'অতি সক্রিয়তা' নিয়েই প্রশ্ন ও অভিযোগ উঠছে তৃণমূলের অন্দরে।
সোমবার সকালেই অম্বেদকর ভবনে যায় দিল্লি পুলিশের একটি দল।
ক'টি বাস এসেছে, ক'টি বাস আসার সম্ভাবনা রয়েছে, দিল্লিতে আসা কর্মী-সমর্থকদের দেখভালের দায়িত্বে কারা রয়েছেন, সেই বিষয়ে খোঁজখবর নেয় পুলিশ।
সকালেই দিল্লিতে ঢুকতে শুরু করে তৃণমূলের একের পর এক বাস। বাসযাত্রীদের প্রত্যেককেই রাখা হচ্ছে সেখানকার অম্বেদকর ভবনে।
দলীয় সূত্রে খবর, ওই ভবনে বিশ্রাম নিয়েই কর্মসূচিতে অংশ নেবেন দলের কর্মী এবং কেন্দ্রীয় প্রকল্প থেকে 'বঞ্চিত' মানুষজনেরা।
দিল্লি পুলিশ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীন, যে মন্ত্রকের দায়িত্বভার সামলান নরেন্দ্র মোদী মন্ত্রিসভার 'নম্বর টু' অমিত শাহ। তাই এই 'সক্রিয়তা'র নেপথ্যে বিজেপির হাত রয়েছে কি না, সেই প্রশ্নও তুলছেন তৃণমূলের কেউ কেউ। তবে প্রকাশ্যে এই নিয়ে এখনই মুখ খুলতে চাইছেন না শাসকদলের কেউই।
অম্বেদকর ভবনে ইতিমধ্যেই একটি 'হেল্প ডেস্ক' খুলেছে তৃণমূল। তবে পুলিশের এই খোঁজখবর নেওয়া থেকে অনেকেই মনে করছেন যে, বাংলার শাসকদলের কর্মসূচির আগে সব তথ্য হাতের মুঠোয় রাখতে চাইছে তারা।

গান্ধীর পথে চলার কথা বলে অহিংস লড়াইয়ের বার্তা অভিষেকের

কলকাতা, ২ অক্টোবর (হি স)। অমিত শাহের নিয়ন্ত্রণাধীন দিল্লি পুলিশের 'সক্রিয়তা'র জবাব গান্ধীগিরির মাধ্যমেই দিতে চায় রাজ্যের শাসক তৃণমূল। মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিবসে নিজের এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সেরকমই বার্তা দিয়েছেন।
সোমবার অভিষেক লেখেন, "জন্মদিবসে বাপুকে স্মরণ করছি। তাঁর সত্য এবং অহিংসার আদর্শ শুধু আমাদের অতীতকেই তৈরি করে দেয়নি, ভবিষ্যতের পথকেও অলঙ্কৃত করে যাচ্ছে।" ভবিষ্যতের সেই পথ যে বিচার এবং সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার পথ, তা-ও উল্লেখ করেছেন অভিষেক।
অভিষেক জানান, গান্ধীর অহিংস পথেই চলতে চান তাঁরা। তবে মহাত্মার বিচার এবং সমানাধিকারের দাবিতে যে লড়াই, তাঁকেও অনুসরণ করার কথা বলেছেন অভিষেক। যা থেকে মনে করা হচ্ছে রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের 'বঞ্চনা'কে সামনে রেখে যে লড়াইয়ের বার্তা দিচ্ছে তৃণমূল, তাকে অহিংস পথেই এগিয়ে নিয়ে যেতে চান অভিষেক।
গান্ধীর আদর্শকে কাজে রূপায়িত করারও ডাক দিয়েছেন ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদ। আপাত ভাবে এটি নিছক গান্ধী-স্মরণ হলেও এর নেপথ্যে দলের ভবিষ্যতের পথনির্দেশিকা রয়েছে বলে মনে করছেন তৃণমূলের কেউ কেউ।

ফালাকাটার নদী থেকে নিখোঁজ বস্তাবন্দি কিশোরীর দেহ উদ্ধার

জলপাইগুড়ি, ২ অক্টোবর (হি স)। তিন দিন আগে জলপাইগুড়ির ধূপগুড়ির নিখোঁজ কিশোরীকে রবিবার রাতে আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটা থানা এলাকার দুদুয়া নদী থেকে বস্তাবন্দি অবস্থায় পেল পুলিশ।
বছর এগারোর কিশোরী নিখোঁজ হওয়ার পর পরিবার থানায় নিখোঁজের ডায়েরি করার পর এলাকায় তল্লাশি চালায় পুলিশ। স্নিফার ডগ এনে খোঁজাখুঁজি করা হয়। সিভিল ডিফেন্স কর্মীদের স্থানীয় পুকুরে নামিয়েও তল্লাশি চলে। তার পরেও নাবালিকার হদিস মেলেনি। পরিবারের অভিযোগ, নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে।
পুলিশ সূত্রে খবর, নাবালিকা ধূপগুড়ি ব্লকের গধেয়ারকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা। সে পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী। তার দেহ উদ্ধার হওয়ার পরে সেটি শনাক্ত করে পরিবার। নিখোঁজ নাবালিকার মৃত্যুর খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়তেই বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়েরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলাকায় বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। নাবালিকার এক প্রতিবেশীকে আটকও করেছে পুলিশ।
ধূপগুড়ি গ্রামীণের ডিএসপি ওয়াংদেন ভুটিয়া বলেন, "পরিবারের সঙ্গে গ্রামেই রয়েছি। ওঁদের সঙ্গে কথা বলছি। গোটা ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।"

কেন্দ্রীয় বঞ্চনা-র অভিযোগে রাজঘাটে ধর্নায় তৃণমূল, নীরব প্রতিবাদ কল্যাণ-অভিষেকদের

নয়াদিল্লি, ২ অক্টোবর (হি.স.): কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে 'বঞ্চনা'র অভিযোগ এনে দিল্লির রাজঘাটে ধর্নায় বসল তৃণমূল কংগ্রেস। দলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এই প্রতিবাদ কর্মসূচিতে তৃণমূল কংগ্রেসের অনেক নেতা-কর্মীরা। ঘটনাচক্রে সোমবার গান্ধী জয়ন্তী, জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীকে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করার পরই ধর্না কর্মসূচি শুরুঃ করে তৃণমূল। রাজঘাটে ধর্না-কর্মসূচি পূর্ব নির্ধারিত হলেও, তৃণমূলকে এই বিষয়ে লিখিত অনুমতি দেয়নি দিল্লি পুলিশ। তবে পুলিশ অনুমতি না দিলেও গান্ধীকে শ্রদ্ধা জানিয়ে সেখানেই শান্তিপূর্ণ উপায়ে ধর্নায় বসে পড়েন অভিষেকেরা।
একে একে রাজঘাটে পৌঁছন তৃণমূল নেতারা। তাঁদের মধ্যে ছিলেন কুণাল ঘোষ, শশী পাঁজা, মদন মিত্র প্রমুখেরা। দলের মুখপাত্র কুণাল সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন, "তৃণমূলের জন্যই রাজ্যের নেতাদের দিল্লি পাঠাতে হচ্ছে বিজেপিকে।" রাজঘাটের সামনে জড়ো হন কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলি থেকে 'বঞ্চিত' মানুষজনেরা। গোটা এলাকায় মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। রাজঘাটে এমনিতেই কড়া পুলিশি প্রহরা থাকে।

রাজ্যপাল আসার কথায় মেয়ো রোডে তৃণমূলের বিক্ষোভের কর্মসূচি হল না

কলকাতা, ২ অক্টোবর (হি স)। রাজ্যপালের মুখোমুখি হওয়া এড়াতে গান্ধী জয়ন্তীতে কর্মসূচি খানিকটা বদলে নিল তৃণমূল। সোমবার সকাল সকাল মেয়ো রোডে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে জাতির জনকের মূর্তিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন তৃণমূল নেতারা।
রাজ্য-রাজভবনের মধ্যে লাগাতার সংঘাতের আবহে তৃণমূলের তরফে আগেই ঠিক হয়েছিল, গান্ধী জয়ন্তীতে মেয়ো রোডের অনুষ্ঠানে রাজ্যপালের মুখোমুখি হলেও ন্যূনতম কোনও 'বার্তালাপের' মধ্যেও যাবে না শাসকদল। দিন দুই আগেই এনিয়ে দলীয় নির্দেশিকা পৌঁছেছিল নেতাদের কাছে।
এক রাজ্য নেতার কথায়, "রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও দলীয় নেতৃত্ব আমাদের নির্দেশ দিয়েছে, কোনওভাবেই তাঁর সঙ্গে আগ বাড়িয়ে কথা বলতে যাওয়া বা সৌজন্য দেখানোর প্রশ্ন নেই।" কিন্তু সেক্ষেত্রে রাজ্যপাল সৌজন্য দেখিয়ে কথা বলতে চাইলে? "তখন পরিস্থিতি অনুযায়ী বিচার হবে। কিন্তু দলের কেউ নিজে থেকে রাজ্যপালের সঙ্গে কোনও বার্তালাপের মধ্যে নেই", জানিয়েছিলেন তিনি।
এই পরিস্থিতি এড়াতে তৃণমূলের কিছু নেতাকর্মী মেয়ো রোডে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে জাতির জনকের মূর্তিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন।
ছিলেন দলের অন্যতম মুখপাত্র জয়প্রকাশ মজুমদার, কাউন্সিলর বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়, সিনিয়র নেতা আশিস চক্রবর্তী, আলোক দাস। অবস্থান বিক্ষোভের কর্মসূচি থাকলেও তা হয়নি। মহাত্মা গান্ধীর মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানানোর পর ফিরে যান তৃণমূল নেতারা।
বেলা ১১টা নাগাদ মেয়ো রোডে পৌঁছন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। তাঁর সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ। এরপর দুপুরে সেখানে বিজেপির তরফে শ্রদ্ধা জানাতে যাবেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৯৩ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ২ অক্টোবর (হি.স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। আজ ব্রেন্ট অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৯৩ এবং ডব্লিউটিআই অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৯২ ডলারের কাছাকাছি। যদিও সোমবার সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।
ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, সোমবার দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা। ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে। প্রসঙ্গত, গত বছর ২১ মে থেকে সারা ভারতে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

মহাত্মা গান্ধী আজও আমাদের সকলের জন্য অনুপ্রেরণা"" অমিত শাহ

কলকাতা, ২ অক্টোবর (হি স)। মহাত্মা গান্ধীকে তাঁর জন্মদিনে শ্রদ্ধা জানালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।
সোমবার অমিত শাহ এক্স হ্যাণ্ডেলে লিখেছেন, "স্বাধীনতার সময় মহাত্মা গান্ধী যেভাবে দেশকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং স্বদেশী, স্বরাজ, স্বনির্ভরতা এবং পরিচ্ছন্নতার দর্শন নিয়ে জনসচেতনতা তৈরি করেছিলেন, তা আজও আমাদের সকলের জন্য অনুপ্রেরণা।
আমি মহাত্মা গান্ধীকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানাই, যিনি সমগ্র বিশ্বকে সত্য ও অহিংসার পথে চলতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন।"

চণ্ডীগড়ের শিল্পাঞ্চল এলাকায় বিধ্বংসী আগুন, হতাহতের কোনও ঘটনা ঘটেনি

চণ্ডীগড়, ২ অক্টোবর (হি.স.): চণ্ডীগড়ের ফেজ ২-এর ইন্ডাস্ট্রিয়াল এলাকায় ভয়াবহ আগুন লাগল একটি ট্রেডিং কোম্পানিতে। সোমবার সকালের দিকে এই আগুন লাগে। আগুন মুহূর্তের মধ্যেই দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে, গোটা এলাকা কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয় দমকলের প্রায় ২২টি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্টার পর আগুন আয়ত্তে এসেছে।
দমকল অফিসার দশহারু সিং বলেছেন, 'আমরা সকাল ৮.০৪ মিনিট নাগাদ, আগুন লাগার ঘটনার খবর পাই, তারপরে আমরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার কাজ শুরু করি। আসবাবপত্র কারখানায় প্রচুর দাহ্য পদার্থ ছিল যে কারণে আগুন ছড়িয়ে পড়ে।" তিনি বলেন, "আমরা আগুন নিয়ন্ত্রণে ২২টি ফায়ার টেন্ডার ব্যবহার করেছি। আগুন প্রায় পাশের কারখানায় পৌঁছে গেলেও আরও ছড়িয়ে পড়ার আগেই তা নিভিয়ে ফেলা হয়। কোনও প্রাণহানি অথবা আহত হওয়ার খবর নেই।'

সরকারি সচিবালয়ে জাতির জনককে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন মুখ্যমন্ত্রীর

জয়পুর, ২ অক্টোবর (হি.স) : রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলত জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। সোমবার সকালে সরকারি সচিবালয়ে মহাত্মা গান্ধীর মূর্তিতে মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন।
সরকারি সচিবালয়ে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর মূর্তির সামনে বসে অশোক গেহলত গান্ধীজির প্রিয় ভজন 'বৈষ্ণব জন তো তেনে কাহিয়ে", এবং "রঘুপতি রাঘব রাজা রাম" শোনেন। শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনুষ্ঠানে সরকারি সচিবালয়ে সোমবার উপস্থিত ছিলেন, শিক্ষামন্ত্রী বিডি কাল্লা, খাদ্য ও বেসামরিক সরবরাহ মন্ত্রী প্রতাপ সিং খাচারিয়াবাস, জল সরবরাহ মন্ত্রী মহেশ জোশী, সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী শালে মোহাম্মদ। এছাড়াও ঊর্ধতন সরকারি আধিকারিকরা এবং প্রচুর সাধারণ মানুষও অনুষ্ঠানস্থলে আজকে উপস্থিত হয়েছিলেন।

"ভারতীয় আত্মসম্মানের প্রতীক হয়েছিলেন", শাস্ত্রীজীকে স্মরণ অমিত শাহর

কলকাতা, ২ অক্টোবর (হি স)। ভারতের প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীকে শ্রদ্ধা জানালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি এক্স হ্যাণ্ডেলে লিখেছেন, "প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও দেশের জনপ্রিয় নেতা লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি।

দুই প্রয়াত ব্যক্তিত্বের সমাধিস্থলে জন্মদিনে শ্রদ্ধা জানালেন ভারতের রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ২ অক্টোবর (হি স)। নয়াদিল্লিতে রাজঘাট ও বিজয়ঘাটে মহাত্মা গান্ধী ও লালবাহাদুর শাস্ত্রীর সমাধিস্থলে সোমবার শ্রদ্ধা জানালেন ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু।
এক্স হ্যাণ্ডেলে সেই ছবি-সহ জাতির জনককে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, "তাঁর চিন্তাভাবনাগুলি নিছকই স্তুতি ছিল না, তার স্থায়ী অনুশীলনের ফলাফল ছিল সেটা। যে দর্শনটি জীবনের অংশ নয়, তা ছিল তাঁর মতে, 'ধুলার মতো শুকনো'। তাঁর ক্ষেত্রে চিন্তা, কথা ও কাজ ছিল একটিমাত্র অংশ। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এই ভাষাতেই গান্ধী জয়ন্তীতে জাতির পিতাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

এশিয় গেমসে ভারতীয়দের সাফল্যে অভিনন্দন প্রধানমন্ত্রী মোদীর

কলকাতা, ২ অক্টোবর (হি স)। এশিয় গেমসে ভারতীয়দের সাফল্যে অভিনন্দন জানালেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার তিনি এক্স-হ্যাণ্ডেলে লিখেছেন, "দলগত সংহতির অবিশ্বাস্য প্রদর্শন ঘরে এনেছে আরও একটি ব্রোঞ্জ পদক! আনন্দকুমার ভেলকুমার, সিদ্ধান্ত রাহুল কাম্বলে, বিক্রম রাজেন্দ্র ইঙ্গলে পুরুষদের স্পিড স্কেটিং ৩০০০ মিটার রিলেতে ব্রোঞ্জ পেয়েছেন। ভারত আনন্দিত এবং এই কৃতিত্বে অত্যন্ত গর্বিত!
কার্তিক জগদীশ্বরন, হিরাল সাধু এবং আরতি কস্তুরিরাজকে অভিনন্দন। আমাদের ব্যতিক্রমী মহিলাদের স্পিড স্কেটিং রিলে দল এশিয় গেমসে মহিলাদের স্পিড স্কেটিং ৩০০০ মিটার রিলেতে একটি অসাধারণ ব্রোঞ্জ পদক জিতেছে। তাঁদের অটল সংকল্প এবং অসামান্য টিমওয়ার্ক বেশ কিছু লোকের জন্য অনুপ্রেরণা।

ছত্তিশগড় : বিধানসভা চত্বরে মহাত্মা গান্ধী ও লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

রায়পুর, ২ অক্টোবর (হি.স.) : জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী ও লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর জন্মবার্ষিকীতে তাদেরকে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য ছত্তিশগড় বিধানসভা প্রাঙ্গণে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সোমবার, ছত্তিশগড় বিধানসভার সচিব দীনেশ শর্মা এই মহান দুই ব্যক্তিত্বের মূর্তিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী ও জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সোমবার বিধানসভা সচিবালয়ের উর্ধতন আধিকারিক ও কর্মীরা উভয়কে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন।
শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনুষ্ঠানে অনুরাগ সিং, কুন্দন চৌহান, লক্ষ্মীকান্ত সেন, রাজেশ চৌহান, রামকুমার যাদব এবং সচিবালয়ের সহকর্মীরা গান্ধীজির বিখ্যাত ভজন 'বৈষ্ণব জন তো তেনে কাহিয়ে", এবং "রঘুপতি রাঘব রাজা রাম" গানে গলা মেলান।

ধর্মনগরে কংগ্রেস ভবনে পালিত হল গান্ধীর জন্ম জয়ন্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২ অক্টোবর।। সোমবার সারা দেশের সাথে উত্তর জেলা সদর ধর্মনগর জেলা কংগ্রেস ভবনে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন পালিত হয়েছে। সকালে গান্ধীজীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান এবং পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি আইনজীবী অজিত দাস। উপস্থিত ছিলেন ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস দলের বিজিত প্রার্থী চয়ন ভট্টাচার্য, বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা আইনজীবী ইন্দ্রজিৎ পাল, মহিলা কংগ্রেসের বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ এবং জেলা কংগ্রেসের সর্বস্তরের নেতৃবৃন্দ। মাল্যদান এবং পুষ্পার্ঘ্য অর্পনের পর কংগ্রেস নেতারা মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মানব সেবায় ব্রতি হতে বলেন। ভারতবর্ষের গণতন্ত্র এখন বিপন্ন বলে উল্লেখ করেন। যে সেকুলারিজম নিয়ে গান্ধীবাদী কংগ্রেস দেশকে ইংরেজদের কাছ থেকে মুক্ত করে দেশবাসীকে স্বাধীন করেছে সেই গান্ধীবাদী আদর্শ বর্তমানে ধ্বংস হয়ে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ ধর্মে ধর্মে হিংসা উঁচু-নিচুতে বৈষম্য এসব থেকে মুক্ত হয়ে গান্ধীজীর আদর্শ গ্রহণ করে দেশকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে মানুষের গণতন্ত্র ফিরিয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান উপস্থিত কংগ্রেস নেতারা।

তেলিয়ামুড়ায় পরিবেশ সুরক্ষা কর্মীদের সংবর্ধনা প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২ অক্টোবর।। স্বচ্ছতাই সেবা কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের উদ্যোগে স্থানীয় চিত্রাঙ্গদা কলা কেন্দ্রে পরিবেশ সুরক্ষা কর্মীদের সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে সোমবার। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়ার বিধায়িকা তথা ত্রিপুরা বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায়, ছিলেন তেলিয়ামুড়া পুরপরিষদের চেয়ারম্যান রূপক সরকার, ভাইস চেয়ারম্যান মধুসূদন রায়, মহকুমা শাসক অভিজিৎ চক্রবর্তী, পৌর পরিষদের ডেপুটি সি.ই.ও অমিত রায়চৌধুরী সহ অন্যান্যরা। এদিনের অনুষ্ঠানে নিজের আলোচনায় অংশগ্রহণ করে কল্যাণী সাহা রায় দাবি করেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্যোগের ফসল হিসেবে এই মুহূর্তে গোটা দেশে স্বচ্ছ ভারত অভিযান ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করেছে। এর পাশাপাশি পরিবেশ সুরক্ষা কর্মীদের সংবর্ধনা প্রদানের বিষয়টাও প্রধানমন্ত্রীর মস্তিষ্কপ্রসূত বলে কল্যাণী সাহা রায় দাবি করেন। আজকের এই অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে শ্রীমতি সাহা রায় পরিবেশ সুরক্ষার সাথে যুক্ত সমস্ত স্তরের কর্মীদের অভিনন্দন জানান এবং তাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় পরিবেশ নির্মল এবং পরিচ্ছন্ন থাকে বলে তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

উদ্‌যাপিত

● প্রথম পাতার পর
অন্যান্যদের মধ্যে তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভ-াচার্য, সদর মহকুমা শাসক অরূপ কুমার দেব সহ উপস্থিত অন্যান্য অতিথিগণও গান্ধীবেদীতে পুপার্ঘ্য অর্পন করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অনুষ্ঠানে রামধুন ও ভজন পরিবেশিত হয়। তাছাড়াও অনুষ্ঠানে গান্ধীজির লেখা, গীতা, কোরান, বাইবেল ও বুদ্ধ জাতক থেকে পাঠ করা হয়।

শহরে

● প্রথম পাতার পর
ঢুকে দেখতে পায় দামী মোবাইল উধাও। যার বাজার মূল্য আনুমানিক চার লক্ষাধিক টাকার উপরে। এছাড়া নগদ ছয় হাজার টাকা উধাও বলে জানায় দোকানের মালিক বাপন দাসকে। খবর দেওয়া হয়েছে রাজনগর পিআরবাড়ি থানায়। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসে পুলিশ। পুলিশ চুরির মামলা নিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

অভিষেককে প্রাণে মারার চেষ্টা

কলকাতা, ২ অক্টোবর (হি স)। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রাণে মারার চেষ্টা করা হয়েছিল। রাজঘাট থেকে বেরিয়ে এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন তৃণমূল সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।তিনি বলেন, "অভিষেকের উপর যেভাবে হামলা চলানোর পদক্ষেপ করা হয়েছে সেটা লজ্জার বিষয়।" 'বিজেপি সরকার তৃণমূলকে ভয় পাচ্ছে' বলে আবার তোপ দেগেছেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ, অভিষেক সাংবাদিক বৈঠক করার সময় বারবার হুইসেল বাজানো হয়। বিরক্ত হয়ে অভিষেক বেরিয়ে আসেন। এপ্রসঙ্গে তাঁর কটাক্ষ, 'বিজেপির কত ভয়! একটা সাংবাদিক বৈঠকও সহ্য করতে পারে না।' এরপরই আরও এক ধাপ এগিয়ে প্রবীণ সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ, 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রাণে মারার চেষ্টা করা হয়েছিল। ওঁর মাথায় লাঠি মারার চেষ্টা হয়েছিল।'অভিষেকের অভিযোগ, যদিও কোনওরকম গন্ডগোলে যাননি তৃণমূল নেতৃবৃন্দ। তাঁরা নির্ধারিত সময় মেনেই উঠে আসেন। কিন্তু, অবস্থানে থাকাকালীন দিল্লি পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানেরা বারবার এসে তাঁদের তোলার চেষ্টা করে এবং কয়েকজন মহিলা তৃণমূল কর্মীর সঙ্গে জওয়ানদের ধ্বস্তাধস্তি হয়েছে।

অতিমারীতে কর্মচ্যুত সাংবাদিকদের তথ্য সংগ্রহ প্রেস কাউন্সিলের

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ২ অক্টোবর (হি স)। কোভিড অতিমারীর সময় সারা দেশে কতজন সাংবাদিক কাজ হারিয়েছেন সেবিষয় তথ্য সংগ্রহ করছে ভারতের প্রেস কাউন্সিল। এই সমীক্ষায় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিরেছে প্রেস ক্লাব কলকাতা।

প্রেস কাউন্সিলের এই সংক্রান্ত প্রেস বিজ্ঞপ্তি যুক্ত করে ক্লাবের সভাপতি স্নেহাশিস সুর এবং সম্পাদক কিংশুক প্রামাণিক সদস্যদের কাছে আবেদন করেছেন, আপনাদের কাছে যদি এই বিষয়ে কোনও তথ্য থাকে, তাহলে প্রেস রিলিজে উল্লিখিত পদ্ধতিতে প্রেস কাউন্সিলের কাছে জানাতে পারেন। সঙ্গে এই মেইল আইডিতে তার প্রতিলিপি পাঠাতে পারেন। সংশ্লিষ্ট প্রেস রিলিজে বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে জানানো হয়েছে।প্রেস কাউন্সিলের ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তি। সমীক্ষাটির সঙ্গে কোনও আর্থিক সুবিধাদানের বিষয় যুক্ত নেই। এটি নিছকই অ্যাকাডেমিক। এই তথ্য দেবার শেষ তারিখ ১৫ অক্টোবর ২০২৩। প্রেস ক্লাব, কলকাতা এই বিষয়ে ইতিইমধ্যেই বিশেষ সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে এবং আপনাদের মাধ্যমে এবিষয় আরও তথ্য সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

৩ হাজার মিটার স্টিপলচেজে পারুলের রুপো, প্রীতির ব্রোঞ্জ

হানঝাউ, ২ অক্টোবর(হি.স.): আজ, হানঝাউ গেমসে মেয়েদের ৩০০০ মিটার স্টিপলচেজে রুপো পেলেন ভারতের পারুল চৌধুরি। ওই ইভেন্ট থেকে ব্রোঞ্জ পেয়েছেন ভারতের প্রীতি লাম্বা।৯ মিনিট ২৭.৬৩ সেকেন্ডে শেষ করেন পারুল।তিনি দ্বিতীয় হয়েছেন। আর ভারতের আর এক তারকা প্রীতি ৯ মিনিট ৪৩.৩২ সেকেন্ডে শেষ করে ব্রোঞ্জ পেয়েছেন। তাঁকে টেক্কা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন বাহরিনের টাইজেস্ট গেটেন্ট। কিন্তু টাইজেস্ট গেটেন্টের সঙ্গে লড়াই করে ব্রোঞ্জ কেড়ে নিয়েছেন প্রীতি লাম্বা। আর ৯ মিনিট ১৮.২৮ সেকেন্ডে শেষ করে গেমস রেকর্ড গড়ে সোনা জিতেছেন বাহরিনের উইনফ্রেড ইয়াভি।

প্রদেশ কংগ্রেস

● প্রথম পাতার পর
কমিটির সভাপতি পদে পুনর্বহাল করবে"। তিনি আরো বলেন, উভয় দলের উদ্দেশ্যই এক। তাই দুই দল একসঙ্গে হয়ে জনগণের সেবায় কাজ করুক এটাই শ্রেয়।

তিনি আরও যোগ করেন "কংগ্রেসও রাজ্যের আদিবাসী ভাই ও বোনদের জন্য একটি সাংবিধানিক সমাধান চায়

আমরা বর্তমান সরকারের বিপরীতে উপজাতীয় জেলা পরিষদ প্রশাসনের কাছে সরাসরি অর্থায়নের দাবিকে সমর্থন করি। আমরা চাই যে জেলা পরিষদের নাম পরিবর্তন করে টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল রাখা হোক কারণ আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলি রাজ্যের এক বা দুটি জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। রাজ্যের সমস্ত জেলায় টিটিএডিসি এলাকার একটি অংশ রয়েছে। তা ছাড়া, রাজ্যের আদিবাসী সম্প্রদায়ের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার জন্য ধারা ২৭৫ এবং ৩৭১ (কে) রয়েছে বলেও জানান তিনি।তিনি আরো বলেন, "সাংসদের অধিবেশন চলাকালীন আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমাদের সমস্ত দাবি উত্থাপন করব। আমরা ক্ষমতায় থাকা দলটিকে জিজ্ঞাসা করব কেন উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের আদিবাসী সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক চাহিদা বিবেচনা করে ইউপিএ শাসনামলে খসড়া করা ১২৫তম সাংবিধানিক সংশোধনী বিলটি হিমাগারে পাঠানো হয়েছে। আমি রাজ্যের সমস্ত বিরোধী দলকে আদিবাসীদের স্বার্থে বিক্ষোভে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানাতে চাই"।এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি আশিস কুমার সাহা এবং ত্রিপুরার এআইসিসি ইনচার্জ জারিতা লাইটফ্লাং। এদিনের যোগদান সভায় প্রাক্তন মন্ত্রী মণীন্দ্র রিয়াং-এর নেতৃত্বে মোট সাত হাজার ভোটার আনুষ্ঠানিকভাবে তিপ্রা মথা ছেড়ে কংগ্রেস দলে যোগদান করেছেন।এদিকে কংগ্রেস নেতা সুদীপ রায় বর্মণ অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দেওয়ার পরে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। সমস্ত কংগ্রেস কর্মীরা তাকে উদ্ধারের জন্য ছুটে আসেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি জ্ঞান ফিরে পান। বর্তমানে তিনি স্থিতিশীল অবস্থায় আছেন বলে জানা গেছে।

চাঞ্চল্য

● প্রথম পাতার পর
কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সোনামুড়া থানায় একটি মামলা দায়ের করবেন তাদের বক্তব্য যে লোকটিকে বিএসএফ গুলি করেছে এবং যার প্রাণ গেয়েছে সে কোন ধরনের পাচারকার্যের সঙ্গে জড়িত নয়।তবে আসল রহস্য উন্মোচন হবে তদন্ত শেষে। তবে এই স্থানটি দিয়ে যেহেতু এখনো সীমান্ত বেড়া নির্মাণ হয়নি এই স্থানটি দিয়েই প্রতিদিনই পাচারকারীরা তাদের বিভিন্ন পাচার সামগ্রী ভারত থেকে বাংলাদেশে পাচার করে থাকেন এবং বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন অবৈধ সামগ্রী স্থান দিয়ে পাচার করা হয়।তবে বিএসএফের গুলিতে নিহত হওয়ার ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল ও বিরাজ করছে গোটা এলাকা জুড়ে।

মুখ্যমন্ত্রীর শোক

● প্রথম পাতার পর
তরুণদের হজাগিরি নৃত্যকলা নিয়ে শিক্ষাদান করছেন। দেশে ও বিদেশে হজাগিরি নৃত্য-কে রক্ষায় ও উন্নতির প্রশ্নে তিনি নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর এই অসামান্য অবদানের জন্য ভারত সরকার সত্যরাম রিয়াং-কে সঙ্গীত নাটক একাডেমী পুরস্কার দিয়ে ভূষিত করেছিলেন। আজ সকালে তিনি প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর প্রয়াণে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিশ্ববাসীর সামনে রাজ্যের জনজাতি লোকনৃত্য হজাগিরিকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে তাঁর অনন্য ভূমিকা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ঈশ্বরের কাছে বিদেহী আত্মার সদগতি কামনা করেছেন এবং পরিবার-পরিজন ও অগণিত গুণমুগ্ধদের বিয়োগ-ব্যথা সহ্য করার শক্তি প্রদানের প্রার্থনা করেছেন.।াম রিয়াং। জাতীয়, সর্বোপরি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ত্রিপুরার লোকসংস্কৃতির ব্যাপ্তিতে রাজ্যের গর্ব এই প্রবাদ প্রতিম শিল্পীর অবদান শ্রদ্ধার সাথে প্রত্যেকের হৃদয়ে থেকে যাবে। প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক সত্যরাম রিয়াং -এর ঐতিহ্যবাহী হজাগিরি নৃত্যের প্রবাদ প্রতিম শিল্পীর পদ্মশ্রী সত্যরাম রিয়াং মহোদয়ের প্রয়াণে গভীরভাবে মর্মাহত হয়েছেন। তিনি ঈশ্বরের নিকট তাঁর বিদেহী আত্মার সদগতি কামনা করছেন এবং ওনার পরিবার-পরিজন বিয়োগ-ব্যথা সহ্য করার শক্তি প্রদানের প্রার্থনা জানিয়েছেন। এদিন তিনি বলেন, রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী হজাগিরি নৃত্যের বিকাশে এবং বিশ্ব দরবারে এই নৃত্যকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান রাজ্যবাসী চিরকাল মনে রাখবে।

দুর্গাপুরে এসটিএফের হানায় ২০ হাজার ফেনসিডিল উদ্ধার, ধৃত ৩

দুর্গাপুর, ২ অক্টোবর (হি. স.) উত্তরপ্রদেশ টু বাংলাদেশ সীমান্ত মুর্শিদাবাদ। ফের রাজ্যে নিষিদ্ধ কফ সিরাপ পাচারকারীরা সক্রিয়। আর মাদক পাচারকারীদের কি করিডর আসানসোল-দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল? কার্যত সেই প্রশ্ন আবারও মাথাচাড়া দিয়ে উঠল রাজ্যজুড়ে। বেআইনিভাবে পাচারের আগে পর পর দুদিন দুর্গাপুরের এবিএল ও গান্ধীমোড়ে এসটিএফের জালে ধরা পড়ল ২০ হাজার নিষিদ্ধ কফ সিরাফ ফেনসিডিল। ঘটনায় দুদিনে ৩ জনকে গ্রেফতার করল রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স। যার মধ্যে সোমবার ধৃতদের ২ জনকে আসানসোল জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের জামিন খারিজ করে দেন। ঘটনায় জানা গেছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রবিবার দুপুরে ১৯ নং জাতীয় সড়কের ওপর এবিএল মোড়ে হানা দেয় এসটিএফ দল। ওইসময় দিল্লি থেকে কলকাতাগামী একটি আপেল বোঝাই লরি আটক করে। তাতে ১৫ টি সাদা পলি ব্যাগে নিষিদ্ধ কফ সিরাপের বেশ কিছু কার্টুন লুকিয়ে রাখা ছিল। তল্লাশী চালাতেই সেগুলি উদ্ধার করে এসটিএফ। ২৫ টি বস্তার মোড়ক খুলে ৫ হাজার ফেনসিডিল বাজেয়াপ্ত করে এসটিএফ। জানা গেছে, ওইসব ফেনসিডিল মুর্শিদাবাদ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ওই কফ সিরাপ নেশা করার কাজে ব্যবহার হওয়ায় নিষিদ্ধ ঘোষনা করা হয়েছে আমাদের দেশে। তবে কালোবাজারে ওই কফ সিরাপ ৫০০ টাকা দরে বিকোয়। আবার বাংলাদেশে ওই কফ সিরাপের চাহিদা রয়েছে প্রচুর। সেখানে হাজার টাকা প্রতি বোতল কালোবাজারে বিকোয়। তাই মোটা টাকা মুনাফার আশায় বাংলাদেশে মুলত বেশী পাচার হয়। এদিন ঘটনায় লরির চালক সহ দুজনকে আটক করে দুর্গাপুর নিউটাউনশিপ থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয় এসটিএফ। এবং দুজনকে গ্রেফতার করে নিউটাউনশিপ থানার পুলিশ। সোমবার তাদের আসানসোল জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের জামিন খারিজ করে দেন। একইরকমভাবে গোপনসুত্রে খবর পেয়ে সোমবার দুপুরে জাতীয় সড়কের গান্ধীমোড় এলাকায় হানা দেয় এসটিএফ। ওইসময় রাজস্থানের জয়পুর থেকে আসা ডিনারসেট বোঝাই লরি আটক করে তল্লাশী শুরু করে এসটিএফ। তাতে নিল রংয়ের ৭৫ টি পলি বস্তায় মোড়ক করা প্রচুর ফেনসিডিলের কার্টুন উদ্ধার করে। ৭৫ টি বস্তায় ১৫ হাজার ফেনসিডিল বাজেয়াপ্ত করে এসটিএফ। জানা গেছে, পর পর দুদিনই ওই ফেনসিডিল উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদে ট্রান্সপোর্ট লরিতে বোঝাই হয়। সেগুলি মুর্শিদাবাদ সিমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে পাচার করা হত। পাচারের আগে এসটিএফের জালে ধরা পড়ে যায়। ঘটনায় লরি চালককে আটক করে দুর্গাপুর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয় এসটিএফ। পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। ধৃতদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। জানা গেছে, পর পর দুদিনে আটক হওয়া ফেনসিডিল পশ্চিমবঙ্গে কালোবাজারে মুল্য প্রায় ১ কোটি। আবার বাংলাদেশের কালোবাজারের মুল্য প্রায় ২ কোটি টাকা। আর এখানেই প্রশ্ন উঠেছে, এরাজ্য নিষিদ্ধ কফ সিরাপ পাচার কি আবারও সক্রিয়? প্রসঙ্গত, গত ২০ ফেব্রুয়ারী পাচারের আগে কাঁকসার বাঁশকোপা টোলপ্লাজার কাছে ৬ হাজার ফেনসিডিল বাজেয়াপ্ত করে এসটিএফ। ওই ফেনসিডিল মুর্শীদাবাদ হয়ে বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে পাচারের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ঘরনায় রুবেল শেখ ও আলামিন শেখ নামে দুই পাচারকারী লিফটার সহ ৪ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এবং তাদর গাড়ীও আটক করে। গত ২০২২ সালের ৮ ফেব্রুয়ারী দুর্গাপুর স্টেশনে জিআরপির জালে ১৯৯ বোতল কফসিরাপ ২ জন ধরা পড়ে। ধৃতদের নাম সাদ্দাম হোসেন ও মান্নান আলী। দুজনেই মালদার কালিয়াচকের বাসিন্দা। ২০২২ সালে ৩০ জুন ১৯ জাতীয় সড়কের অন্ডালের ভাদুর মোড়ে এসটিএফের তল্লাশীতে উদ্ধার হয় ১০ হাজার বোতল নিষিদ্ধ কফ সিরাপ। ঘটনায় ভানু প্রতাপ সিং, ধীরেন্দ্র প্রতাপ সিং ও দীপ সিং নামে ৩ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। উত্তর প্রদেশ থেকে আগ্রা থেকে বনগাঁ হয়ে বাংলাদেশে পাচার করার উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ওই কফ সিরাপ গুলি। তারও আগে ২০১৯ সালের ২৮ নভেম্বর পাচারের আগে ১৯ জাতীয় সড়কের ওপর রাজবাঁধের কাছে পার্কিংয়ে থাকা একটি লরি থেকে প্রায় ১৩ হাজার ফেনসিডিল উদ্ধার হয়। জানা গেছে, পন্য বোঝাই একটি লরি বেনারস থেকে কলকাতা যাচ্ছিল। ওইসময় রাজবাঁধ এলাকায় জাতীয় সড়কের পাশে হোটেল ও পার্কিং থাকাকালীন এসটিএফ হানা দেয়। তল্লাশী চালিয়ে নিষিদ্ধ ওই কফ সিরাফ উদ্ধার হয়। তারও আগে ২০১৮ সালের২২ জানুয়ারী পাচারের আগে কাঁকসার পানাগড়ে লরিভর্তি ফেনসিডিল আটক হয় এসটিএফের জালে। প্রায় ২ হাজার কফসিরাপ ফেনসিডিল বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ। ওই লরিটি উত্তরপ্রদেশ থেকে কলকাতা যাচ্ছিল। তারপর এদিনের ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, আসানসোল, দুর্গাপুর, পানাগড়কে আন্তঃরাজ্য মাদক পাচারকারীরা কি করিডর হিসাবে ব্যাবহৃত করছে? যদিও পুলিশ জানিয়েছে, 'ধৃতদের হেপাজতে নেওয়া হয়েছে। কোথায় পাচার হচ্ছিল, তার তদন্ত শুরু হয়েছে।'

বিক্ষোভ কর্মসূচিতে যোগ দিতে এসে টাকার ব্যাগ খোয়ালেন দুই বিজেপি বিধায়ক

কলকাতা, ২ অক্টোবর (হি স)। কলকাতায় বিজেপির মহিলা মোর্চার বিক্ষোভ কর্মসূচিতে যোগ দিতে এসে টাকার ব্যাগ খোয়ালেন দুই বিজেপি বিধায়ক। তাঁরা দুবরাজপুরের বিজেপি বিধায়ক অনুপ সাহা ও কৃষ্ণগঞ্জের বিধায়ক আশিস বিশ্বাস। প্রসঙ্গত, এদিনই রাজঘাটে তৃণমূলের প্রতিবাদ-সমাবেশে নিজের মুঠোফোন হারান তৃণমূলের দুই সাংসদ শান্তনু সেন এবং শতাব্দী রায়। একপাটি জুতো উধাও হয় রাজ্যের দমকলমন্ত্রী সুজিত ঘোষের। মেয়ো রোডে বক্তৃতা শেষে উপস্থিত নেতাকর্মীদের সঙ্গে কিছু ক্ষণ কথা বলে রওনা দেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু। বাকি বিজেপি বিধায়করা ধীরে ধীরে সভাস্থল ছাড়ার প্রস্তুতি শুরু করেন। ভিড় একটু হালকা হতেই প্রথমে আশিস বিশ্বাস টের পান, পাঞ্জাবির ডান পকেটটি অনেকটাই হালকা লাগছে। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি নিজের পাঞ্জাবির পকেটে হাত ঢোকালে বুঝতে পারেন, সেখানে রাখা টাকার ব্যাগ চুরি হয়ে গিয়েছে।তাঁর সঙ্গে থাকা কয়েক জন আশপাশে টাকার ব্যাগটি খোঁজার চেষ্টাও করেন। কিন্তু হারানো টাকার ব্যাগ আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। অগত্যা নিরাশ মনেই কলকাতা থেকে কৃষ্ণগঞ্জের দিকে রওনা দেন এই প্রাক্তন সেনাকর্তা। এর কিছু ক্ষণ পর তাঁর পাঞ্জাবির পকেট থেকেও টাকার ব্যাগ চুরি হয়েছে বলে জানতে পারেন দুবরাজপুরের বিজেপি বিধায়ক অনুপ। অনেক খুঁজে তিনিও নিজের টাকার ব্যাগটি আর খুঁজে পাননি।টাকার ব্যাগ হারানো প্রসঙ্গে দুবরাজপুরের বিধায়ক বলেন, 'বিধানসভা থেকে মিছিল করে এখানে এসে পৌঁছনোর পরেই বৃষ্টি শুরু হওয়ায় আমরা দ্রুত যে যার মতো আশ্রয় নিতে মঞ্চের উপরে উঠে যাই। তা-ও অনেকটাই ভিজে গিয়েছিলাম। সে সময় কিছু খেয়াল করিনি। পরে কর্মীদের সঙ্গে কথা বলার সময় বুঝতে পারি, আমার পাঞ্জাবির পকেটে টাকার ব্যাগ নেই।"তিনি আরও বলেন, "কেউ ইচ্ছে করে নিয়েছে বলে আমার মনে হয় না। ভিড়ের মধ্যে আমার পকেট থেকে ব্যাগ পড়ে যেতেই পারে। এমনিই তো জীবনে অনেক সময় অনেক কিছু হারিয়ে যায়। তাতে এত গুরুত্ব দেওয়ার কিছুই নেই।"

ফিরহাদের জোড়া পদ নিয়ে প্রশ্ন বোসের, পাল্টা হাকিম

কলকাতা, ২ অক্টোবর (হি স)। মেয়র এবং মন্ত্রী পদে থেকে কি দু'তরফ থেকেই আর্থিক ভাবে লাভবান হচ্ছেন ফিরহাদ হাকিম? এই প্রশ্নের জবাব চেয়ে নবান্নে চিঠি পাঠালেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস।বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ থেকে শুরু করে, রাজভবনের অন্দরমহলে কলকাতা পুলিশের নজরদারির অভিযোগ তুলে নবান্নের সঙ্গে সংঘাত জিইয়ে রেখেছেন রাজ্যপাল। এরই মধ্যে এ বার ফিরহাদের মতো শাসকদলের প্রথম সারির নেতার বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন বোস। ফিরহাদ কি দু'টি পদে বসে আর্থিক ভাবে লাভবান হচ্ছেন, সেই প্রশ্ন তুলেছেন রাজ্যপাল।রাজভবন সূত্রে খবর, এই বিষয়ে উত্তর জানতে চেয়ে নবান্নে চিঠি পাঠানো হয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, এখনও নবান্ন থেকে কোনও জবাব আসেনি। আর ফিরহাদ স্বয়ং রাজ্যপালের এমন প্রশ্নকে পাত্তাই দিতে চাননি।২০১৮ সালের নভেম্বর মাসে কলকাতা পুরসভার মেয়র হন ফিরহাদ। সেই সময় রাজ্যের পুরমন্ত্রী ছিলেন তিনি। ২০১১ সাল থেকেই তাঁকে এই দফতরের দায়িত্বে রেখেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে জয়ের পর তাঁর দফতর বদল হলেও মন্ত্রী পদে রয়ে গিয়েছেন তিনি। পরিবহণ এবং আবাসন মন্ত্রীর দায়িত্বের সঙ্গে কলকাতার মেয়র পদও রয়েছে তাঁর কাছেই।২০২২ সালে তাঁর হাত থেকে আবাসন দফতর নিয়ে আবারও পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর ফিরিয়ে দেওয়া হয়। ২০২২ সালের অগস্ট মাসে পরিবহণ দফতরও ছাড়তে হয় তাঁকে। মন্ত্রিসভায় বার বার তাঁর দফতর বদল হলেও, গত প্রায় চার বছর তিনি কলকাতা মেয়রের পদে রয়েছেন। তাঁর এই দু'টি পদে থেকে যাওয়া নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন রাজ্যপাল।এ ব্যাপারে ফিরহাদের বক্তব্য, "আমি রাজ্যপালের কোনও বক্তব্যে পাল্টা মন্তব্য করতে রাজি নই। এর আগে জগদীপ ধনখড়ও একই ভাবে চিঠি পাঠিয়েছিলেন। তাই আমি কী ভাবে মন্ত্রী এবং মেয়র পদে রয়েছি তা আমার মুখ্যমন্ত্রী জানলেই হবে, রাজ্যপালের না জানলেও চলবে।"বর্তমান মেয়র রাজ্যপালের এমন প্রশ্নকে পাত্তা না দিতে চাইলেও, বোসের প্রশ্নকে যুক্তিসঙ্গতই বলছেন কলকাতার প্রাক্তন মেয়র তথা আইনজীবী সাংসদ আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্য্য। সিপিএমের রাজ্যসভার সাংসদ বলেন, "রাজ্যপাল সঠিক প্রশ্নই করেছেন। আমাদের সংবিধানে তিনটি স্তরে সরকার রয়েছে। কেন্দ্র, রাজ্য এবং স্থানীয় স্তরে। রাজ্য সরকারের মন্ত্রী যদি স্থানীয় প্রশাসনের অংশ হন, তাহলে তা স্বায়ত্তশাসনের অধিকারে হস্তক্ষেপ হয়। আমি এই বিষয় নিয়ে একটি মামলাও দায়ের করেছিলাম। যা এখন শুনানির অপেক্ষায়।"

শ্রমিকের

● আটের পাতার পর
উঠে আসেনি। ডুব দেওয়ার পর ছোটনকে উঠতে না দেখে সেই সময় পুকুরে উপস্থিত লোকেরা সাথে সাথে পুকুরের জলে নেমে খোঁজাখুঁজি শুরু করে। তাঁর খোঁজ না পেয়ে সাথে সাথে খবর দিয়েছেন বিলোনিয়া দমকল কর্মীদের। খবর পেয়ে ছুটে গিয়েছে দমকল কর্মীরা। বহু খোঁজাখুঁজির পর দমকল কর্মীরা প্রায় সাড়ে বারোটা নাগাদ পুকুরের জল থেকে ছোটনকে উদ্ধার করেন। সাথে সাথে তাঁরা বিলোনিয়া হাসপাতালে নিয়ে গেলে হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক ছোটনকে মৃত বলে ঘোষনা দিয়েছেন। সাথে সাথে খবর দেওয়া হয় ছোটনের বাড়িতে। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

সমাজ

● প্রথম পাতার পর
নারীপাচার সংক্রান্ত কার্যকলাপ হচ্ছে। তাই সংগঠনের দাবি, নারীদের সমান অধিকার প্রদান করা হোক। তাছাড়া, নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, খুন ও নারীপাচার বন্ধ করা, প্রতিটি নাগরিকের সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা হোক।

মহাত্মা গান্ধীকে শ্রদ্ধা বারাকপুরের গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়ের

উত্তর ২৪ পরগনা, ২ অক্টোবর (হি স)। ''জাতির জনক'' মহাত্মা গান্ধীর ১৫৪ তম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে সোমবার বারাকপুরের গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত হল গান্ধীজির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের একটি মহতীপূর্ণ অনুষ্ঠান।অনুষ্ঠানে সংগ্রহালয়ের পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয় গান্ধী স্মারক বক্তৃতা। এই বছর ২৪ তম মহাত্মা গান্ধী স্মারক বক্তৃতা প্রদান করার জন্য সংগ্রহালয়ের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয় প্রেসিডেন্সী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন সহকারী অধ্যাপক ড: অভ্র ঘোষ মহাশয়কে। অধ্যাপক ঘোষ প্রাবন্ধিক হিসেবেও সুপরিচিত। বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদনা ছাড়াও তিনি গ্রন্থ সমালোচনার পত্রিকা ''বিতর্কিকা''-র অন্যতম সম্পাদক এবং ''পরিচয়'' পত্রিকার বর্তমান সম্পাদক। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম-দ্বিশতবর্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগ তাঁকে বিদ্যাসাগর-সম্মানে ভূষিত করে।

এদিনের স্মারক বক্তৃতায় অধ্যাপক ঘোষের বক্তব্যের মাধ্যমে সমাজের সর্বস্তরে গান্ধী ভাবনার প্রাসঙ্গিকতার বিষয়টি বিশেষভাবে বিশেষভাবে উল্লেখিত হয়েছে। এছাড়াও অনুষ্ঠানটিতে অন্যান্য বিশিষ্ট বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের মুখ্য কার্য্যনির্বাহী আধিকারিক ড: মমতা কানসে, কলকাতা প্রেস ক্লাবের সভাপতি স্নেহাশিস সুর।সমগ্র অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়ের পরিচালন সমিতির সভাপতি নারায়ণ বসু। অনুষ্ঠানটির পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন সংগ্রহালয়ের অধিকর্তা-সম্পাদক ড: প্রতীক ঘোষ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিবেশনের মাধ্যমে গান্ধীজির এবছরের ১৫৪তম জন্মবার্ষিকী উদযাপনের সন্ধিক্ষণে আলোচনা প্রসঙ্গে ব্যক্ত হল যে গান্ধীজির আদর্শ, শিক্ষা, আজও দেশের প্রতিটি নীতির ক্ষেত্রে অতিবমাত্রায় প্রাসঙ্গিক।

াঙ্গন

জাতীয় সাব-জুনিয়র ফুটবলে উত্তরাখণ্ডকে হারিয়ে মূল পর্বের আশা জিইয়ে ত্রিপুরার

ত্রিপুরা: ১(বেরডম) উত্তরাখন্ড: ০

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ অক্টোবর।। জাতীয় ফুটবলে দুর্দান্ত জয় পেয়েছে ত্রিপুরা হারিয়েছে উত্তরাখণ্ডকে ন্যূনতম গোলের ব্যবধানে। এই জয়ের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরা জাতীয় সাব জুনিয়র ফুটবলে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে মূল পর্ব তথা সেমিফাইনালে খেলার আশা জিইয়ে রেখেছে। বলা বাহুল্য, দুটি শর্তে ত্রিপুরা দল সেমিফাইনালে খেলার সুযোগ পেতে পারে। প্রথমত, গ্রুপ লীগে ত্রিপুরা দলের চতুর্থ তথা শেষ ম্যাচ রয়েছে তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে, সেটি চার অক্টোবরে হবে। ওই ম্যাচে অবশ্যই তামিলনাড়ু কে হারিয়ে ত্রিপুরা দলকে জয় পেতে হবে। দ্বিতীয় শর্ত, একই দিনে বিহার উত্তরাখণ্ডের ম্যাচ রয়েছে। ওই ম্যাচে বিহারও মুখিয়ে রয়েছে উত্তরাখণ্ডকে হারিয়ে সেমিফাইনালে পৌঁছার জন্য। ঘটনায়ক্রমে এই ম্যাচের রেজাল্ট বিপরীত হতে হবে। সেমিফাইনালের দৌড়ে এই মুহূর্তে বিহার ও তামিলনাড়ু নিজেদের অবস্থান এক ধাপ এগিয়ে রেখেছে।

সম সংখ্যক ম্যাচ খেলে সম সংখ্যক পয়েন্ট হলেও গোল ব্যবধানের নিরিখে বিহার এগিয়ে রয়েছে। তবে খেলার মাঠে কখন যে কি অঘটন ঘটে যায় তা কিন্তু আগের থেকে কেউ বলতে পারে না। তাই দু দুটি যদি/কিন্তু পেরিয়ে ত্রিপুরা দল আদৌ সেমিফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পায় কিনা সেটাই এখন দেখার বিষয়।

তবে আজ অনেকটাই খুশি, তৃতীয় ম্যাচের মাথায় দ্বিতীয় জয় পেয়ে। বিশেষ করে উত্তরাখণ্ডকে ন্যূনতম গোলের ব্যবধানে হারিয়ে। প্রচন্ড উত্তেজনা পূর্ণ ম্যাচে গোলশূন্য প্রথমার্ধের পর দ্বিতীয়ার্ধের ১২ মিনিটের মাথায় ত্রিপুরা দলের বেরডম দেববর্মা দুর্দান্ত গোল করে দলকে এক-শূন্যতে এগিয়ে দেয়। পরবর্তী সময়ে উত্তরাখণ্ডের খেলোয়াড়রা গোল পরিশোধে মরিয়া হলেও কার্যত সুবিধা করতে পারিনি।

উল্লেখ্য, জাতীয় সাব জুনিয়র ফুটবলে ত্রিপুরার ছেলেরা এপর্যন্ত তিনটি ম্যাচ খেলে দুটিতে জয় এবং একটিতে হেরে ছয় পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছে। গ্রুপে থেকে একটি দলই সেমিফাইনালে খেলার সুযোগ পাবে।

সুপার লীগে প্রথম জয় পেতে মরিয়া এগিয়ে চলো, রামকৃষ্ণ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ অক্টোবর।। সুপার লিগে প্রথম জয় বলে কথা। জয় দিয়ে লীগ সূচনার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। সুপার ফোরের লড়াইয়ে উদ্বোধনী ম্যাচে ফরওয়ার্ড ক্লাব ও লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারের ড্র-তে নিষ্পত্তি হওয়া খেলাটি দ্বিতীয় ম্যাচটিকে আরও কিছুটা তাঁতিয়ে দিয়েছে। জয়ী হলে চ্যাম্পিয়নের পথ প্রশস্ত করে তুলবে। প্রথম ম্যাচে সাফল্য নিঃসন্দেহে মনোবল বাড়িয়ে তোলে। এগিয়ে চলো সংঘ খেলবে রামকৃষ্ণ ক্লাবের বিরুদ্ধে। সুপার লিগে নিজেদের প্রথম ম্যাচ। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত টেকনো ইন্ডিয়া চন্দ্র মেমোরিয়াল সিনিয়র ডিভিশন লীগের সুপার ফোর এর দ্বিতীয়

জাতীয় সাব জুনিয়র ফুটবল, গ্রুপ লিগ টেবিল

দল	ম্যা:	জ:	ড্র:	প:	গোল	প:
বিহার	৩	২	১	০	২৫-১	৭
তামিলনাড়ু	৩	২	১	০	১৫-১	৭
ত্রিপুরা	৩	২	০	১	৪-১১	৬
উত্তরাখন্ড	৩	১	০	২	৯-৩	৩
আন্দামান	৪	০	০	৪	০-৩৭	০

ম্যাচ আগামীকাল অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বিকেল তিনটায় স্থানীয় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে। চলতি মরশুমে এগিয়ে চলো সংঘ ও রামকৃষ্ণ ক্লাবের এটি তৃতীয় সাক্ষাৎকার। রাখাল মেমোরিয়াল নকআউট ফুটবল আসরের ফাইনালে, ২০ আগস্ট প্রথম সাক্ষাতে এগিয়ে চলো সংঘ ন্যূনতম গোলে রামকৃষ্ণ ক্লাবকে পরাজিত করেছিল। গত ২১ সেপ্টেম্বর এগিয়ে চলো ও রামকৃষ্ণের ম্যাচ গোলশূন্য ড্র তে নিষ্পত্তি হয়েছিল। সুপার লিগের খেলা বলে মাঠ কিন্তু দর্শকাকীর্ণ থাকবে। আপামর দর্শকের প্রত্যাশা ভালো খেলা দেখার। সে অনুযায়ী দুই দল ওইদিন মাঠে কেমন খেলা প্রদর্শন করে সেটাই এখন দেখার বিষয়। ৬ই অক্টোবর সুপার লিগের তৃতীয় ম্যাচে রামকৃষ্ণ ক্লাব ফের খেলবে ফরোয়ার্ড ক্লাবের বিরুদ্ধে।

সুপার লীগের প্রথম ম্যাচ ফরওয়ার্ড লাল বাহাদুরের খেলা গোলশূন্য ড্র

ফরওয়ার্ড ক্লাব: ০ লালবাহাদুর ব্যয়ামাগার: ০

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ অক্টোবর।। সুপার লিগের উদ্বোধনী ম্যাচ ড্র তে নিষ্পত্তি। এক কথায় দ্বিতীয় ম্যাচসহ পরবর্তী ম্যাচগুলোর গুরুত্ব কয়েক গুণ বেড়ে গেলো। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত টেকনো ইন্ডিয়া চন্দ্র মেমোরিয়াল সুপার লীগের প্রথম খেলায় ফরোয়ার্ড ক্লাব ও লাল বাহাদুর ব্যামাগারের ম্যাচটি গোলশূন্য অবস্থায় ড্র তে নিষ্পত্তি হয়েছে। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে উত্তেজনাপূর্ণ লড়াইয়ে প্রথমার্ধের মতো দ্বিতীয়ার্ধেও দু দলের কেউ তিন কাঠির জালে বল জড়াতে পারেনি। দু দলের আক্রমণ ভাগ যথেষ্ট আক্রমণাত্মক খেললেও পাল্টা প্রতিরোধে কেউ গোলের সন্ধান দিতে পারেনি। উপরন্ত ম্যাচের দুই অর্ধে দুই দলের চারজনকে রেফারি হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। গোলশূন্য ড্র তে নিষ্পত্তি হওয়ায় দুই দল এক-এক করে পয়েন্ট ভাগ করে নিয়েছে। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি তাপস দেবনাথ, বিপ্লব সিংহ, অভিজিৎ দাস, প্রতাপ কুমার দাস।দিনের খেলা: এগিয়ে চলো সংঘ বনাম রামকৃষ্ণ ক্লাব, বিকেল তিনটায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে।

আইএসএলে হায়দরাবাদের সামনে ইস্টবেঙ্গল, লক্ষ্য ৩ পয়েন্ট

কলকাতা, ২ অক্টোবর (হি.স.): আইএসএলের প্রথম ম্যাচেই জামশেদপুর এফসির কাছে এক পয়েন্ট হারাতে হয়েছে। শেষ তিন বছরে আইএসএলের প্রথম ম্যাচ জিততে পারেনি ইস্টবেঙ্গল। শনিবার ইস্টবেঙ্গলের সামনে হায়দরাবাদ এফসি। এই হায়দ্রাবাদের সঙ্গে শেষ সাতটি সাক্ষাতে আবার জয় নেই। তাই এবার লাল-হলুদের কাছে হায়দ্রাবাদ কঠিন চ্যালেঞ্জ। তবে এই মরশুমে নতুন কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাত আসা জাগাচ্ছেন।

কারণ,মরশুমের শুরুতে প্রত্যাশা জাগিয়ে ইস্টবেঙ্গল শুরু করেছে। তারা ডুরান্ড কাপে বেশ ভালো পারফর্ম করে রানার্স আপ হয়েছে। গ্রুপ পর্বে মোহনবাগানকেও হারিয়েছে। সন্দেহ নেই আইএসএল আরও কঠিন লড়াই। কোচ কুয়াদ্রাতও জানেন, তাঁর দলকে ঘিরে প্রত্যাশা অনেক বেড়েছে। এ বারের হায়দরাবাদ দল যদিও কিছুটা শক্তি হারিয়েছে। বিদেশিদের পাশাপাশি আকাশ মিশ্রর মতো ভারতীয় ফুটবলার দল ছেড়েছেন। সিভেরিও টোরো, বোরহাদের নিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। আজ ইস্টবেঙ্গল কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাতকে ভাবাচ্ছে স্ট্রাইকারদের অফ ফর্ম। সিভেরিও, ক্লেটনরা ফর্মের ধারে কাছে নেই। এরই মধ্যে রয়েছে রক্ষণ সমস্যা।

কোচ কুয়াদ্রাত বলেন, 'জামশেদপুর ম্যাচে একটা নিশ্চিত পেনাল্টি থেকে বঞ্চিত হয়েছি। তবে আমি অজুহাত দিতে চাই না। তবে সব ভুলভ্রান্তি ভুলে আজ তিন পয়েন্ট পেতে চাই। একটা জয়ই বদলে দিতে পারে সব কিছু।"

এশিয়ান গেমসে ভারতীয় কৃতিদের অভিনন্দন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ২ অক্টোবর (হি. স.) : এশিয়ান গেমসে ভারতীয় কৃতিদের অভিনন্দন জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

শনিবার তিনি এক্স হ্যাণ্ডেলে লিখেছেন, "১৯ তম এশিয়ান গেমসের সপ্তম দিনে ভারতের পতাকা ৯ টি স্বর্ণ, ১৩ টি রৌপ্য এবং ১৩ টি ব্রোঞ্জ সহ মোট ৩৫টি পদক নিয়ে উচ্চ উড়তে চলেছে! আজ টেনিস মিক্সড ডাবলসে দেশের জন্য নবম স্বর্ণপদক জেতার জন্য রোহন বোপান্না এবং রুতুজা ভোসলেকে আন্তরিক অভিনন্দন।

১০ মিটার এয়ার পিস্তল মিক্সড টিম ইভেন্টে রৌপ্য জয়ের জন্য ভারতীয় শুটার সরবজোত সিং এবং দিব্যা থাদিগোল সুব্বারাজুকে সাধুবাদ। মহিলাদের শট পুট ইভেন্টে তাঁর ব্রোঞ্জের জন্য কিরণ বালিয়ানকেও শুভেচ্ছা। আপনার নিরলস নিবেদন এবং অটল পরিশ্রম আমাদের হৃদয়কে সীমাহীন গর্বে পূর্ণ করে।"

অ্যাথলিটদের দিন, কত পদক ভারতের ঝুলিতে আসে সেটাই দেখার

হানঝাউ, ২ অক্টোবর (হি.স.): আজ এশিয়াডের নবম দিন। ভারতের অ্যাথলিটরা ১৬টি ইভেন্টে পারফর্ম করবেন। সোমবার আর্চারি, অ্যাথলেটিক্স, অ্যাকোয়াটিক্স, ব্যাডমিন্টন, তাস, কাবাডি, কায়াকিং ও ক্যানোয়িং, দাবা, ইকুয়েস্ট্রিয়ান, হকি, কুরাশ, সেপাক তাকরাও, রোলার স্কেটিং, স্কোয়াশ, টেবল টেনিস ও বাস্কেটবলে অংশ নেবেন ভারতের অ্যাথলিটরা।

১০০ পদকের প্রত্যাশা নিয়েই এগিয়ে চলেছেন ভারতীয় অ্যাথলিটরা। অষ্টম দিনের শেষে ভারতের ঝুলিতে মোট পদক সংখ্যা ৫৩টি। আর ৪৭টি পদক এলেই ভারতের 'ইস বার ১০০ পার' এর প্রত্যাশা পূরণ হবে। সোমবার ভারতের অ্যাথলিটরা ১৬টি ইভেন্টে পারফর্ম করবেন। তাতে ১৪৬ জন ভারতীয় অ্যাথলিটকে দেখা যাবে। অষ্টম দিনের শেষে পদক তালিকায় ভারত ৪ নম্বরে। ভারতের মোট পদক সংখ্যা দাঁড়াল ৫৩টি। রয়েছে ১৩টি সোনা, ২১টি রুপো এবং ১৯টি ব্রোঞ্জ। এশিয়াডের নবম দিনে অ্যাথলেটিক্সে একাধিক পদকের সম্ভবনা।এই মাল্টি স্পোর্টস ইভেন্ট থেকে কতগুলি পদক ভারত পাবে সেটাই দেখার।

প্রস্তুতি ম্যাচে নজর কাড়লো ইয়াশ, পূর্ণ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ অক্টোবর।। প্রস্তুতি ম্যাচে নজর কাড়লো ইয়াস দেববর্মা এবং পূর্ণ দাস। সোমবার এ ডি নগর স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হয় ম্যাচটি। তাতে প্রগতি প্লে সেন্টার খেলে এ ডি নগর কোচিং সেন্টারের বিরুদ্ধে। অনূর্ধ-১৩ বিভাগে। হারলেও জোড় লড়াই করে এ ডি নগরের ক্রিকেটাররা। প্রায় প্রতি ম্যাচেই ব্যাট হাতে জ্বলে উঠে ইয়াশ দেববর্মা ভবয্যতের তারকা ব্যাটসম্যান হয়ে ওঠার আভাষ দিচ্ছে। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে প্রগতি প্লে সেন্টার ১৭১ রান করে। দলের পক্ষে ইয়াশ দেববর্মা ৫৮, রাহুল মিঁয়া ২৯, পূর্ণ দাস ১৭ এবং শ্রেষ্ঠাংশু দে ১২ রান করে। জবাবে খেলতে নেমে এ ডি নগর ১১২ রান করতে সক্ষম হয়। প্রগতির পূর্ণ দাস ৩ টি এবং নবীন উদ্দিন ১ টি উইকেট দখল করে। মরশুম শুরু হওয়ার আগে প্রস্তুতি ম্যাচের মধ্য দিয়ে প্রগতি এবং এ ডি নগরের কোচ-রা নিজেদের ভুলত্রটি গুলো দেখে নিচ্ছেন। এবং অনুশীলনের মাধ্যমে ওই ভুলত্রুটি গুলো শুধরে নিচ্ছেন।

আইসিসির চোখে বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ পাঁচ ইনিংস ও বোলিং ফিগার

কলকাতা, ২ অক্টোবর (হি.স.): আগামী ৫ অক্টোবর ভারতে বিশ্বকাপ শুরু হচ্ছে। তার আগে একবার দেখে নেওয়া যাক আইসিসির চোখে বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ পাঁচ ইনিংস ও বোলিং ফিগার।

বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ পাঁচ ইনিংস:

মার্টিন গাপটিল-১৬৩ বলে ২৩৭* রান:

২০১৫ সালে ওয়েলিংটনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বোলারদের ওপর দিয়ে তান্ডব চালিয়ে নিউজিল্যান্ডের ওপেনার মার্টিন গাপটিল এই রান করেছিলেন। সেবার বিশ্বকাপের ম্যাচটি ১৪৩ রানে জিতেছিল নিউজিল্যান্ড।

ক্রিস গেইল-১৪৭ বলে ২১৫ রান:

২০১৫ তেই ক্রিস গেইল জিম্বাবুয়ের বিরুদ্ধে ক্যানবেরাতে ১০ চার ১৬ ছক্কায় বিশ্বকাপের প্রথম ডাবল সেঞ্চুরিয়ান বনে যান গেইল।

গ্যারি কারেস্টন-১৫৯ বলে ১৮৮* রান:

বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রানের ইনিংস ছিল গ্যারি কারস্টনের ১৯৯৬ বিশ্বকাপে।সেবার রাওয়ালপিন্ডিতে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে অপরাজিত ১৮৮ রান করেছিলেন কারেস্টন। দুই দশক টিকেছিল এই রেকর্ড।

সৌরভ গাঙ্গুলি-১৫৮ বলে ১৮৩:

১৯৯৯ বিশ্বকাপে কারেস্টনের রেকর্ড ভাঙার খুব কাছে গিয়ে ফিরে এসেছিলেন সৌরভ গাঙ্গুলি।

টনটনে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ১৮৩ রান করেছিলেন প্রাক্তন এই ভারত অধিনায়ক।

স্যার ভিভিয়ান রিচার্ডাস-১২৫ বলে ১৮১ রান:

বিশ্বকাপের ইতিহাসের অন্যতম সেরা ইনিংসের ছোট্ট তালিকার ওপরের দিকে থাকবে স্যার ভিভিয়ান রিচার্ডাসের এই ইনিংসটি। ১৯৮৭ বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কান বোলারদের ওপর দিয়ে ঝড় বইয়ে দিয়েছিলেন এই ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান কিংবদন্তি।

বোলিং ফিগার:

গ্লেন ম্যাকগ্রা- ১৫ রানে ৭ উইকেট:

অস্ট্রেলিয়ার ২০০৩ বিশ্বকাপ জয়ের অন্যতম নায়ক গ্লেন ম্যাকগ্রা। সেবার নামিবিয়ার বিপক্ষে ১৫ রানে ৭ উইকেট নিয়ে বিশ্বকাপে ব্যক্তিগত সেরা বোলিং ফিগারের রেকর্ড গড়েছিলেন ম্যাকগ্রা।

অ্যান্ডি বিকেল- ২০ রানে ৭ উইকেট:

একই বিশ্বকাপে(২০০৩) ইংল্যান্ডের বিপক্ষে বোলিংয়ে আগুন ঝরিয়েছিলেন অ্যান্ডি বিকেল। পোর্ট এলিজাবেথে সেদিন ইংলিশদের বিপক্ষে ১০ ওভারে মাত্র ২০ রান দিয়ে ৭ উইকেট নিয়েছিলেন বিকেল।

টিম সাউদি- ৩৩ রানে ৭ উইকেট:

২০১৫ বিশ্বকাপে টিম সাউদির সামনে রীতিমতো অসহায় ছিলেন ইংল্যান্ডের ব্যাটসম্যানরা। ওয়েলিংটনে ৩৩ রানে ৭ উইকেট নিয়েছিলেন সাউদি। ১২৩ রানে গুটিয়ে গিয়েছিল ইংলিশরা।

উইনস্টন ডেভিস-৫১ রানে ৭ উইকেট:

১৯৮৩ বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে বিধ্বংসী রূপ দেখিয়েছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান ফাস্ট বোলার উইনস্টন ডেভিস। কিন্তু পরবর্তী ম্যাচগুলোতে ভালো পারফরম্যান্স না করার জন্য সেমিফাইনাল ও ফাইনালে একাদশে জায়গা হারান তিনি।

গ্যারি গিলমোর-১৪ রানে ৬ উইকেট:

চিরপ্রতিদ্বন্দি ইংল্যান্ডের বিপক্ষে নিজের জাত চিনিয়েছিলেন গ্যারি গিলমোর। ১৯৭৫ বিশ্বকাপে লিডসে ১৪ রান দিয়ে ৬ উইকেট নিয়েছিলেন এই পেসার। সে ম্যাচে ইংলিশিরা অলআউট হয়েছিল ৯৩ রানে।

মিলন দেবী স্মৃতি প্রাইজমানি মাস্টার্স ব্যাডমিন্টন সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ অক্টোবর।। ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের উদ্যোগে অল ত্রিপুরা ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন মিলন দেবী স্মৃতি প্রাইজমানি মাস্টার্স ডাবলস ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হয়েছে।

রবিবারে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মতো আজ সোমবার সমাপনী তথা পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানও ছিল বেশ জাকজমকপূর্ণ।। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ২৫ টি দল এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। এদিকে, প্রতিযোগিতায় ৩০ ও ততোর্ধ বিভাগে এম এস রালতে ও টি সাইলো জুটি ২১-১৭ ও ২১-১৬ পয়েন্টে

অশ্বিনী কুমার ও গাঙ্গতে জুটিকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। ৪৫ ও ততোর্ধ বিভাগে সঞ্জীব কুমার সাহা ও সুমিত মজুমদার জুটি ২১-১৬, ২১-১৯ পয়েন্টে সুশান্ত রায় ও প্রদীপ্ত রায় জুটিকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন।

৫৫ ও ততোর্ধ বিভাগে বাবুল সাহা ও অঞ্জন রায় জুটি ২১-১৪ ও ২১-১৪ পয়েন্টে দেবাশীষ দাস ও দেবব্রত ভট্টাচার্য জুটিকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন।খেলা শেষে ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবেই আয়োজিত বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ বিশেষ করে ত্রিপুরা ব্যাডমিন্টন এসোসিয়েশনের প্রাক্তন সভাপতি মানিক সাহা, বর্তমান সভাপতি প্রদীপ কুমার সাহা এবং চিফ রেফারি সুশোভন দত্ত মজুমদার প্রমূখ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। দুদিন ব্যাপী আয়োজিত এই টুর্নামেন্ট সাফল্যমন্ডিত হওয়ায় উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে সচিব রজত কান্তি সেন সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন

প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১

মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০

ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

সোমবার নড়সিংগড়স্থিত ভবনস ত্রিপুরা বিদ্যামন্দিরে সরস্বতী মন্দিরের ভিত্তি প্রস্তর করেন মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহা।

রাজ্যে শিক্ষা ক্ষেত্রের সার্বিক বিকাশে বর্তমান সরকার বহুমুখী পদক্ষেপ নিয়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ অক্টোবর।। রাজ্যে শিক্ষা ক্ষেত্রের সার্বিক বিকাশে বর্তমান সরকার বহুমুখী পদক্ষেপ নিয়েছে। শিক্ষার পরিকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের গুণগতমানের শিক্ষা প্রদানে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। আজ নরসিংগড়স্থিত ভবনস ত্রিপুরা বিদ্যামন্দিরের ২৮তম প্রতিষ্ঠা দিবসে প্রধান অতিথির ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। প্রতিষ্ঠা দিবসের পাশাপাশি এই বিদ্যামন্দিরে আজ গান্ধী জয়ন্তী পালন করা হয়। প্রধান অতিথির ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভবনস ত্রিপুরা বিদ্যামন্দির রাজ্যের শিক্ষার জগতে অন্যতম এক প্রতিষ্ঠান। দেশ ও বিদেশে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শাখা রয়েছে। এই বিদ্যামন্দিরে মূল্যবোধের পাশাপাশি ভারতীয় সংস্ক'তির ধারাকেও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার শিক্ষা প্রদান করা হয়ে থাকে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী প্রায় সময়ই বলে থাকেন যাদের কাছে 'ন থাকবে পৃথিবী তাদের হাতের মুঠোয় থাকবে, প্রধানমন্ত্রীর নেত'ত্বে কেন্দ্রীয় সরকার দেশকে শিক্ষাক্ষেত্র সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে। সম্পতি জি-২০ সম্মেলনেও আমাদের দেশের সার্বিক উন্নয়ন প্রসংশিত হয়েছে। রাজ্য সরকারও শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে নানা কর্মসূচি রূপায়ণ করছে। রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি অবিভাবকদের পূর্ণ বিশ্বাস রাখা উচিত। তাই ছেলেমেয়েদের প্রাইভেট টিউশনের প্রতি ঝোঁক না বাড়িয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি আস্থা রাখার জন্য অবিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে ভবনস ত্রিপুরার ডিরেক্টর জিবি সুবামনিয়ম বলেন, ১৯৩৮ সালে ভারতীয় বিদ্যাভবন প্রতিষ্ঠিত হয়। শুরু থেকেই এই প্রতিষ্ঠান মূল্যবোধের শিক্ষা, সাংস্ক'তিক কর্মকাণ্ডে এবং সমাজসেবা এই তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন, ভবনস ত্রিপুরা বিদ্যামন্দিরের অধ্যক্ষ স্বপা সোম ও চেয়ারম্যান দেবাশিষ চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজমদার, নরসিংগড় গ্রাম প'ায়েতের প্রধান নিবেদিতা দাস সাহা প্রমুখ। বিদ্যামন্দিরে হিন্দি দিবস উপলক্ষে আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগীতায় বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। এছাড়াও তিনজন ছাত্রছাত্রীকে হরলাল মেরিট অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। তাদের হাতে নগদ অর্থরাশি এবং শংসাপত্র তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী।

মেক্সিকোতে গির্জার ছাদ ধসে নিহত ১০, আহত হয়েছেন আরও ৬০ জন

মেক্সিকো, ২ অক্টোবর (হি.স.) : মেক্সিকোর উত্তরাঞ্চলে একটি গির্জার ছাদ ধসে তিন শিশুসহ অন্তত ১০ জন নিহত হয়েছেন। রবিবার স্থানীয় সময় বিকেলে এই দুর্ঘটনা ঘটে। গির্জাটির ছাদ ধসে অন্তত ৬০ জন আহত হন। এর মধ্যে দুজনের অবস্থা গুরুতর। ধ্বংসস্তূপের ভেতরে কয়েক ডজন লোক আটকা পড়েছেন।

জানা গেছে, সিউদাদ মাদেরো শহরে সান্তা ক্রুজ নামে ওই গির্জায় খ্রিস্টানদের একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ১০০ জনের মতো অংশ নিয়েছিলেন। তখনই ছাদ ধসে দুর্ঘটনা ঘটে।স্থানীয় বাসিন্দারা বেলচা ও পিক্যাক্স নিয়ে ভবনে ছুটে এসে আটকে পড়াদের উদ্ধারের চেষ্টা করেন। অনুসন্ধান ও উদ্ধারকর্মীদের দল ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। ধ্বংসাবশেষ অপসারণের জন্য দুটি ক্রেন ঘটনাস্থলে রয়েছে।তামাউলিপাস প্রদেশের গভর্নর বলেন, ধ্বংসস্তূপের নিচে কেউ যেন না থাকে, তা নিশ্চিত করতে উদ্ধারকর্মীরা থার্মাল ইমেজিং ক্যামেরা ব্যবহার করছেন।কী কারণে ছাদ ভেঙে পড়ল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে সিউদাদ মাদেরোর মেয়র বলেন, এটি সম্ভবত কাঠামো ভেঙে ঘটেছে।

স্পন্দন ও মূর্ছনা শিল্প কলা একাডেমির সেরা রাঁধুনি প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয় সোমবার।

ধর্মনগর পুর পরিষদের উদ্যোগে সামাজিক কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২ অক্টোবর।। সোমবার অর্থাৎ দুই অক্টোবর ধর্মনগরের বিবেকানন্দ সার্ধ শতবার্ষিকী ভবনের সামনে থেকে পুর পরিষদের উদ্যোগে এক সবুজ স্বচ্ছ ধর্মনগর গড়তে সম্প্রীতি দৌড় অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সম্প্রীতির দৌড় - এর উদ্বোধন করেন পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন প্রদ্যুৎ দে সরকার। উপস্থিত ছিলেন পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন মঞ্জু নাথ, পুরপরিষদের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার তথা ধর্মনগরের এসডিএম বিবেক এইচ কে, তাছাড়া পুর পরিষদের সব কাউন্সিলর, কর্মীরা এবং বিভিন্ন এনজিও থেকে আসা কর্মকর্তারা। শুধুমাত্র তাই নয়, ধর্মনগরকে সবুজ স্বচ্ছ রাখতে অনেক ডাক্তার এবং ইঞ্জিনিয়াররা এই দৌড়ে শামিল হয়। এই দৌড় সকাল ছয়টায় ধর্মনগরের বিবেকানন্দ সার্ধশতবার্ষিকীর ভবনের সামনে থেকে শুরু হয়ে সারা ধর্মনগর শহরকে পরিক্রমা করে পুনরায় একই স্থান নিয়ে এসে মিলিত হয়। উল্লেখ্য গত ২৪ শে সেপ্টেম্বর থেকে ধর্মনগর পুরো পরিষদ একের পর এক কর্মসূচি পালন করে চলেছে ধর্মনগর শহরকে স্বচ্ছ সুন্দর নির্মল এবং যারা বিভিন্ন কাজের সাথে জড়িত তাদেরকে কেমন করে কাজের মর্যাদা সহকারে সম্মানিত করা যায় তাই নিয়ে। যারা প্রতিনিয়ত ধর্মনগর শহরকে সাফাই করে মানুষের জীবনযাত্রাকে স্বচ্ছ করে রাখছে সেই সব সাফাই কর্মীদেরও পূর্ণ মর্যাদায় সম্মানিত করা হয়। বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে কুইজ প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। চেয়ারপারসন প্রদ্যুৎ দে সরকার জানান ধর্মনগরের বিধায়ক তথা রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেনের অনুপ্রেরণায় একের পর এক কাজ করে চলেছে ধর্মনগর পুরো পরিষদ।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু এক শ্রমিকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ২ অক্টোবর।। বিদ্যুতের কাজ করতে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে এক শ্রমিকের। সোমবার দুপুর আড়াইটা নাগাদ কুমারঘাট ব্লকচৌমুনি এলাকায় ঘটেছে এই ঘটনাটি। সানীয় টাউন হলে কাজ করার সময় উপর থেকে পড়ে গিয়েই ঘটে এই বিপত্তি। জানাগেছে, তিনি তিনতলা থেকে নিচে পড়েছেন ওই শ্রমিক। মৃত শ্রমিকের নাম উত্তম দেবনাথ (৪৫)। বাড়ি আগরতলায়। কুমারঘাট পূর্ত দপ্তরের ইলেকট্রিক ইন্টারলেনের আন্ডারে কাজ করছিলেন ওই শ্রমিক। কাজ করতে গিয়ে শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনার সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই অন্যান্য শ্রমিকদের মধ্যে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। এদিকে এই মর্মান্তিক ঘটনার খবর আসতেই তার পরিবারের সদস্যরা শোকস্তব্ধ হয়ে পরেন। কান্নায় ভেঙে পড়েন তার পরিবারের সদস্যরা। এ ব্যাপারে পুলিশ একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। কাজ করতে গিয়ে তিন তালা থেকে নিচে পড়ে মৃত শ্রমিকের পরিবারকে পর্যাপ্ত আর্থিক সাহায্য প্রদানের জন্য জোরালো দাবি উঠেছে।

তেলিয়ামুড়ায় বুলেট ক্লাবের উদ্যোগে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২ অক্টোবর।। তেলিয়ামুড়া শহরের অন্যতম ক্লাব গুলির মধ্যে একটি হলো বুলেট ক্লাব। প্রতিবছরই শারদীয় দুর্গোৎসবের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক কাজকর্মে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এসেছে এই বুলেট ক্লাব। এবারও তার ব্যতিক্রম নয় ক্লাব কর্তৃপক্ষ। এবার দুর্গোৎসবে তাদের বিভিন্ন সামাজিক কাজগুলির মধ্যে একটি হলো রক্তদান। সোমবার সকাল ১১ টায় তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে ব্লাড ব্যাংকে ক্লাবের সদস্যরা রক্তদান করেছেন। এই রক্তদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়িকা তথা রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায়, ক্লাব সম্পাদক পার্থসারথি রায়, তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের চেয়ারপার্সন রূপক সরকার, ভাইস চেয়ারপার্সন, মধুসূদন রায় সহ হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক দীপা দাস।

এদিন ক্লাবের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে রক্তের ঘাটতি যাতে না ঘটে এর জন্যই ক্লাব কর্তৃপক্ষের এই উদ্যোগ। এদিন রক্তদান উৎসবে উপস্থিত থেকে বিধায়িকা তথা রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায় রক্তদাতাদের উৎসাহ প্রদান করেন। রক্তদান সম্পর্কে বলতে গিয়ে ক্লাব সম্পাদক পার্থসারথি রায় জানান প্রতিবছরের মত এ বছরও দুর্গোৎসবকে সামনে রেখে বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে এরই অঙ্গ হিসেবে আজ রক্তদান শিবির। আগামী দিনেও বুলেট ক্লাবের মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক কাজ করা হবে। আগামী সাত তারিখ তেলিয়ামুড়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলে হবে স্বাস্থ্য শিবির। যাতে করে প্রত্যন্ত অঞ্চলের লোকজন স্বাস্থ্যপরিসেবায় অংশগ্রহণ করতে পারে সেই ব্যবস্থাও করবে ক্লাব কর্তৃপক্ষ।

হারিয়ে যাওয়া মোবাইল উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ অক্টোবর।। দেবদারু ফাঁড়ী থানার ওসি বকুল রিয়াং নিষ্ঠার সহিত কাজকরেযাচ্ছেন। তিনি প্রতিনিয়ত নেশা বিরোধী অভিযান, প্রয়াস অনুষ্ঠান করেযাচ্ছেন। লোকজনের নিজেদের অসুবিধানিয়ে থানার দারস্ত হলে তা দ্রুততার সহিত সমাধান করছেন ওসি বকুলরিয়াং। শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত বীরচন্দ্র মনুর বাসিন্দা বিশ্বজিৎ পাল বিগত তিন মাস আগে জোলাইবাড়ী থেকে দেবদারু যাবার পথে উনার মোবাইল হারিয়েফেলে। পরবর্তী সময় এইবিষয়ে দেবদারু ফাঁড়ী থানায় জানানোর পর মোবাইলের খোঁজে নামে দেবদারু ফাঁড়ী থানার ওসি বকুল রিয়াং। অবশেষে তদন্তক্রমে মহারানি এলাকাথেকে হারিয়ে যাওয়া মোবাইল উদ্ধার করে সমস্ত আইনি পক্রিয়াসেরে পকৃত মালিকের হাতে মোবাইলটি তুলেদিলো দেবদারু ফাঁড়ী থানার ওসি। ওসি বকুল রিয়াং এর এইধরনের সফলতায় খোবইখুশি মোবাইলের মালিক।

বিশালগড় হাসপাতালে স্বচ্ছতা দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২ অক্টোবর।। সোমবার ২ অক্টোবর গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে আগরতলা রোটারী ক্লাবের উদ্যোগে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে স্বচ্ছতা দিবস পালন করা হয়।এইদিন দুপুর সাড়ে বারোটায় রোটারী ক্লাবের সদস্যরা পরিচ্ছন্নতা যেখানে ঈশ্বরের বাস সেখানে।এই স্লোগান কে সামনে রেখে ঝাড়ু হাতে নিয়ে স্বচ্ছ ভারত অভিযানে নেমে পড়েন। মহকুমা হাসপাতালের রাস্তাঘাট, হাসপাতাল প্রাঙ্গন, চারপাশের আবর্জনা পরিষ্কার করা হয়। হাসপাতালে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখতে স্যানিটেশন করানো হয়। আগরতলা রোটারী ক্লাবের ডায়নামিক ট্রেজারার আরটিএন ডাঃ সর্বাণী দেববর্মণ গোস্বামী (কোষাধ্যক্ষ আরসি আগরতলা) আরটিএন এর সাথে অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেন। তাছাড়া এই স্বচ্ছ ভারত অভিযানে অংশগ্রহন করেন ডাঃ সুবল দেবনাথ এবং উনার স্ত্রী শ্রীমতি তৃপ্তি নাথ, আরটিএন। সুব্রত বণিক (চেয়ারপার্সন লিটারেসি মিশন আরসি আগরতলা), আর টিএন সুজিত চন্দ সহ অন্যান্যরা। তাছাড়া বিশালগড় হাসপাতালের সমস্ত ডাক্তার, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা এই স্বচ্ছ ভারত অভিযানে অংশগ্রহন করেন।স্বচ্ছ পরিবেশ আমাদের সুস্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সোমবারের বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে এই স্বচ্ছ ভারত অভিযানে রোগীর পরিবারের সদস্যরা সর্বত্র ভাবে সাহায্য করেন এবং এমন অভিযানের ভুয়সি প্রশংসা করেন।

আক্রমণের শিকার পুলিশ কর্মীর ছেলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২ অক্টোবর।। দুই যুবকের দ্বারা আক্রমনের শিকার পুলিশ কর্মীর ছেলে। এমনই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উঠে এসেছে। অভিযুক্তরা এখন পর্যন্ত অধরা বলে খবর। সুবিচারের দাবিতে সংবাদ মাধ্যমের দ্বারস্থ হয়েছেন পুলিশ কর্মীর পরিবার।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে হরিপদ চক্রবর্তী, তিনি একজন পুলিশ কর্মী, দীর্ঘদিন কৈলাশহর থানাতে কর্মরত ছিলেন। বর্তমানে তিনি কৈলাশহর পুলিশ রিজার্ভ মন্দিরে পূজা করেন এবং পুলিশ রিজার্ভ কোয়ার্টারে থাকেন উনার পরিবারকে নিয়ে। উনার এক ছেলে এবং এক মেয়ে রয়েছে। জানা যায় যে গত সেপ্টেম্বরের ২৫ তারিখ গনেশ পূজার দশমী ছিল কৈলাশহরে। আর সেই পুজো দেখতে রাত্রিবেলা এসেছিল পুলিশকর্মী হরিপদ চক্রবর্তীর ছেলে প্রলয় চক্রবর্তী(২৪)। অভিযোগ সেদিন রাত্রিবেলা কৈলাসহর আর জিএম হাসপাতালের সামনে দুইজন যুবক মিলে তাকে বেধড়ক মারপিট করে। যার ফলে গুরুতর আহত হয়েছে সে। তার নাক ও মাথা ফেটে যায়। সে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। এমনকি ওর পকেট থেকে নগদ অর্থসহ একটি স্বর্ণের চেইনও নিয়ে যায় ওই দুই যুবক। এমনই অভিযোগ। এমনকি তার মোবাইল ফোনটি ও ভেঙ্গে ফেলে ওই দুই যুবক।এরপর স্থানীয়রা তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য কৈলাসহর আরজিএম হাসপাতালে নিয়ে গেলে তার অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য কৈলাসহর ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে রেফার করে। তার মাথায় আঠারোটি সেলাই লাগে এবং ডাক্তার বাবুরা জানায় যে তার মাথায় প্রচন্ড আঘাত লেগেছে তাই তাকে বহি রাজ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়। কিন্তু টাকার অভাবে তাকে বহিরাজ্যে বর্তমানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না তার পরিবারের লোকেদের।

এদিকে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গত মাসের ২৭ তারিখ অভিযুক্তদের নাম ধাম দিয়ে প্রলয় চক্রবর্তীর পরিবারের লোকেরা কৈলাশহর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। কিন্তু এখন পর্যন্ত অভিযুক্তদের গ্রেফতার করেনি পুলিশ। এমন কি জেলা পুলিশ সুপারের কাছে গিয়েও জেলা পুলিশ সুপারের সাথে কথা বলতে বাধার সম্মুখীন হয় হরিপদ চক্রবর্তী বলে অভিযোগ। তবে কি কারণে ওই দুই যুবক প্রলয় চক্রবর্তীর উপরে এইভাবে আক্রমণ সংঘটিত করল তা এখনো জানা যায়নি। তাই অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে সংবাদ মাধ্যমের দ্বারস্থ হয় আজ প্রলয় চক্রবর্তীর পরিবার। বর্তমানে প্রলয় চক্রবর্তী বিছানায় শয্যাশায়ী। এখন দেখার বিষয় হল পুলিশ প্রশাসন তদন্তক্রমে কি ভূমিকা গ্রহণ করে সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে সবাই।

বিলোনিয়া বিভাগীয় কার্যালয়ে গিয়ে দলীয় কর্মীদের খোঁজখবর নিলেন বাদল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২ অক্টোবর।। সোমবার ২ রা অক্টোবর সকাল এগারটায় সিপিআইএম বিলোনীয়া বিভাগীয় দপ্তরে আসেন সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য তথা রাজ্যের প্রাক্তন অর্থ মন্ত্রী বাদল চৌধুরী। সিপিআইএম এর এই প্রবীণ নেতা দলের বর্তমান কাজকর্ম , পার্টি নেতৃত্ব , সাধারণ কর্মীদের সম্পর্কে ও খোঁজ খবর নেন তিনি। উপস্থিত পার্টি নেতৃত্বগন চলমান বিভিন্ন পার্টির কাজকর্ম ও আগামী কর্মসূচী সম্পর্কে উনাকে অবহিত করেছেন এদিন। এছাড়া বিলোনীয়া জোলাইবাড়ী নির্মীয়মান জাতীয় সড়কের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে ও তিনি জানতে চেয়েছেন বলে খবর।

বিধায়ক দীপঙ্কর সেন জানান, বিগত কয়েক দিন আগে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা শাসকের আয়োজিত সভায় এই বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে জেলা শাসক জানান ডিসেম্বরের মধ্যে এই কাজ শেষ হবে। এছাড়াও বিভিন্ন অসুস্থ এবং আক্রান্ত মানুষদের ও খোঁজখবর নিয়েছেন প্রাক্তন মন্ত্রী এদিন। বিভাগীয় দপ্তরের এদিন উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা সম্পাদক তাপস দত্ত, জেলা সম্পাদক বাসুদেব মজুমদার, বিধায়ক দীপঙ্কর সেন, সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্বরা, সন্ধ্যায় তিনি আগরতলা ফিরে যাওয়ার কথা রয়েছে।

রাজযোগিনী কবিতার স্মরণসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ অক্টোবর।। সোমবার আড়ালিয়া স্থিত প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টারে সদ্য প্রয়াত মুখ্য সঞ্চালিকা কবিতা বেহেনজিকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী শান্তনা চাকমা, বিশিষ্ট সমাজ সেবী রাজীব ভট্টাচার্য , প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তারা সহ সমাজের বিশিষ্টজনেরা।

শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে মন্ত্রী শান্তনা চাকমা বলেন, মুখ্য সঞ্চালিকা কবিতা বেহেনজিকে শ্রদ্ধা জানাতে সকলে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি রাজ্যের স্বার্থে বহু কাজ করে গেছেন। মানুষের মনকে কিভাবে শান্ত রাখা যায় সেটাই ছিল তাঁর মূল উদ্দেশ্য। রাজ্যের মহিলাদের উৎসাহিত করতেও ছিল তাঁর বিশেষ ভূমিকা। আগামী দিনে তাঁর দেখানো পথেই এগিয়ে যেতে হবে। উল্লেখ্য, গত ২২ সেপ্টেম্বর প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রিপুরা ও বাংলাদেশের মুখ্য সঞ্চালিকা কবিতা বেহেনজি প্রয়াত হন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর। ১৯৬৮ সালের ২৩ মার্চ জন্ম গ্রহণ করেন তিনি। দুই দেশের মানুষের মধ্যে সু-সম্পর্ক বজায় রাখতে তাঁর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। জানা যায় ১৯৯৫ সালে সঞ্চালিকা কবিতা বেহেনজি প্রথম আগরতলায় এসে ঈশ্বরী সেবা শুরু করেন। তারপর ধীরে ধীরে ১৬ টি সেন্টার খোলা হয়। বাংলাদেশেও বেশ কয়েকটি সেন্টার খোলা হয়েছে।

রাজঘাটে পুলিশের ধাওয়ায় উধাও তৃণমূল মন্ত্রী-সাংসদদের মোবাইল, জুতো

নয়াদিল্লি, ২ অক্টোবর (হি স)। দিল্লিতে মহাত্মা গান্ধীর সমাধিস্থল রাজঘাটে ধর্না দিতে গিয়ে জুতো হারালেন পশ্চিমবঙ্গের দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু। এ ছাড়া, রাজঘাটে তৃণমূল সাংসদ শান্তনু সেন নিজের মোবাইল ফোন খুইয়েছেন।

সুজিতবাবু জুতো খুলে ধর্নাস্থলে ঢুকেছিলেন। সেখান থেকে বেরিয়ে দেখেন, জুতো যেখানে খুলেছেন, সেখানে নেই। কোথাও জুতো খুঁজে পাননি তিনি। তবে জুতো হারালেও তাঁদের আন্দোলন চলবে। বলে দাবি করলেন। পুলিশের বিরুদ্ধে সুজিতবাবুর আরও অভিযোগ, "পুলিশ আমার পায়ে বুট দিয়ে চেপে দিয়েছে।" পরে তাঁকে খালি পায়েই রাজঘাট থেকে বেরিয়ে যেতে দেখা যায়।শান্তনু সেনও আচমকাই দেখেন, ফোনটি তাঁর পকেটে নেই। আশপাশে অনেক খোঁজাখুঁজিও করা হয়। কিন্তু সেটি আর পাওয়া যায়নি।" তৃণমূলের রাজ্যসভা সাংসদ শান্তনু বলেন, "আমার স্যামসাং গ্যালাক্সি ফোনটি পকেট থেকে খোয়া গিয়েছে।"

১০০ দিনের কাজ করেও যাঁরা টাকা পাননি, সেই বঞ্চিতদের নিয়ে দিল্লি গিয়েছে তৃণমূল। রয়েছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার গান্ধীজয়ন্তীর দিন রাজঘাটে তাঁদের কর্মসূচি ছিল। বিকেল ৩টে নাগাদ গান্ধীর সমাধিস্থলে শ্রদ্ধা জানিয়ে কেন্দ্রের বঞ্চনার অভিযোগে ধর্নায় বসে তৃণমূল। অভিষেক ছাড়াও ছিলেন তৃণমূলের নেতা, মন্ত্রী, বিধায়ক এবং সাংসদেরা। প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে রাজঘাটে বসেন তাঁরা। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীন দিল্লি পুলিশের বিরুদ্ধে রাজঘাটে অতিসক্রিয়তার অভিযোগ তুলেছেন তৃণমূল নেতৃত্ব।

পুকুরে স্নান করতে গিয়ে মৃত্যু এক শ্রমিকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার প্রতিনিধি, ২ অক্টোবর : পুকুরে স্নান করতে গিয়ে বহিঃরাজ্যের এক ইট ভাট্টার শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। আজ সকালে ওই ঘটনায় ঋষ্যমুখ ব্লকের রতনপুর এলাকার শোকে ছায়া নেমে এসেছে।

জানা গেছে, সোমবার সকাল সাড়ে আটটায় ঋষ্যমুখ ব্লকের রতনপুর এলাকার শিব ব্রিকস ইন্ডাস্ট্রিজের পাশের পুকুরে স্নান করতে গিয়েছিলেন ছোটন বির্জা(৩২)নামে এক শ্রমিক। তাঁর বাড়ি বিষ্ণুপুর থানাধীন গুজরাট কোরৎ এলাকায়। জলে নেমে ছোটন ডুব দেওয়ার পর আর জল থেকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সোমবার জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর জন্মজয়ন্তী পালিত হয় প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে। ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।